রামায়ণ

আদিকাণ্ড

কৃত্তিবাস ওঝা

সূচিপত্র

- নারায়ণের শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন চারি অংশে প্রকাশ বিবরণ. 5
- রামনামে রত্নাকরের পাপক্ষয়. 8
- ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রত্নাকরের বাল্মীকি নামকরণ ও রামায়ণ রচনা করণে বরদান. . 10
- নারদ কর্ত্তৃক বাল্মীকিকে রামায়ণ রচনার আভাষ প্রদান. 11
- চন্দ্রবংশের উপাখ্যান. 13
- সূর্য্যবংশের উপাখ্যান ও মান্ধাতার জন্ম বিবরণ 14
- সূর্য্যবংশ নির্ব্বংশ এবং হারীতের অযোধ্যায় রাজ্যাভিষেক 15
- রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান 17
- সগরবংশ-উপাখ্যান 24
- সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ ও বংশনামের বিবরণ. 26
- কপিল মুনি কর্ত্তৃক সগরবংশ উদ্ধারের উপায় কথন 27
- গঙ্গার জন্ম-বিবরণ ও মর্ত্ত্যলোকে সগরের গঙ্গা আনিতে গমন ও ভগীরথের জন্ম 28
- দেব আরাধনা দ্বারা ভগীরথ কর্ত্তৃক মর্ত্ত্যে গঙ্গা আনয়নের বৃত্তান্ত 30
- সুমেরু হইতে গঙ্গার চারি ধারা হইয়া পৃথিবীতে পতন 33
- হরিদ্বার, পাতাল ও ত্রিবেণী ইত্যাদিতে গঙ্গার ভ্রমণ ও মহাদেব কর্ত্তৃক গঙ্গার বেগ ধারণ. 35
- বারাণসীর উৎপত্তি কথন 36
- কাণ্ডার মুনির অস্থি গঙ্গায় পতনে বৈকুণ্ঠে গমন 37

www.bengaliebook.com

- সগর বংশ উদ্ধার 39
- গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন 41
- সৌদাস রাজার উপাখ্যান 42
- দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ-বিবরণ 44
- রঘুরাজার দানকীর্ত্তি 47
- অজ রাজার বিবাহ ও দশরথের জন্ম-বিবরণ 50
- দশরথের রাজা হওন বিবরণ 53
- রাজা দশরথের সহিত কৌশল্যার বিবাহ 54
- দশরথের সহিত কৈকেয়ীর বিবাহ 56
- রাজা দশরথের সহিত সুমিত্রাদির বিবাহ ও সর্ব্বদা স্ত্রী সংসর্গে থাকাতে রাজ্যে শনির দৃষ্টি 57
- ইন্দ্র ও শনির নিকট রাজা দশরথের যুদ্ধযাত্রা এবং জটায়ুর সহিত মিত্রতা . . 60
- রাজা দশরথের পুনর্ব্বার শনির নিকটে গমন ও শনি কর্ত্তৃক গণেশের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন এবং দশরথকে বরদান 62
- মৃগজ্ঞানে রাজা দশরথ কর্ত্তৃক অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুবধ বিবরণ. 64
- দশরথ রাজার প্রতি অন্ধকের শাপ বিবরণ 66
- দশরথ কর্ত্তৃক সম্বর-অসুর বধ 69
- সম্বরাসুর সহ যুদ্ধে দশরথের অঙ্গ ক্ষত হওয়ায় কৈকেয়ী আরোগ্য করাতে রাজার বর দিবার অঙ্গীকার 71
- কৈকেয়ী দশরথের প্রাণ আরোগ্য করিলে কৈকেয়ীকে পুনর্ব্বার বর প্রাপ্তির বিবরণ 72

www.bengaliebook.com

- দশরথ পুত্রের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিয়া যজ্ঞকরণের পরামর্শ ও উক্ত মুনির উৎপত্তি কাহিনী 73
- লোমপাদ রাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবারণার্থ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন. 75
- ঋষ্যশৃঙ্গের লোমপাদ রাজ্যে গমন ও অনাবৃষ্টি নিবারণ 79
- ঋষ্যশৃঙ্গের অদর্শনে বিভাণ্ডক মুনির খেদ 80
- দশরথ রাজার পুত্রেষ্টি যজ্ঞকরণ ও নারায়ণের চারি অংশে জন্মগ্রহণ 81
- জনক ঋষির চাষে সীতার জন্ম 86
- দশরথের যজ্ঞ সাঙ্গ ও যজ্ঞের চরু তিন রাণীতে ভক্ষণ এবং তিনের গর্ভে নারায়ণের চারি অংশে জন্ম-বৃত্তান্ত. 87
- শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম বিবরণ 89
- ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম-বিবরণ 91
- শ্রীরামের জন্মে দেবগণের আনন্দ 92
- শ্রীরামের জন্মে রাবণের বিপদানুভব এবং তন্নিবারণের উপায় করণ 93
- বানরগণের জন্ম-বিবরণ. 95
- দশরথের চারি পুত্রের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ. 96
- শ্রীরাম লক্ষ্মণাদির বাল্যক্রীড়া 97
- শ্রীরামের শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা 98
- সীতার বিবাহ পণার্থে হরের ধনু প্রদান 100
- জনক রাজার ধনুর্ভঙ্গ পণ 102
- সকল রাজা ও রাবণের ধনুক তুলিতে অপারক হইয়া পলায়ন 103

www.bengaliebook.com

- শ্রীরামের গঙ্গাস্নান ও গুহকের মুক্তি এবং উভয়ে মিতালি ও ভরদ্বাজ মুনির গৃহে রামের অক্ষয় ধনুর্ব্বাণ প্রাপ্ত হওন 106
- রাক্ষসের দৌরাত্মে মুনিদের যজ্ঞপূর্ণ না হওয়াতে তাহা নিবারণের উপায় . 109
- শ্রীরামকে রাক্ষস সহ যুদ্ধে প্রেরণে দশরথের অস্বীকার 110
- রাজা দশরথ বিশ্বামিত্র মুনিকে প্রতারণা করিয়া ভরত ও শত্রুঘ্নকে প্রেরণ ওবিশ্বামিত্রের কোপ, তৎপরে রামের গমন স্বীকার. 111
- মিথিলায় যজ্ঞ রক্ষার্থে শ্রীরাম লক্ষ্মণের গমন ও মন্ত্রদীক্ষা 113
- শ্রীরাম কর্ত্তৃক তাড়কা রাক্ষসী বধ ও অহল্যার উদ্ধার 115
- শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক তিন কোটি রাক্ষস বধ ও মুনিগণের যজ্ঞ সমাধান এবং হরধনু ভাঙিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের মিথিলায় গমন 119
- সীতাদেবীর দেবগণের নিকটে বর প্রার্থনা. 124
- শ্রীরাম কর্ত্তৃক হরধনু ভঙ্গ এবং শ্রীরাম লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ. . . 125
- পরশুরামের শর শ্রীরামের প্রাপ্ত হওন ও পরশুরামের দর্পচূর্ণ 135

www.bengaliebook.com

নারায়ণের শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন চারি অংশে প্রকাশ বিবরণ

গোলোক বৈকণ্ঠপুরী সবার উপর।
লক্ষ্মী সহ আছেন তথায় গদাধর।।
তথায় অদ্ভুত বৃক্ষ দেখিতে সুচারু।
যাহা চাই, তাহা পাই, নাম কল্পতরু ।।
দিবা নিশি তথা চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ।
তার তলে আছে দিব্য বিচিত্র আবাস। ।
নেতপাট সিংহাসন উপরেতে তুলি।
বীরাসনে বসিয়া আছেন বনমালী।।
মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ।
এক অংশ চারি অংশে হইতে প্রকাশ।।
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ ।।
লক্ষ্মীমূর্ত্তি সীতাদেবী বসেছেন বামে।
স্বর্ণছত্র ধরেছেন লক্ষ্মণ শ্রীরামে।।
চামর ঢুলান তাঁরে ভরত শত্রুঘ্ন।
যোড়হাতে স্তব করে পবন-নন্দন ।।
এইরূপে বৈকুণ্ঠে আছেন গদাধর।
হেনকালে চলিলা নারদ মুনিবর।।
বীণাযন্ত্র হাতে করি হরি-গুণ গান।
উত্তরিলা গিয়া মুনি প্রভু-বিদ্যমান।।
রূপ দেখি বিহ্বল নারদ নাচে ধীরে।
বসন তিতিল তাঁর নয়নের নীরে।।
হেন রূপ কেন ধরিলেন নারায়ণ।
ইহা জিজ্ঞাসিব গিয়া যথা পঞ্চানন। ।
ভাবী ভূত বর্ত্তমান শিব ভাল জানে।
এ কথা কহিব গিয়া মহেশের স্থানে।।
এতেক ভাবিয়া যাত্রা করে মুনিবর।
উত্তরিলা প্রথমেতে ব্রহ্মার গোচর ।।
বিধাতারে লয়ে যান কৈলাস-শিখরে ।
শিবকে বন্দিয়া পাছে বন্দিলা দুর্গারে।।
নিরখিয়া দুইজনে তুষ্ট মহেশ্বর।
জিজ্ঞাসা করেন তবে তাঁদের গোচর।।
কহ ব্রহ্মা, কহ হে নারদ তপোধন।
দোঁহে আনন্দিত আজি, দেখি কি কারণ।।
বিরিঞ্চি বলেন, শুন দেব ভোলানাথ।
দেখিলাম গোলোকে অপূর্ব্ব জগন্নাথ।।
দেখিতাম পূর্ব্বেতে কেবল নারায়ণ।
চারি অংশ দেখি এবে কিসের কারণ।।
ব্রহ্ম-বাক্য শুনিয়া কহেন বৃত্তিবাস।
সেইরূপ ইহকালে হইবে প্রকাশ।।
যে রূপে আছেন হরি গোলক ভিতর।
জন্ম নিতে আছে ষাটি হাজার বৎসর।।
রাবণ রাক্ষস হবে পৃথিবী-মণ্ডলে।
তাহারে বধিতে জন্ম লবেন ভূতলে।।
দশরথ-ঘরে জন্মিবেন চারিজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন্।।
এক অংশ নারায়ণ চারি অংশ হৈয়া।
তিন গর্ভে জন্মিবেন শুভক্ষণ পাইয়া।।
জানকী সহিত রাম লইয়া লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালনার্থ যাইবেন বন।।
সীতা উদ্ধারিবে রাম মারিয়া রাবণ।
লব কুশ নামে হবে সীতার নন্দন।।
মনুষ্য গো-হত্যা আদি যত পাপ করে।

www.bengaliebook.com

একবার রামনামে সর্ব্ব পাপে তরে।।
মহাপাপী হয়ে যদি রামনাম লয়।
সংসার-সমুদ্র তার বৎস পদ হয়।।
হাসিয়া বলেন ব্রহ্মা, শুন ত্রিলোচন।
পৃথিবীতে হেন পাপী আছে কোন্ জন।।
ধূর্জ্জটি বলেন, মম বাক্যে দেহ মন।
মধ্যপথে মহাপাপী আছে এক জন।।
তারে গিয়া রামনাম দেহ একবার।
তবে সে নিতান্ত মুক্ত হইবে সংসার।।
বিধাতা নারদ মুনি ভাবে দুইজন।
পৃথিবীতে মহাপাপী আছে সে কেমন।।
চ্যবন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর।
দস্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর।।
বিরিঞ্চি নারদ দোঁহে সন্ন্যাসী হইয়া।
রত্নাকর কাছে দোঁহে মিলিল আসিয়া।।
বিধাতার মায়া হৈল রত্নাকর প্রতি।
সেই দিনে সেই পথে কারো নাহি গতি।।
উচ্চ বৃক্ষে চড়িয়া সে চতুর্দ্দিকে চায়।
ব্রহ্মা নারদেরে পথে দেখিবারে পায়।।
ভাবে মনে রত্নাকর লুকাইয়া বনে।
সন্ন্যাসী মারিয়া বস্ত্র লইব এক্ষণে।।
বিধাতা নারদ দোঁহে যান সেই পথে।
লোহার মুদগর তোলে ব্রহ্মারে বধিতে।।
ব্রহ্মার মায়াতে তার মুদগর না চলে।
মায়ায় মুদগর বদ্ধ তার করতলে।।
না পারে মারিতে তবে ভাবে মনে মন।
ব্রহ্মা জিজ্ঞাসেন বাপু তুমি কোন জন।।
রত্নাকার বলে, তুমি না চিন আমারে।
লইব তোমার বস্ত্র মারিয়া তোমারে।।
ব্রহ্মা বলে, মোরে মারি পাবে কত ধন।
করিয়াছ যত পাপ কহিব এখন।।
শত শত্রু মারিলে যতেক পাপ হয়।
এক গো বধিলে তত পাপের উদয়।।
এক শত ধেনু বধ যেই জন করে।
তত পাপ হয় যদি এক নারী মারে।।
এক শত নারী হত্যা করে যেই জন।
তত পাপ হয় এক মারিলে ব্রাহ্মণ ।।
এক শত ব্রহ্মবধে যত পাপোদয়।
এক ব্রহ্মচারী বধে তত পাপ হয়।।
ব্রহ্মচারী মারিলে পাতক হয় রাশি।
সংখ্যা নাই কত পাপ মারিলে সন্ন্যাসী।।
যেই পথ দিয়া গতি করেন সন্ন্যাসী।
আড়ে দীর্ঘে চারি ক্রোশ সম বারাণসী।।
সে পাপ করিতে যদি থাকে তব মন।
করহ এতেক পাপ কহিনু এখন।।
শুনিয়া কহিল দস্যু রত্নাকর হাসি।
মারিয়াছি তোমা হেন কতেক সন্ন্যাসী।।
ব্রহ্মা বলিলেন, যদি না ছাড়িবে মোরে।
ভাল স্থল দেখিয়া হে বধহ আমারে।।
যথা কীট পতঙ্গাদি পিপীলিকা গন্ধে।
লোভে না আইসে মৃত খাইতে আনন্দে।।
মারিলে দণ্ডের বাড়ি পড়িব ভূমিতে।
পিপীলিকা দণ্ডের বাড়ি পড়িব ভূমিতে।।
ব্রহ্মা বলিলেন পাপ কর কার লাগি।
তোমার এ পাতকের কেহ আছে ভাগী।।
রত্নাকর বলে, যত লয়ে যাই ধন।
মাতা পিতা পত্নী আমি খাই চারিজন।।
যেবা কিছু বেচি কিনি চারিজনে খায়।

আমার পাপের ভাগী চারিজনে হয়।।
শুনিয়া হাসিয়া ব্রহ্মা কহিলেন তবে।
তোমার পাপের ভাগী তারা কেন হবে।।
করিয়াছ যত পাপ আপনার কায়।
আপনি করিলে পাপ আপনার দায় ।।
জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি আইস নিশ্চয়।
তোমার পাপের ভাগী তারা যদি হয়।।
নিতান্ত আমারে বধ কর তবে তুমি।
এই বৃক্ষতলেতে বসিয়া থাকি আমি।।
হরিষ বিষাদে দস্যু লাগিল কহিতে।
বুঝিলাম এই যুক্তি কর পলাইতে।।
ব্রহ্মা বলে সত্য কহি, না পলাব আমি।
মাতা পিতা পত্নী সুধাইয়া এস তুমি।।
অতঃপর যায় দস্যু ফিরে ফিরে চায়।
ভাবে বুঝি ভাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী পলায়।।
প্রথমে পিতার কাছে করে নিবেদন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ। ।

www.bengaliebook.com

রামনামে রত্নাকরের পাপক্ষয়

মনুষ্য মারিয়া আনি যত ধন আমি।
আমার পাপের ভাগী বট কিনা তুমি।।
পুত্রের বচন শুনি কহিল চ্যবন।
হেন কথা তোমারে কহিল কোন্ জন।।
কোন্ শাস্ত্রে শুনিয়াছ কে কহে তোমারে।
পুত্রকৃত পাপ কেন লাগিবে পিতারে।।
অজ্ঞান বালক তোরে কি কহিব কথা।
কভু পিতা পুত্র হয়, পুত্র হয় পিতা।।
যখন বালক আমি পিতা ছিনু আমি।
এখন বালক আমি পিতা হৈলা তুমি।।
যখন বালক ছিলে না ছিল যৌবন।
বহু দুঃখ করি তোমা করেছি পালন।।
যত করিয়াছি পাপ আপনি সংসারে।
সে সব পাপের ভাগ না লাগে তোমারে।।
এবে পিতা হইয়াছ, পুত্রতুল্য আমি।
কোন রূপে আমারে পুষিবে নিত্য তুমি।।
মনুষ্য মারিতে তোমা বলে কোন্ জন।
তোমার পাপের ভাগী হব কি কারণ।।
শুনিয়া বাপের বাক্য হেঁট মাথা করে।
কান্দিতে কান্দিতে কহে মায়ের গোচর।।
সত্য করি আমারে গো কহিবে জননী।
আমার পাপের ভাগী নহে কি আপনি।।
জননী কহিল ক্রুদ্ধা হইয়া অপার।
এক দিবসের ধার কে শোধে আমার।।
দশ মাস গর্ব্ভে ধরি পুষেছি তোমারে।
তব কৃত পাপ পুত্র না লাগে আমারে।।
শুনিয়া মায়ের বাক্য হেঁট কৈল মাথা।
পত্নীর নিকটে গিয়া কহে সব কথা।।
জিজ্ঞাসি তোমারে প্রিয়ে সত্য করি কও।
আমার পাপের ভাগী হও কি না হও।।
শুনিয়া স্বামীর বাক্য কহিছে রমণী।
নিবেদন করি প্রভু শুন গুণমণি।।
বিধাতা করিল মোরে অর্দ্ধাঙ্গের ভারী।
অন্য পাপ নিতে পারি এই পাপ নারি।।
যখন করিলা তুমি আমারে গ্রহণ।
সর্ব্বদা করিবে মম রক্ষণ পোষণ।।
আর যত পাপ পুণ্য ভাল লাগে মোরে।
পোষণার্থ পাপ-ভাগ না লাগে আমারে।।
মনুষ্য মারিতে কেবা বলিল তোমায়।
এইমাত্র জানি তুমি পালিবে আমায়।।
শুনিয়া ভার্য্যার কথা রত্নাকর ডরে।
কেমনে তরিব আমি এ পাপ-সাগরে।।
পাপেতে ডুবিনু আমি কি হইবে গতি।
কান্দিতে লাগিল দস্যু ভাবিয়া দুষ্কৃতি।।
লোহার মুদগর তবে মাথায় মারিয়া।
পড়িল ভূমিতে এবে অচেতন হৈয়া।।
উঠিয়া মুনির পুত্র ভাবিল অন্তরে।
সেই মহাজন যদি মোরে কৃপা করে।।
ইহা ভাবি উভয়ের সন্নিধানে গিয়া।
কহিল ব্রহ্মার পায় দণ্ডবৎ হৈয়া।।
একে একে জিজ্ঞাসিনু আমি সবাকারে।
মম পাপভাগী কেহ নাহিক সংসারে।।
আপনি করিয়া কৃপা দিলা দিব্যজ্ঞান।
এ সকল পাপে কিসে পাব পরিত্রাণ।।
কহিলেন পিতামহ মুনির কুমারে।
তুমি স্নান করিয়া আইস সরোবরে।।
শুনিয়া চলিল তবে সরোবর-পাড়ে।

তার দৃষ্টিমাত্র জল অন্তরীক্ষে উড়ে।।
শুষ্ক স্থলে মরে মীন মকর কুম্ভীর।
কহিল ব্রহ্মার কাছে না পাইয়া নীর।।
ছিল যে অগাধ জল এই সরোবরে।
মম দৃষ্টিমাত্র জল হইল অন্তরে ।।
শুনিয়া কহেন ব্রহ্মা সঙ্গী তপোধনে।
হইয়াছে পূর্ণ পাপ তরিবে কেমনে।।
কমণ্ডলু- জল ছিল দিলেন মাথায়।
মহামন্ত্র মুনি তারে কহিবারে যায়।।
নিকটে আসিয়া ব্রহ্মা কহে তার কাণে।
একবার রামনাম বলরে বদনে।।
পাপে জড় জিহ্বা রাম বলিতে না পারে।
কহিল আমার মুখে এ কথা না স্ফুরে। ।
শুনিয়া ব্রহ্মার বড় চিন্তা হৈল মনে।
উচ্চারিবে রাম নাম এ মুখে কেমনে। ।
ম-কার কহিলে অগ্রে রা কহিলে শেষে।
তবে বা পাপীর মুখে রামনাম আসে।।
ব্রহ্মা বলিলেন তারে উপায় চিন্তিয়া।
মনুষ্য মরিলে বাপু ডাক কি বলিয়া। ।
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা বলে রত্নাকর।
মৃত মনুষ্যের মড়া বলে সব নর।।
মড়া নয়, মরা বলি জপ অবিশ্রাম।
তবে মুখে তখনি সরিবে রামনাম।।
শুষ্ক কাষ্ঠ দেখিলেন বৃক্ষের উপরে।
অঙ্গুলি ঠারিয়া ব্রহ্মা দেখান তাহারে।।
বহুক্ষণে রত্নাকর করি অনুমান।
বলিল অনেক কষ্টে মরা কাষ্ঠখান।।
মরা মরা বলিতে আইল রামনাম।
পাইল সকল পাপে দস্যু পরিত্রাণ।।
তূলারাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয়।
একবার রাম নামে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।।
নামের মহিমা দেখি ব্রহ্মার তরাস।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস। ।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রত্নাকরের বাল্মীকি নামকরণ ও রামায়ণ রচনা করণে বরদান

ব্রহ্মা বলেন শুন নারদ তপোধন।
যে কহিল মিথ্যা নহে শিবের বচন।।
রাম নাম ব্রহ্মা স্থানে পেয়ে রত্নাকর।
সেই নাম জপে ষাটি হাজার বৎসর।।
এক নাম জপে এক স্থানে একাসনে।
সর্ব্বাঙ্গ খাইল বল্মীকের কীটগণে।।
মাংস খেয়ে পিণ্ড তার, করিল সোসর।
হইল কণ্টক কুশ তাহার উপর।।
খাইল সকল মাংস অস্থিমাত্র থাকে।
বল্মীকের মধ্যে মুনি রামনাম ডাকে।।
ব্রহ্মার মুহূর্ত্তে ষাটি হাজার বৎসর।
পুনঃ আইলেন ব্রহ্মা যথা মুনিবর।।
সেখানে আসিয়া ব্রহ্মা চতুর্দ্দিকে চায়।
মনুষ্য নাহিক কিন্তু রামনাম হয়।।
রামনাম শুনে মাত্র পিণ্ডের ভিতর।
জানিল ইহার মধ্যে আছে মুনিবর।।
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা ডাকি পুরন্দরে ।
সাত দিন বৃষ্টি কর পিণ্ডের উপরে। ।
বৃষ্টিতে মৃত্তিকা গেল গলিয়া সকল।
কেবল দেখিল অস্থি আছে অবিকল।।
সৃষ্টিকর্ত্তা করিলেন তাহারে আহ্বান।
পাইয়া চৈতন্য মুনি উঠিয়া দাঁড়ান। ।
ব্রহ্মারে কহিল মুনি করিয়া প্রণাম।
মোরে মুক্ত কৈলে তুমি দিয়া রামনাম।।
ব্রহ্মা বলে তব নাম রত্নাকর ছিল।
আজি হৈতে তব নাম কাল্মীকি হইল।।
বল্মীকেতে ছিলা যেই তেঁই এ বিধান।
সাতকাণ্ড কর গিয়া রামের পুরাণ।।
যেই রামনাম হৈতে হইলা পবিত্র।
সেই গ্রন্থ রচ গিয়া রামের চরিত্র।।
যোড়হাতে বলে মুনি ব্রহ্মা বিদ্যমান।
কেমন হইবে গ্রন্থ কেমন পুরাণ।।
কেমন কবিতা ছন্দ আমি নাহি জানি।
শুনিয়া বিধাতা তারে কহেন আপনি।।
সরস্বতী রহিলেন তোমার জিহ্বাতে।
হইবে কবিতা রাশি তোমার মুখেতে।।
শ্লোক ছন্দে তুমি যেবা করিবে পুরাণ।
জন্মিয়া সে সব কর্ম্ম করিবেন রাম।।
এত বলি ব্রহ্মা গেল আপন ভুবন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ। ।

নারদ কর্ত্তৃক বাল্মীকিকে রামায়ণ রচনার আভাষ প্রদান

এক দিন সে বাল্মীকি সরোবর-কূলে।
রামনাম জপেন বসিয়া বৃক্ষমূলে।।
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী বসিয়া আছিল বৃক্ষডালে।
এক ব্যাধ আসি পক্ষী বিন্ধিলেক নলে ।।
বিন্ধিলেক ব্যাধ পক্ষী শৃঙ্গারের কালে।
ব্যাকুল হইয়া পড়ে বাল্মীকির কোলে।।
রামে স্মরি বলে মুনি কাণে দিয়া হাত।
জীবহত্যা কৈলে পাপী আমার সাক্ষাৎ।।
শৃঙ্গারে মারিলে পক্ষী বড়ই কু-কর্ম্ম।
পাপিষ্ঠ নারকী তুই নাহি কোন ধর্ম্ম।।
বিনা অপরাধে হিংসা কর পক্ষীজাতি।
বুঝিলাম তোমার নরকে হবে স্থিতি।।
এতেক বলিয়া মুনি শাপ দিল তাকে।
সেই শোকে এই শ্লোক নিঃসরিল মুখে।।
শোক হৈতে শ্লোকের হইল উপাদান।
মা নিষাদ বলিয়া তাহার উপাখ্যান।।
চারি পদ ছন্দ মুনি লিখিলেক পাতে।
লিখিয়া আপনি মূল না পারে বুঝিতে।।
ভরদ্বাজ সন্নিধানে করিল গমন।
গুরু শিষ্য বসিয়া আছেন দুই জন।।
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল তথা নারদেরে।
বাল্মীকিরে উপদেশ করিবার তরে।।
যেখানে বাল্মীকি মুনি ভাবেন বসিয়া।
সেখানে নারদ মুনি উত্তরিল গিয়া।।
নারদে দেখিয়া মুনি সম্ভ্রমে উঠিল।
দণ্ডবৎ করিয়া আসন তাঁরে দিল।।
সেই শ্লোক শুনাইল মুনি নারদেরে।
নারদ করিয়া অর্থ বুঝাইল তারে।।
এই শ্লোকছন্দে তুমি কর রামায়ণ ।
উপদেশ কহি, জানি তুমি সে ভাজন ।।
সূর্য্যবংশে দশরথ হবে নরপতি।
রাবণ বধিতে জন্মিবেন লক্ষ্মীপতি।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
তিন গর্ভে জন্মিবেন এই চারি জন।।
সীতাদেবী জন্মিবেন জনকের ঘরে।
ধনুর্ভঙ্গ পণে তাঁর বিবাহ তৎপরে।।
পিতার আজ্ঞায় রাম যাইবেন বন।
সঙ্গেতে যাবেন তাঁর জানকী লক্ষ্মণ।।
সীতারে হরিয়া লবে লঙ্কার রাবণ।
সুগ্রীব সহিত রাম করিবে মিলন।।
বালিকে মারিয়া তারে দিবে রাজ্যভার।
সুগ্রীব করিয়া দিবে সীতার উদ্ধার।।
দশ মুণ্ড বিশ হাতে মারিয়া রাবণ।
অযোধ্যায় রাজা হইবেন নারায়ণ।।
কহিবেন অগস্ত্য রাবণ-দিগ্বিজয়।
পুনরায় সীতাকে বর্জ্জিবে মহাশয়।।
পঞ্চমাস গর্ভবতী সীতারে গোপনে।
লক্ষ্মণ রাখিবে তাঁরে তপ তপোবনে ।।
লব কুশ নামে হবে সীতার নন্দন।
উভয়ে শিভাবে তুমি বেদ রামায়ণ।।
এগার সহস্র বর্ষ পালিবেন ক্ষিতি।
পুত্রে রাজ্য দিয়া স্বর্গে করিবেন গতি।।
জন্ম হৈতে কহিলাম স্বর্গ আরোহণ।
জন্মিয়া করিবে ইহা প্রভু নারায়ণ।।
এত বলি নারদ গেলেন স্বর্গবাস।

www.bengaliebook.com

আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।

www.bengaliebook.com

চন্দ্রবংশের উপাখ্যান

সাগর-মন্থনে চন্দ্র হইল উৎপন্ন।
হইল চন্দ্রের পুত্র বধু অতি ধন্য।।
পুরুশুচ নামে হৈল তাঁহার নন্দন।
তাঁর পুত্র শতাবর্ত্ত জানে সর্ব্বজন।।
স্বর্গ নামে তাঁহার হইল এক সুত।
হইল তাহাঁর পুত্র শ্বেত নামযুত।।
নামেতে হইল নিমি তাঁহার নন্দন।
নিমিকে প্রশংসা করে যত দেবগণ।।
সকলে মিলিয়া তাঁর মথিল শরীর।
তাহাতে জন্মিল পুত্র মিথি নামে বীর।।
সেই বসাইল এই মিথিলা নগর।
বীরধ্বজ কুশধ্বজ তাঁহার কোঙর।।
সৃষ্টিরক্ষা হেতু ধাতা চিন্তিয়া অন্তরে।
করিল লক্ষ্মীর জন্ম জনকের ঘরে।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
চন্দ্রবংশ রচনা করিল কবিবর।।

www.bengaliebook.com

সূর্য্যবংশের উপাখ্যান ও মান্ধাতার জন্ম বিবরণ

আদি পুরুষের নাম হৈল নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিন জন।।
তিন পুত্র হইল তনয় এক জিনি।
সকলে তাঁহার নাম রাখিল কন্দিনী।।
জরৎকারু মুনিপুত্রে নারদ সে আনি।
তাঁহারে বিবাহ দিল কন্দিনী ভগিনী।।
সবে গায় বাজায় নারদ মুনি বেণু।
তাহাতে জন্মিল কন্যা নাম হৈল ভানু।।
তাঁহারে বিবাহ দিল জামগগ্ন্য বরে।
এক অংশে জন্মিলেন বিষ্ণু তাঁর ঘরে।।
ব্রহ্মার কাছেতে তাঁর পড়িলেক বীজ।
তাহাতে জন্মিল পুত্র নামেতে মরীচ।।
মরীচের নন্দন কশ্যপ নাম ধরে।
তাঁর পুত্র সূর্য্য, ইহা বিদিত সংসারে।।
সূর্য্যের হইল পুত্র মনু নাম তাঁর।
সুষেণ তাঁহার পুত্র রূপে চমৎকার।।
প্রসন্ন তাঁহার পুত্র অতি সে সুঠাম।
হইল তাঁহার পুত্র যুবনাশ্ব নাম।।
যুবনাশ্ব হৈল রাজা অযোধ্যা-নগরে।
বিবাহ করিতে গেল কন্দকের ঘরে।।
কালিনিমি নামে কন্যা কন্দক রাজার।
বিবাহ করিল যুবনাশ্ব গুণাধার।।
বিবাহ করিল মাত্র সম্ভোগ না করে।
লজ্জা ঘুচাইয়া কন্যা বলিল বাপেরে।।
বিশেষ জানিয়া সে কন্দক মহীপতি।
অভিশাপ করিলেন জামাতার প্রতি।।
তপস্যা করিয়া যবে আইল ভূপতি।
প্রণতি করিয়া দ্বিজে মাগিল সন্ততি।।
আশীর্ব্বাদ কর, মম হউক নন্দন।
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে দ্বিজগণ।।
পত্নী সহ তোমার নাহিক দরশন।
কেমনে বলিব তব হউক নন্দন।।
এক যুক্তি কর রাজা যদি লয় মন।
যজ্ঞ কর, তবে রাজা হইবে নন্দন।।
যজ্ঞ-জল করাইবা রাণীকে ভক্ষণ।
হইবে তোমার পুত্র অতি বিচক্ষণ।।
যজ্ঞ করি জল রাজা রাখে নিজ ঘরে।
শয়ন করিল রাজা খাটের উপরে।।
যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
জল আন বলি রাজা হইল কাতর।।
তৃষ্ণায় পীড়িত রাজা আকুল হইল।
পুংসবন জল ছিল মুখেতে ঢালিল।।
প্রভাতে প্রকাশ হৈল সূর্য্যের কিরণ।
জল আন বলি ডাকে যতেক ব্রাহ্মণ।।
রাজা বলে দ্বিজগণ করি নিবেদন।
রাত্রিকালে জল আমি করেছি ভক্ষণ।।
এ কথা শুনিয়া বলে যত মহামতি।
রাত্রিকালে জল খাইলে হবে গর্ভবতী।।
শ্বশুরের অভিশাপ তাহারে লাগিল।
যুবনাশ্ব মহারাজ গর্ভবতী হইল।।
দশ মাস গর্ভ পূর্ণ হইল রাজার।
বাহির হইল পেট চিরিয়া কুমার।।
নৃপতি ত্যজিল প্রাণ পেয়ে বড় ব্যথা।
আসিয়া বিধাতা নাম রাখিল মান্ধাতা।।
অযোধ্যা-নগরে রাজা হইল মান্ধাতা।

সপ্তদ্বীপ অধিপতি পুণ্যশীল দাতা। ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুঠাম।
আদিকাণ্ডে গান মান্ধাতার উপাখ্যান।।

সূর্য্যবংশ নির্ব্বংশ এবং হারীতের অযোধ্যায় রাজ্যাভিষেক

মান্ধাতার তনয় হইল মুচুকুন্দ।
সমর পাইলে তার হৃদয়ে আনন্দ।।
তাঁহার তনয় পৃথু নামে নৃপবর।
যাঁর রথচক্রে সপ্ত হইল সাগর।।
তাঁর পুত্র হইল ইক্ষ্বাকু নরপতি।
বশিষ্ঠ নারদে কৈল রথের সারথি। ।
শতাবর্ত নামে তাঁর হইল কুমার।
আর্যাবর্ত নামে পুত্র হইল তাঁহার।।
ভরত তাঁহার পুত্র অতি বলবান।
যাহা হৈতে উপজিল ভারত পুরাণ।।
জন্মিল তাঁহার পুত্র নামেতে ভূধর।
খাণ্ড নামে পুত্র তাঁর মহা ধনুর্ধর।।
খাণ্ডের হইল পুত্র দণ্ড নাম ধরে।
প্রজার কামিনী কন্যা বলাৎকার করে।।
সব প্রজা কহিলেন রাজার গোচর।
তব পুত্র হেতু ছাড়ি অযোধ্যা নগর।।
এ কথা শুনিয়া খাণ্ড বিষাদিত মন।
পুত্রের বিবাহ রাজা দিল ততক্ষণ।।
পরে পাঠাইল রাজা দণ্ডেরে কাননে।
প্রবেশ করিল দণ্ড সেই মহাবনে।।
কানন মধ্যেতে গিয়া দণ্ড নৃপবর।
বসাইল দণ্ডারণ্য বলিয়া নগর।।
তাহাতে বসতি করে শুক্র মুনিবর।
পড়িবারে দণ্ড নিত্য যায় তাঁর ঘর।।
বিধির নির্বন্ধ দেখ দৈবের ঘটন।
কামান্ধ হইয়া দণ্ড হইল নিধন।।
এক দিন শুক্র গেল তপস্যা করিতে।
হেনকালে দণ্ড রাজা গেলেন পড়িতে। ।
শুক্রকন্যা অজ্ঞা যায় পুষ্প আহরণে।
দণ্ড তাঁর প্রেম ভিক্ষা করয়ে নির্জনে।।
অজ্ঞা বলে শুন রাজা কহি তব ঠাঁই।
পিতৃশিষ্য তুমি ত সম্বন্ধে হও ভাই।।
বিবাহ করিতে যদি লয় তব মন।
পিতা বিদ্যমানে তবে কর নিবেদন।।
রাজা বলে এ কথায় স্থির নহে মন।
পাছে বিয়া হবে আগে দেহ আলিঙ্গন। ।
গুরুকন্যা বলি রাজা না করে বিচার।
পুষ্পবাটিকায় তারে করে বলাৎকার। ।
তপস্যা করিয়া শুক্র মুনি আইল ঘরে।
আসন সলিল অজ্ঞা দিল মুনিবরে।।
দিনান্তে অভুক্ত মুনি পোড়ে কলেবর।
কন্যারে দেখিয়া মুনি কুপিত অন্তর।।
মুনি বলে অজ্ঞা কন্যা এ দেখি কেমন।
সর্বাঙ্গে তোমার দেখি শৃঙ্গার লক্ষণ।।
লজ্জা ঘুচাইয়া কন্যা কহে তার পাশ।
তব শিষ্য দণ্ডরাজা কৈল জাতিনাশ।।
এই কথা শুনিয়া কুপিল মুনিবর।
দণ্ডক বলিয়া মুনি ডাকিল সত্বর।।
পুঁথি কাঁখে করি দণ্ড আসে পড়িবারে।
দেখিয়া কুপিয়া মুনি কহিল তাঁহারে।।
পড়াইয়া তোমারে যে দিয়াছি চেতন।
তাহার দক্ষিণা ভাল দিলে হে এখন।।

এমত কুপুত্র যার জনমে বংশেতে।
নির্বংশ হউক খাণ্ড রাজা এ দোষেতে।।
কোপদৃষ্টে চাহিল তখন মহাঋষি।
রাজ্যশুদ্ধ হইল যে দণ্ড ভস্মরাশি।।
অযোধ্যাতে খাণ্ড রাজা ত্যজিল জীবন।
নির্বংশ হইল সূর্যবংশের রাজন।।
অযোধ্যাতে হইল রাজা বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
পুত্রের সমান করি পালে প্রজাগণ।।
মুনি বলে জপ তপ সব নষ্ট হৈল।
মিছা রাজ্য করি মম জন্ম গোঙাইল।।
ধ্যান করি জানিলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
হইবে অজ্জার এক উত্তম নন্দন।।
ধ্যানে জানি বশিষ্ঠ কহেন শুক্র প্রতি।
কন্যা পাঠাইয়া দেহ রাজা হবে নাতি।।
তথ্য জানি শুক্র মুনি হৈল হৃষ্টমন।
কন্যা পাঠাবার সজ্জা করিল তখন।।
অজ্জারে পাঠান শুক্র অযোধ্যা নগর।
অজ্জার হইল এক অপূর্ব কোঙর।।
হরণে হইল তার নাম যে হারীত।
মুনি তারে আশীষ করিল যথোচিত।।
দিনে দিনে বাড়ে শিশু যেন শশধর।
ছয় মাস মধ্যে অন্ন দিল মুনিবর।।
এক বৎসরের হৈল রাজার কুমার।
বসাইল লয়ে সিংহাসনের উপর।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব গুণগান।
আদিকাণ্ডে গাইল দণ্ডক উপাখ্যান।।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান

হারীতের পুত হরিবীজ নাম ধরে।
হরিবীজ রাজা হইল অযোধ্যা নগরে।।
হরি রাজা বহু কাল সুখে রাজ্য করে।
তাঁর পুত্র হরিশ্চন্দ্র খ্যাত চরাচরে।।
হরিশ্চন্দ্রে সমর্পণ করি সর্ব দেশ।
স্বরূপে গঙ্গাতে রাজা করিল প্রবেশ।।
পিতৃমৃত্যু পরে হরিশ্চন্দ্র হৈল রাজা।
পুত্রের সমান পালে পৃথিবীর প্রজা।।
সোমদত্ত রাজকন্যা নাম তার শৈব্যা।
বিবাহ করিল হরিশ্চন্দ্র অতি ভব্যা।।
পাইয়া সুন্দরী জায়া অন্তরে উল্লাস।
হইল তাঁহার পুত্র নামে রুহিদাস।।
সুখে রাজ্য করে হরিশ্চন্দ্র মহীপতি।
ইন্দ্রেরে লইয়া কিছু শুনহ সম্প্রতি।।
একদিন সভাতে বসিল সুরপতি।
পঞ্চকন্যা নৃত্য করে প্রথম যুবতী।।
নাচিতে নাচিতে অতি বাড়িল তরঙ্গ।
একবার করিলেক তারা তালভঙ্গ।।
দেখিয়া করিল কোপ দেব পুরন্দর।
অভিশাপ দিল পঞ্চকন্যার উপর।।
যৌবন গর্বিতা তোরা হয়েছিস মনে।
বদ্ধ হয়ে থাক বিশ্বামিত্র তপোবনে।।
চরণে ধরিয়া কন্যা করেন ক্রন্দন।
কতকালে হবে বল শাপ বিমোচন।।
ইন্দ্র বলে বন্দীরূপে থাক তপোবনে।
মুক্ত হবে রাজা হরিশ্চন্দ্র পরশনে।।
নিত্য সে রূপসী পুষ্প করে আহরণ।
ডাল ভাঙ্গে ফুল তোলে কে করে বারণ।।
শিষ্যসহ বিশ্বামিত্র গেল তপোবনে।
ডালভাঙ্গা গাছ সব দেখিল নয়নে।।
এমন করিয়া ডাল ভাঙ্গে যেই জন।
আইলে লাগিবে কালি লতার বন্ধন।।
এত বলি শাপ তারে দিল মুনিবরে।
প্রভাতে আইল কন্যা পুষ্প তুলিবারে।।
যেইকালে কন্যা আসি ডালে ভর দিল।
লতার বন্ধন হাতে অমনি লাগিল।।
প্রভাতে আসিয়া বিশ্বামিত্র তপোবনে।
কন্যা দেখি ভাবিতে লাগিল রুষ্ট মনে।।
অনেক প্রকারে তারে দিল ভর্ৎসন।
যথাস্থানে মুনিবর করিল গমন।।
হেনকালে তথা হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
মৃগয়া করিতে করিলেন আগমন।।
মৃগ না পাইয়া অতি ব্যাকুলিত মন।
ক্লান্ত হন নানা স্থান করিয়া ভ্রমণ।।
মনস্তপ পাইয়া বসিল তরুতলে।
কন্যা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে হরিশ্চন্দ্র বলে।।
ক্রন্দন শুনিয়া রাজা গেল তপোবনে।
স্পর্শমাত্র মুক্ত হয়ে গেল পঞ্চজনে।।
আশ্চর্য দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
সৈন্য সহ নিজ রাজ্যে করিল গমন।।
প্রাতঃকালে আইলেন গাধির নন্দন।
কন্যাগণে না দেখি দুঃখিত হৈল মনে।।
আমি যে বান্ধিনু ছাড়াইল কোন্ জনে।
সর্বনাশ হইল তার সংশয় জীবন।।
ধ্যান করি জানিলেন গাধির নন্দন।
হরিশ্চন্দ্র ছাড়াইয়া দিল কন্যাগণ।।
মুনি ক্রোধ করিয়া যে চলিল সত্বর।

উত্তরিলা গিয়া মুনি রাজার গোচর। ।
মুনিরে দেখিয়া রাজা কৈল অভ্যর্থন।
এস এস বলি দিল বসিতে আসন।।
সফল ভবন মোর সফল জীবন।
মোর গৃহে আইলা যে গাধির নন্দন।।
জ্বলন্ত অনল যেন বলে তপোধন।
যে কন্যা বান্ধিনু তাঁরে ছাড় কি কারণ।।
রাজা কহে কন্যা মোরে কৈল আমন্ত্রণ।
মিথ্যা না বলিব প্রভু করেছি মোচন।।
দান পুণ্য করি প্রভু তুষি যে ব্রাহ্মণ।
আমা প্রতি ক্রোধ কেন কর অকারণ।।
এ কথা শুনিয়া কহে গাধির কুমার।
দান পুণ্য কর বলে এত অহঙ্কার।।
কি দান করিবা তুমি দেখি তব মন।
আমারে কিঞ্চিৎ দান দেহ ত রাজন্।।
রাজা বলে গৃহধর্ম সফল জীবন।
মোর দান লবে প্রভু গাধির নন্দন।।
যাহা চাহ তাহা দিব না করিব আন।
নানা দানে গোসাঞি রাখিব তব মান।।
মুনি বলে দান দেহ যদ্যপি রাজন্।
আগেতে করহ তুমি সত্য নিবন্ধন।।
রাজা বলে সত্য সত্য না করিব আন।
এ সত্য লঙ্ঘিলে নাহি পাব পরিত্রাণ।।
ভূপতি করিল সত্য না বুঝিয়া ছন্দ।
মৃগ বন্দী হৈল যেন না বুঝিয়া ফান্দ।।
মুনি বলে দেখহ সকল দেবগণ।
রাজা করিবেন নিজ সত্যেরে পালন।।
মুনি বলে দিবে যদি ভেবেছ অন্তরে।
রাজন্ পৃথিবী দান করহ আমারে।।
দানের করিল রাজা অতি পরিপাটী।
হাতে করি আনিলেন তিন তোলা মাটী।।
ভূদান করিল হরিশ্চন্দ্র শ্রদ্ধাযুত।
স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া লইল গাধিসূত।।
মুনি বলে দিলা দান পাইনু এখন।
দানের দক্ষিণা রাজা আনহ কাঞ্চন।।
রাজা বলে দক্ষিণাতে না করিহ ঘৃণা।
দানের দক্ষিণা দিব সাত কোটি সোণা।।
মুনি বলে বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
সাত কোটি কাঞ্চন করহ সমর্পণ।।
ভূপতি করেন আজ্ঞা ভাণ্ডারীর প্রতি।
আমারে আনিয়া দেহ স্বর্ণ শীঘ্রগতি।।
দৃঢ় করি বলে মুনি গাধির কুমার।
ভাণ্ডার উপর তব কিবা অধিকার।।
সকল পৃথিবী দান করিলা আমারে।
ভাণ্ডারী কাহার ধন দিবেক তোমারে। ।
শুনিয়া ভাবিত রাজা ছাড়িল নিঃশ্বাস।
আপনি করিলাম আপনা সর্বনাশ।।
মুনি বলে ভূপতি মজিলা অহঙ্কারে।
পৃথিবী ছাড়িয়া বেটা যাহ স্থানান্তরে।।
পাত্র মিত্র সবে বলে করি যোড়পাণি।
হরিশ্চন্দ্র ভূপে দিতে পটি একখানি।।
সূচ্যগ্র খননে যত উঠে বসুমতী।
উহাকে না দেয় বিশ্বামিত্র মহামতি।।
পাত্র মিত্র বলে শুন গাধির তনয়।
কোথায় বসিবে হরিশ্চন্দ্র নিরাশ্রয়।।
এত শুনি ক্রোধ করি বলে মহাঋষি।
পৃথিবীর বহির্ভাগে আছে বারাণসী।।
শৈব্যা নারী আর নিজে পুত্র রুহিদাস।

তিনজন যাউক করিতে কাশীবাস।।
বিশ্বামিত্র বাক্য শুনি সূর্যবংশধন।
দারা পুত্র সহ কাশী করিল গমন।।
মুনি বলে শুন রাজা আমার বচন।
দিয়া যাহ সাতকোটি আমাকে কাঞ্চন।।
রাজা বলিছে গোসাঞি না করিহ ঘৃণা।
সাত দিন পরে দেব সাতকোটি সোণা।।
সাত দিন পথে রাজা বহিয়া চলিল।
পথ আগুলিয়া মুনি কহিতে লাগিল।।
মম কথা শুন হরিশ্চন্দ্র তপোধন।
আগে দেহ সাতকোটি আমারে কাঞ্চন।।
শৈব্যার সহিত রাজা করিল মন্ত্রণা।
কি দিয়া শোধিবে ভাবে ব্রাহ্মণের সোণা।।
শৈব্যা বলে শুন প্রভু নিবেদি তোমারে।
আমাকে বিক্রয় কর হাটের মাঝারে।।
স্ত্রী লইয়া চলে রাজা হাটের ভিতরে।
দাসী কিন বলিয়া ডাকিল উচ্চৈঃস্বর।।
এক বিপ্র ছিল সে পণ্ডিত সাধুজন।
ছিল তার একটি দাসীর প্রয়োজন।।
ব্রাহ্মণ বলেন ওহে পুরুষরতন।
লইবা দাসীর মূল্য কতেক কাঞ্চন।।
রাজা বলে নাহি জানি মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
এ দাসীর মূল্য চাই চারি কোটি সোণা।।
এ কথা শুনিয়া বিপ্র স্বীকার করিল।
চারি কোটি সোণা দিয়া শৈব্যারে কিনিল।।
দাসী নিয়া দ্বিজ যায় আপনার বাস।
মায়ের কাপড় ধরি কান্দে রুহিদাস।।
অঞ্চল ধরিয়া পুত্র যায় গড়াগড়ি।
ছাড় ছাড় বলি বিপ্র দেখাইল বাড়ি।।
শৈব্যা বলে গোসাঞি করি গো নিবেদন।
বিনা পণে কিনহ আমার এ নন্দন।।
শুনিয়া কহিল বিপ্র হইয়া বাতুল।
দুজনের তরে কোথা পাইব তণ্ডুল।।
শৈব্যা বলে তুমি অন্ন দিবা যে আমাকে।
তাহাই ভক্ষণ আমি করাব বালকে।।
ব্রাহ্মণ বলেন ক্রোধে হইয়া বাতুল।
দিনপ্রতি একসের পাইবা তণ্ডুল।।
দাসী কিনি বিপ্র যায় আপনার স্থানে।
স্বর্ণ লয়ে গেল রাজা মুনি বিদ্যমানে।।
অত্যল্প দেখিয়া স্বর্ণ কহে তপোধন।
অল্প জ্ঞান কর হরিশ্চন্দ্র হে রাজন্।।
সাত কোটি লব ঘাটী নহে সাত রতি।
বিশ্বামিত্রে অবজ্ঞা না কর মহামতি।।
এ কথা শুনিয়া মহা প্রমাদ ভাবিল।
শিরা হাত দিয়া রাজা হাটে চলি গেল।।
হাটখানি বৈসে বারাণসীর গোচরে।
তৃণ বান্ধি সান্ধাইল হাটের ভিতরে।।
নফর কিনিবা বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কালু নামে হাড়ি এক ছিল সে নগরে।।
সে বলে আমার কর্ম আছে তো নফরে।
চাহি এক নফর সে রাখিবে শূকরে।।
এ কথা শুনিয়া রাজা কহিছে বচন।
তুমি যাহা কহ তাহা করিব পালন।।
কালু বলে শুন ওহে পুরুষরতন।
আপনার মূল্য লবা কতেক কাঞ্চন।।
রাজা বলে নাহি জানি মিথ্যা ব্যবহার।
স্বর্ণ লব তিন কোটি মূল্য আপনার।।
এ কথা শুনিয়া কালু বিলম্ব না কৈল।

তিন কোটি স্বর্ণ দিয়া নফর কিনিল।।
সাত কোটি সোণা নিয়া দিল মুনিবরে।
ধন পাইয়া গেল মুনি অযোধ্যা নগরে।।
কালু বলে শুন ওহে পুরুষরতন।
কি নাম তোমার কহ কাহার নন্দন।।
প্রবন্ধ করিয়া রাজা কহিতে লাগিল।
হরিশ্চন্দ্র নাম বাপমায়েতে রাখিল।।
কত বা ডাকিবে হরিশ্চন্দ্র নাম ধরে।
কখন বলিও হরি কখন বা হরে।।
নফর লইয়া কালু যায় নিজ বাস।
হরিশ্চন্দ্র ঘুচাইয়া কৈল হরিদাস।।
হরিদাস বলে প্রভু করি নিবেদন।
খাইতে উচ্ছিষ্ট মোরে না দিবে কখন।।
কালু বলে হরিদাস শুনহ বচন।
বারাণসীপুরে রাখ শূকরের গণ।।
বারাণসীতীরে যত মড়া দাহ হয়।
পঞ্চাশ কাহন লহ প্রত্যেক মড়ায়।।
সঁপিয়া কর্তব্য কর্ম হাড়ি গেল ঘরে।
ডাকিয়া আনিল রাজা সকল শূকরে।।
বলিতে লাগিল হরিশ্চন্দ্র মহীপাল।
মম এক কথা শুন শূকরের পাল।।
দান পুণ্য করিলাম এ দক্ষিণ করে।
তোমাদের মলমুত্র মুছিব কি করে।।
এক সত্য পালিবা হে সকল শূকরে।
মলমূত্র পরিত্যাগ করিহ অন্তরে।।
পালিল রাজার বাক্য সকল শূকরে।
মলমূত্র পরিত্যাগ করিল অন্তরে।।
উভঝুঁটি চুল বাঁধে রাজা উচ্চ করে।
বারাণসীতীরে নিত্য দৌড়াদৌড়ি করে।।
রাজচিহ্ন রাজার সকল পলাইল।
পাটনীর বেশ রাজা তখন ধরিল।।
শৈব্যা রহিলেন হেথা ব্রাহ্মণ আগারে।
এক সের তণ্ডুল ব্রাহ্মণ দেয় তাঁরে।।
তিন পোয়া রুহিদাস খান তিন বারে।
এক পোয়া খান শৈব্যা দ্বিজের আগারে।।
বিপ্র বলে শুন শৈব্যা আমার বচন।
খাইল তোমার ভাগ তোমার নন্দন।।
কালি হৈতে আমি যে করিব দেবার্চন।
তব পুত্রে পুষ্প হেতু পাঠাইব বন।।
পুষ্প আহরণে যাউক বালক তোমার।
বাড়াইয়া দিব ত তণ্ডুল কিছু আর।।
শৈব্যা বলে যেই আজ্ঞা করিবা যখন।
সেই আজ্ঞা পালিবেক আমার নন্দন।।
স্বর্ণসাজি লইল সে স্বর্ণের আঁকড়ি।
বিশ্বামিত্র তপোবনে যায় রড়ারড়ি।।
ডাল ভাঙ্গে ফুল তোলে আপনার মনে।
এক দিন এল মুনি সে বন ভ্রমণে।।
ডাল ভাঙ্গা দেখিয়া কুপিল মুনি মনে।
এমন কুকর্ম আসি করে কোন্ জনে।।
ধ্যান করি বিশ্বামিত্র জানিল কারণ।
পুত্রার্থে আইসে হরিশ্চন্দ্রের নন্দন।।
বিপ্রঘরে জননী হাড়ির ঘরে বাপ।
কল্য যদি আসে তার বুকে খাবে সাপ।।
এত বলি শাপ দিল ক্রোধে তপোধন।
রাত্রিকালে হেথা শৈব্যা দেখিল স্বপন।।
প্রাতঃকালে প্রকাশিত সূর্যের কিরণ।
তুলিতে কুসুম যায় রাজার নন্দন।।
তপোবনে রাজার কুমার যবে চলে।

www.bengaliebook.com

হেনকালে শৈব্যা তারে হাত ধরি বলে।।
না যাইও তুলিতে কুসুম তপোবন।
নিতান্ত করিবে তোরে ভুজঙ্গে দংশন।।
রুহিদাস বলে নাহি যাইলে তথায়।
দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণ অন্ন না দিবে তোমায়।।
কৃতী পুত্র করে পিতামাতার পালন।
খাইয়া তোমার অন্ন থাকি সর্বক্ষণ। ।
না রাখিল শিশুপুত্র মায়ের বচন।
কুসুম তুলিতে যায় রাজার নন্দন।।
রুহিদাস প্রবেশিল সেই তপোবনে।
নানা জাতি পুষ্প তুলে যাহা লয় মনে।।
জাতী যুথী মল্লিকা যে তুলিল রঙ্গন।
পারিজাত শেফালিকা চম্পক কাঞ্চন।।
অশোক কিংশুক জবা অতসী কেশর।
গোলাপ আকন্দ তোলে বকুল টগর।।
অবশেষে শ্রীফলে আঁকড়ি ভেজাইল।।
ডালেতে আছিল সাপ বুকেতে দংশিল।।
সর্বাঙ্গেতে শিশুর বেড়িল বিষজাল।
ভূমিতে পড়িল শিশু মুখে ভাঙ্গে লাল।।
আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
তবু সে রাজার পুত্র না আইল ঘর।।
বিলম্ব দেখিয়া তবে কহিছে ব্রাহ্মণ।
এখন না আইল কবে হবে দেবার্চন।।
শৈব্যা বলে প্রভু এই করি নিবেদন।
আপনি দেখিয়া আসি কোথা সে নন্দন। ।
তনয়ে দেখিতে শৈব্যা করিল গমন।
তপোবনে মুনির দিলেক দরশন।।
বালকেরে চাহিয়া বেড়ায় তপোবনে।
দেখে বৃক্ষ আড়ে পড়ে আপন নন্দনে।।
পুত্রকে দেখিয়া শৈব্যা পড়িল ভূতলে।
যেমন কলার গাছ ভাঙ্গে ডালে মূলে। ।
পুত্র কোলে করি শৈব্যা করিছে ক্রন্দন।
কোথা গেল মম পুত্র রুহিত নন্দন।।
কোথা গেলে ওহে হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
আসিয়া দেখহ তব মরিল নন্দন।।
ধর্ম করিবার ফল দিল নারায়ণ।
অগ্নিতে পুড়িয়া আমি ত্যজিব জীবন।।
পুত্র কোলে করি শৈব্যা করিছে গমন।
পলাইয়া গেল বলি ভাবিছে ব্রাহ্মণ। ।
পুত্র কোলে করি শৈব্যা ছাড়িল নিঃশ্বাস।
কান্দিতে কান্দিতে কহে ব্রাহ্মণের পাশ।।
নিবেদন করি শুন সকল ব্রাহ্মণে।
কেমনে বাঁচিবে পুত্র বাঁচিবে কেমনে।।
শুনিয়া প্রবোধ বাক্য কহে বিপ্রগণ।
সর্পের দংশনে প্রাণ ছাড়িল নন্দন।।
মড়া কোলে করি কেন করিছ ক্রন্দন।
মরিলে অবশ্য জন্ম জন্মিলে মরণ।।
বারাণসীপুরে তুমি মড়া লয়ে যাহ।
কাষ্ঠচিতা করি এই মৃতদেহ দাহ।।
মড়া লৈয়া গেল শৈব্যা কাতর অন্তরে।
ততক্ষণে ব্রাহ্মণ চলিল নিজ ঘরে।।
মড়া লৈয়া গেল শৈব্যা বারাণসী বাস।
হাতেতে মুদ্গর করি আসে হরিদাস।।
হরিদাস বলে মড়া করিব দাহন।
মড়া প্রতি লই পঞ্চাশৎ কার্ষাপণ। ।
হরিদাস বলে তোমায় কহিনু নিশ্চয়।
তোমারে বলি যে সত্য আন নাহি হয়। ।
অন্যের ঘাটেতে লৈয়া পোড়াহ কুমার।

বিধাতা করিল মোরে হাড়ির আচার।।
শৈব্যা বলে গোসাঞিঃ বলিতে ভয় বাসি।
বিধাতা করিল মোরে ব্রাহ্মণের দাসী।।
শৈব্যা বলে আজ্ঞা কর ঘাটের পাটনী।
দিব আমি চিরিয়া এ বস্ত্র আধখানি।।
এতেক শুনিয়া তবে শৈব্যার বচন।
হাতেতে মুদ্গার নৈয়া আইসে রাজন্।।
পড়িলেন পুত্র লয়ে শৈব্যা আথান্তরে।
হরিশ্চন্দ্র বলিয়া সে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।
প্রভু হরিশ্চন্দ্র রাজা গেলে কোথাকারে।
আসিয়া দেখহ মৃত আপন কুমারে।।
হরিশ্চন্দ্র বলি শৈব্যা কান্দে বিদ্যমান।
তখন হইল সে রাজার পূর্ব জ্ঞান।।
হরিশ্চন্দ্র বলে রাণি না কর ক্রন্দন।
আমি সেই হরিশ্চন্দ্র দেখহ লক্ষণ।।
শৈব্যা বলে হরি হরি এ ছিল কপালে।
সামান্য পাটনী আজ কটু কথা বলে।।
অযোধ্যায় ছিলাম যে রাজার রমণী।
এবে পরিহাস করে ঘাটের পাটনী।।
হরিদাস বলে প্রিয়ে বলি তব ঠাঁই।
পাসরিলে সকলি কিছুই মনে নাই।।
সোমদত্ত রাজকন্যা শৈব্যা তব নাম।
তোমাকে বিবাহ প্রিয়ে আমি করিলাম।।
রুহিদাস নামে তব হইল নন্দন।
মম রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন।।
এ কথা শুনিয়া রাণী চাহিতে লাগিল।
কপালে নিশানা ছিল তখনি চিনিল।।
পুত্র কোলে করি রাজা করিছে ক্রন্দন।
কোথা এড়ি গেলে বাপু রুহিত নন্দন।।
এ ধর্ম করিতে দুঃখ দিল নারায়ণ।
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি ছাড়িব জীবন।।
তখন চন্দন কাষ্ঠে জ্বালাইল চিতা।
মধ্যেতে রাখিল পুত্র পাশে পিতামাতা।।
যে কালে জ্বলন্ত অগ্নি দিবেন চিতাতে।
হেনকালে ধর্মরাজ কহেন সাক্ষাতে।।
অগ্নিতে পুড়িয়া কেন ত্যজিবা জীবন।
আমি জিয়াইয়া দিব তোমার নন্দন।।
পদ্মহস্ত বুলাইল বালকের গায়।
বিষজ্বালা দূরে গেল চক্ষু মেলি চায়।।
হেনকালে কালু আসি রাজারে সম্ভাষে।
তোমায় আমার স্বর্ণ দায় না আইসে।।
ব্রাহ্মণ আসিয়া বলে রাজার সদনে।
তোমাতে আমাতে দায় ঘুচিল কাঞ্চনে।।
রাজা বলে গোসাঞিঃ করি গো নিবেদন।
ব্রহ্মস্ব লইব বল কিসের কারণ।।
রাণীর হাতেতে স্বর্ণকঙ্কণ যে ছিল।
তাহা দিয়া রাজা তার দায় ঘুচাইল।।
মুনি বলে জপ তপ সব নষ্ট কৈনু।
মিথ্যা রাজ্য করিয়া যে জন্ম গোঙাইনু।।
যেখানে আছেন হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
সেইখানে মুনি আসি দিল দরশন।।
মুনি বলে শুন হরিশ্চন্দ্র মহীপতি।
আপনার রাজ্যে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।।
রাজা বলে গোসাঞিঃ শুনহ নিবেদন।
কেমন করিলা রাজ্য কহ তপোধন।।
মুনি বলে সে কথায় নাহি প্রয়োজন।
এক্ষণে গমন রাজ্যে করহ রাজন্।।
স্ত্রী পুত্র লইয়া রাজা করিল গমন।

প্রসন্নমানস মুনি প্রফুল্লবদন।।
অযোধ্যায় রাজা আসি দিল দরশন।
রাজসূয় যজ্ঞ রাজা করিল তখন।।
রাজ্যভার পুত্রেরে করিয়া সমর্পণ।
হরিশ্চন্দ্র পরলোকে করিলা গমন।।
কুক্কুর বিড়াল আদি যত পশুগণ।
স্বশরীরে সবে চলে বৈকুণ্ঠ ভুবন।।
দেব গদাধর তাহে কুপিত অন্তরে।
কহিলেন ডাকিয়া নারদ মুনিবরে।।
স্বর্গ নষ্ট করে হরিশ্চন্দ্র নৃপবর।
এ কথা শুনিয়া মুনি চলিল সত্বর।।
বীনা বাজাইয়া যায় মহা তপোধন।
দেখে রথে স্বর্গে রাজা করিছে গমন।।
প্রণমিয়া রাজা তবে স্বর্গে যাই বলে।
মুনি বলে যাহ রাজা কোন্ পুণ্যফলে।।
সুবুদ্ধি রাজার তবে কুবুদ্ধি ঘটিল।
আপনার পুণ্য যত কহিতে লাগিল।।
বাপী কূপ তড়াগাদি নানা স্থানে করি।
দিয়াছি জাঙ্গাল আর বৃক্ষ সারি সারি।।
মম রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন।
আপনাকে বেচি শুধিলাম সে কাঞ্চন।।
পুণ্যকথা যেই রাজা কহিতে লাগিল।
কহিতে কহিতে রথ নামিয়া পড়িল।।
নামিল রাজার রথ দুঃখিত অন্তর।
ভাল মন্দ নাহি বলে হইল কাতর।।
স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ।
রাজার কটক কিবা করিবে ভক্ষণ।
যে শস্য সঞ্চয় করে না করিয়া ব্যয়।
হরিশ্চন্দ্র রাজার কটকে তাহা লয়।
ক্ষেত্র হৈতে যেই শস্য আনিয়া ফেলায়।
হরিশ্চন্দ্র রাজার কটকে তাহা খায়।।
নূতন বসন রাখে করিয়া যতন।
রাজার কটক পরে সেই সে বসন।।
এ নিয়ম করিল সকল দেবগণ।
অর্ধপথে হরিশ্চন্দ্র রহিল তখন।।
স্বর্গে নাহি গেল রাজা মর্ত্য না পাইল।
হরিশ্চন্দ্র রাজা মধ্য পথেতে রহিল।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
আদিকাণ্ডে গান হরিশ্চন্দ্র বিবরণ।।

www.bengaliebook.com

সগরবংশ-উপাখ্যান

অতঃপরে হইলে রুহিদাস রাজা।
পুত্র তুল্য পালন করেন সব প্রজা। ।
তাঁহার নন্দন সে সগর নাম ধরে।
সগর হইল রাজা অযোধ্যা নগরে।।
মন দিয়া শুন সগরের বিবরণ।
যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন।।
অপুত্রক রাজা রাজ্য করে মনোদুঃখ।
প্রাতে নাহি দেখে লোক অপুত্রের মুখ।।
দুঃখেতে সগর বনে করিল গমন।
বহুকাল করিল শিবের আরাধন।।
সন্তুষ্ট হইয়া শিব বলেন সগরে।
বর মাগি লহ রাজা যা চাহ অন্তরে।।
সগর বলেন পুত্র বিনা বড় দুঃখ।
বর দেহ দেখি আমি বহু পুত্রমুখ।।
হাসিয়া দিলেন বর ভোলা মহেশ্বর।
পুত্র ষাটি হাজার হইবে তব ঘর।।
বর পাইয়া আইল সগর নৃপতি।
শিব-বরে দুই নারী হৈল গর্ভবতী।।
কেশিনী সুমতি তার দুই স্ত্রীর নাম।
দিনে দিনে গর্ভ দোঁহা বাড়ে অনুপম।।
দশমাস গর্ভ হৈল প্রসব সময়।
কেশিনী প্রসব কৈল সুন্দর তনয়।।
তনয়ে দেখিল যেন অভিনব কাম।
অসমঞ্জ বলিয়া থুইল তার নাম।।
সুমতির গর্ভ-ব্যথা হইল যখন।
চর্ম্মের অলাবু এক প্রসবে তখন।।
দেখিয়া অলাবু রাজা কুপিল অন্তরে।
ভাঙ্গড় বলিয়া গালি দিলেন শিবেরে।।
কোপে লাউ ভাঙ্গিয়া করিল খান খান।
ষাটি হাজার পুত্র হৈল তিলেক প্রমাণ।।
উষিমিষি করে সব দেখিতে রূপস।
ষাটি হাজার আনে রাজা দুগ্ধের কলস।।
খাইতে খাইতে দুগ্ধ নবরূপ ধরে।
ষাটি হাজার পুত্রেরে সগর হাঁকারে।।
ষাটি হাজার পুত্রে শাপ দিলেন বিশাই।
অচিরে মরিবি তোরা নহিবি চিরাই।।

দিনে দিনে বাড়ে সেই সগর-নন্দন।
ছয় মাস বয়স্ক হইল পুত্রগণ।।
যখন সগর রাজা হাতে মারে তুড়ি।
ষাটি হাজার কোলে আসে দিয়া হামাগুড়ি।।
যখন হইল তারা দ্বাদশ বৎসর।
সকলের বিবাহ দিলেন শ্রীসগর।।
ষাটি হাজারের ষাইট হাজার নারী।
সুখে রাজ্য করে রাজা অযোধ্যা নগরী।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জ ধর্ম্ম-পরায়ণ।
অংশুমান নামে তার হইল নন্দন।।
ষাটি হাজার তনয় একমাত্র নাতি।
দেখিয়া সগর রাজা আনন্দিত অতি।।
অসমঞ্জ সদাই ভাবেন মনে মন।
সংসার অসার, সত্য দেব নারায়ণ।।
অসার সংসারে কেন বদ্ধ হয়ে মরি।
নিভৃতে বসিয়া আমি ভজিব শ্রীহরি। ।
ভাবিল সংসারে আমি না থাকিব আর।
অনুচিত কর্ম্ম সব করে দুরাচার।।
যতেক বালক খেলা খেলায় নগরে।
হাতে গলে বান্ধি সকলেরে ফেলে নীরে।

যত নারীগণ জলে ভরিবার আসি।
আছাড়িয়া ভাঙে সব জলের কলসী।।
অগ্নি দিয়া পোড়ায় সকল প্রজা- ঘর।
কহিল সকল প্রজা রাজার গোচর।।
পুত্রের চরিত্র শুনি লাগিল তরাস।
অসমঞ্জ পুত্রে রাজা দিল বনবাস।।
বনে গিয়া অসমঞ্জ হরষিত মন।
সংসারের বন্ধন ছেদিল নারায়ণ।।
অসমঞ্জে পাঠাইল বনের ভিতরে।
অপর সন্তান লয়ে সুখে রাজ্য করে। ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মুখে সরস্বতী।
অমৃত সমান কৈল আদিকাণ্ড পুঁথি।।

www.bengaliebook.com

সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ ও বংশনামের বিবরণ

একদিন সগর ভাবিয়া মনে মনে।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ করে অযোধ্যা-ভবনে।।
কত পুত্রে রাখে রাজা স্বর্গের উপর।
কতেক রাখিল লয়ে পাতাল ভিতর।।
পৃথিবীর রাজা যত মম নামে কাঁপে।
মম বংশজাত যত তিনলোকে ব্যাপে।।
এতেক ভাবিয়া যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ।
তুরঙ্গ রাখিতে দিল যতেক নন্দন।।
বাপের আগেতে তারা করিল উত্তর।
ঘোড়া সহ যাব ষাটি হাজার সোদর।।
পুত্র-বাক্য শুনিয়া সগর বলে তায়।
আনিতে পারিলে ঘোড়া যজ্ঞ হবে সায়।।
ইন্দ্রের সহিত মোর হইল বিবাদ।
এই যজ্ঞে কত শত হইবে প্রমাদ।।
যজ্ঞাশ্ব রাখিতে যায় সগর-নন্দন।
শুনিয়া হইল ইন্দ্র বড় ভীত মন।
বলেন বাসব, ব্রহ্মা কোন্ যুক্তি করি।
বিরিঞ্চি বলেন, তুমি ঘোড়া কর চুরি।।
দিনে দুই প্রহরে হইল নিশাপ্রায়।
ঘোড়া চুরি করি ইন্দ্র পাতালে পলায়।।
তপস্যা করেন মুনি কপিল যেখানে।
ঘোড়া লৈয়া রাখিল তাঁহার বিদ্যমানে।।
যোগেতে আছেন মুনি কেহ নাহি কাছে।
ইন্দ্র ঘোড়া বান্ধিয়া গেলেন তাঁর পাছে।।
অন্ধকার বৃষ্টি সব ঘুচিল যখন।
ঘোড়া হারাইল বলে সগর-নন্দন।।
চাহিয়া না পাইলেক পৃথিবী-মণ্ডলে।
পৃথিবী খুঁজিয়া তারা চলিল পাতালে।।
ভাই ষাটি হাজার কোদালি হাতে ধরে।
চারি ক্রোশ একেক কোদালি পরিসরে।।
ক্রোধ করি যেই ধরে কোদালির মুষ্টে।
এক চোটে ভেজায় পাতাল কূর্ম্মপৃষ্ঠে।।
চারিদণ্ডে খুঁজিলেক সে চারি সাগর।
সাগর খুঁজিয়া গেল পাতাল ভিতর।।
পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক্ তার মধ্যখানে।
ঘোড়া বান্ধা দেখিল কপিল বিদ্যমানে।।
ডাকাডাকি করিয়া কহিল সব ভাই।
ঘোড়াচোরে দেখিতে পাইনু এই ঠাঁই।।
মুনির গায়েতে মারে কোদাশীর পাশী।
ধ্যান ভঙ্গ হইয়া চাহেন মহাঋষি।।
ক্রোধেতে নয়নে অগ্নি ঝরে রাশি রাশি।
পুড়ে ষাটি হাজার হইল ভস্মরাশি।।
এককালে ক্ষয় হৈল সগর-নন্দন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।।

www.bengaliebook.com

কপিল মুনি কর্ত্তৃক সগরবংশ উদ্ধারের উপায় কথন

এক বর্ষ না হইল যজ্ঞ অবেশেষ।
তুরঙ্গ লইয়া পুত্র না আইল দেশ।।
শ্রীঅসমঞ্জের পুত্র নাম অংশুমান।
পুত্রেরে করিতে তত্ত্ব তাহারে পাঠান।।
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া চড়িয়া নিজ রথে।
একে একে পৃথিবীকে লাগিল দেখিতে।।
যে পথে প্রবেশে হয় দেখে সেই স্থান।
সেই পথ দিয়া তবে পাতালে সান্ধান। ।
আগেতে দেখিল পূর্ব্বদিকের সাগর।
দেখে নীলবর্ণ হস্তী পরম সুন্দর। ।
ধরিয়াছে পৃথিবী সে দশন উপরে।
প্রণাম করিয়া তারে বলির সত্বরে।।
হস্তী বলে, এই পথে যাহ অংশুমান।
ঘোড়াচোর নিকটে হইবে সাবধান।।
পূর্ব্ব হৈতে চলিলেন উত্তর সাগর।
শ্বেতবর্ণ এক হস্তী দেখিল সুন্দর।।
অংশুমান তাহারে লাগিল সুধাইতে।
দেখিয়াছ সগর-সন্তান এই পথে।।
শুনিয়া তাহার কথা লাগিল সুধাইতে।
দেখিয়াছ সগর-সন্তান এই পথে।।
শুনিয়া তাহার কথা লাগিল কহিতে।
পাইবেক ঘোড়া তবে যাহ এই পথে।।
তথা যদি না পাইল ঘোড়ার দর্শন।
পশ্চিম সাগরে গিয়া দিল দরশন।।
রক্তবর্ণ এক হস্তী দেখিল সুন্দর।
মেদিনী ধরিয়া আছে দশন উপর।।
সে সব হস্তীর ভাই শুন কহি কথা।
ভূমি কম্পমান, যবে তারা নাড়ে মাথা।।
পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক্ তার মধ্যখানে।
ঘোড়া বান্ধা দেখিল কপিল বিদ্যমানে।।
দণ্ডবৎ হৈয়া তাঁরে লাগিল কহিতে।
সগরের পুত্রগণে দেখেছ এ পথে।।
কহিতে লাগিলা সে কপিল মহাঋষি।
মম কোপানলে পড়ে হৈল ভস্মরাশি।।
শুনিয়া ত অংশুমান যুড়িল স্তবন।
সেই বংশ তপোধন আমার জনম।।
অসমঞ্জ-পুত্র আমি সগরের নাতি।
তোমার মহিমা বলে, কাহার শকতি।।
অংশুমান বলিলেন শুন মহামতি।
কেমনে হইবে মম বংশের সদগতি।।
ব্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকে এক তিল।
প্রসন্ন হইয়া তারে কহেন কপিল।।
মর্ত্ত্যলোকে যদি বহে প্রবাহ গঙ্গার।
তবে যে তোমার বংশ হইবে উদ্ধার।।
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন সগরের নীতি।
কেমনে জন্মিল গঙ্গা, কোথা অবস্থিতি।।
কোথা গেলে পাইব গঙ্গার দরশন।
কহ দেখি মুনি শুনি গঙ্গার জনম।।
গঙ্গার জন্মের কথা করেন প্রকাশ।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস। ।

www.bengaliebook.com

গঙ্গার জন্ম-বিবরণ ও মর্ত্ত্যলোকে সগরের গঙ্গা আনিতে গমন ও ভগীরথের জন্ম

একদিন গেলোকে বসিয়া নারায়ণ।
চতুর্দ্দিকে আর যত দেব ঋষিগণ।।
সভামাঝে ত্রিলোচন গান পঞ্চমুখে।
দেবঋষি স্বর্গবাসী পুলকিত দেখে।।
শিঙ্গা বলে শ্রীরাম, ডম্বুরে বলে হরি।
পঞ্চমুখে পঞ্চানন গান ত্রিপুরারি।।
লক্ষ্মী সহ বসিয়া আছেন মহাশয়।
শুনিয়া সে গান হইলেন দ্রবময়।।
দ্রবরূপে হইলেন নিজে চক্রপাণি।
সেই গঙ্গা জন্মিলেন পতিতপাবনী।।
সেই জল কমণ্ডলু পূরিয়া আদরে।
রাখিলেন তুলিয়া বিধাতা নিজ ঘরে।।
সেই গঙ্গা যদি পার আনিতে নৃপতি।
তবে সে সগরবংশ পাইবে সদগতি।।
অংশুমান তোমারে দিলাম এই বর।
তব বংশ হেতু গঙ্গা হবেন গোচর।।
ঘোড়া লৈয়া অংশুমান অযোধ্যাতে যায়।
বিবরণ কহে আসি সগরের পায়।।
কপিলের স্থানে পাইলাম অশ্বধনে।
তাঁর কোপাগ্নিতে মরিয়াছে সর্ব্বজনে।।
শুনিয়া সগর রাজা শোকাকুল মন।
পুত্রশোকে নিরবধি করেন ক্রন্দন।।
রাহুর দশায় জন্ম হইল যখন।
সে সবার আশা আমি ছেড়েছি তখন।।
ষাটি হাজার পুত্রে শাপ দিলেন বিশাই।
অল্পকালে মরিল না হইল চিরাই।।
অশুচি হইল যজ্ঞ না হইল সায়।
কি মতে পাবেন মুক্তি ভাবেন উপায়।।
স্বর্গেতে আছেন গঙ্গা করি কি প্রকার।
তাঁহা বিনা কিসে হবে বংশের উদ্ধার।।
অংশমানে রাজ্য রাজা করি সমর্পণ।
গঙ্গারে আনিতে রাজা করিল গমন।।
গঙ্গা না পাইয়া তাঁর নিত্য বাড়ে শোক।
মরিয়া সগর রাজা গেল ব্রহ্মলোক।।
অংশুমান রাজ্য করে অযোধ্যা-নগরে।
তাঁর পুত্র হইল দিলীপ নাম ধরে।।
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল গঙ্গা আনিবারে।
তপ দশ হাজার বৎসর অনাহারে।।
গঙ্গা না পাইয়া গেল স্বর্গের উপর।
তাহারে দেখিয়া তুষ্ট দেব পুরন্দর।।
অপুত্রক রাজা, দুঃখ ভাবেন অন্তরে।
দুই নারী থুয়ে গেল অযোধ্যা-নগরে।।
চলিল দিলীপ রাজা গঙ্গা-অনুসারে।
কঠোর তপস্যা করে থাকি অনাহারে।।
কভু জলাহার করে, কভু অনাহার।
অযুত বৎসর সেবা করিল ব্রহ্মার।।
তথাপি না পায় গঙ্গা না হয় অশোক।
মরিয়া দিলীপ রাজা গেল ব্রহ্মলোক।।
অরাজক হইল রাজ্য অযোধ্য- নগর।
স্বর্গেতে চিন্তিত ব্রহ্মা আর পুরন্দর।।
শুনিয়াছি জন্মিবেন বিষ্ণু সূর্য্যকুলে।
কেমনে বাড়িবে বংশ নির্ম্মূল হইলে।।
ভাবিয়া সকল দেব যুক্তি করি মনে।
অযোধ্যাতে পাঠাইল প্রভু ত্রিলোচনে।।
দিলীপ কামিনী দুই আছিলেন বাসে।

বৃষ আরোহণে শিব গেলেন সকাশে।।
দোঁহাকার প্রতি কহিলেন ত্রিপুরারি।
মম বরে পুতবতী হবে এক নারী।।
দুই নারী কহে শুনি শিবের বচন।
বিধবা আমরা কিসে হইবে নন্দন।।
শঙ্কর বলেন দুই জনে কর রতি।
মম বরে একের হইবে সুসন্ততি।।
এই বর দিয়া গেল দেব ত্রিপুরারি।
স্নান করি গেল দুই দিলীপের নারী।।
সম্প্রীতিতে আছিলেন সে দুই যুবতী।
কতদিনে একজন হৈল ঋতুমতী।।
দোঁহেতে জানিল যদি দোঁহার সন্দর্ভ।
দোঁহে কেলি করিতে একের হৈল গর্ভে।।
দশ মাস হৈল গর্ভ প্রসব সময়।
মাংসপিণ্ড মাত্র পুত্র হৈল উদয়।।
পুত্র কোলে করিয়া কান্দেন দুইজন।
হেন পুত্র-বর কেন দিলা ত্রিলোচন।।
অস্থি নাহি মাংসপিণ্ড চলিতে না পারে।
দেখিয়া হাসিবে লোক সকল সংসারে।।
কোলে করি নিল তাহা চুপড়ি ভিতরে।
ফেলিবারে নিয়া গেল সরযূর তীরে।।
হেনকালে দেখিল বশিষ্ঠ তপোধন।
ধ্যানেতে জানিল তার সকল কারণ।।
মুনি বলে থুয়ে যাও পথে শোয়াইয়া।
করুণা কবিবে কেহ আতুর দেখিয়া।।
পুত্র পথে শোয়াইয়া দোঁহে গেল ঘরে।
অষ্টাবক্র মুনি যান স্নান করিবারে।।
আট ঠাই বাঁকা মুনি গমনে কাতর।
বালক তেমনি করে পথের উপর।।
একদৃষ্টে অষ্টাবক্র তার পানে চায়।
মনে ভাবে আমারে এ দেখিয়া ভেঙচায়।।
আমারে দেখিয়া যদি কর উপহাস।
মম ব্রহ্মশাপে হবে শরীর বিনাশ।।
যদি তব দেহ হয় স্বভাবে এমন।
মম বরে তুমি হও মদন-মোহন।।
অষ্টাবক্র মুনি সেই বিষ্ণুর সমান।
যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন।।
অষ্টাবক্র মুনির মহিমা চমৎকার।
দাণ্ডাইল উঠিয়া সে রাজার কুমার।।
ধ্যানে জানিলেন অষ্টাচক্র তপোধন।
বটে মহাপুরুষ এ দিলীপ-নন্দন।।
উভয় রাণীকে ডাকি আনে মুনিবর।
পুত্র দিল, হরষিতে দোঁহে গেল ঘর।।
আসিয়া সকল মুনি করিল কল্যাণ।
ভগে ভগে জন্ম হেতু ভগীরথ নাম।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
আদিকাণ্ড গান ভগীরথের জনম।।

www.bengaliebook.com

দেব আরাধনা দ্বারা ভগীরথ কর্ত্তৃক মর্ত্ত্যে গঙ্গা আনয়নের বৃত্তান্ত

পাঁচ বৎসরের হৈল হাতে খড়ি দিল।
বশিষ্ঠের বাড়ী পড়িবারে পাঠাইল।।
বালকে বালকে দ্বন্দ্ব যখন বাড়িল।
জারজ বলিয়া গালি এক শিশু দিল।।
মনে ভগীরথ দুঃখী না দিল উত্তর।
বিষাদে আইল শিশু আপনার ঘর।।
সর্ব্বদা অস্থির হয় সজল নয়ন।
শয়ন-মন্দিরে শিশু করিল শয়ন।।
আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
মাতা বলে পুত্র কেন না আইল ঘর।।
ডম্বুর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী।
মুনি কাছে কান্দি যায় দিলীপ-কামিনী।।
বশিষ্ঠ বলেন মাতা না কর ক্রন্দন।
রোষের মন্দিরে পুত্রে পাবে দরশন।।
আসি রাণী ভগীরথে কোলে করি নিল।
নেতের আঁচলে তার মুখ মুছাইল।।
বলিতে লাগিল ভগীরথের জননী।
কোন্ দুঃখের দুঃখী তুমি কহ যাদুমণি।।
কারে বাড়াইবে কারে করিবে কাঙ্গাল।
বন্দী মুক্ত করি যদি থাকে বন্দিশাল।।
কোন্ রোগে রোগী তুমি আমি ত না জানি।
এইক্ষণে করি সুস্থ শত বৈদ্য আনি।।
ভগীরথ বলে, মাতা করি নিবেদন।
রোগ দুঃখ নহে, আজি পাই অপমান।।
বিরোধ বাধিল এক বালকের সনে।
জারজ বলিয়া গালি দিল সে ব্রাহ্মণে।।
কোন্ বংশজাত আমি কাহার নন্দন।
ইহার বৃত্তান্ত মাতা কহ বিবরণ।।
পুত্রের হইলে দুঃখ মায়ে লাগে ব্যথা।
পুত্র সম্বোধিয়া মাতা কহে সত্য কথা।।
সগরের ছিল ষাটি হাজার তনয়।
কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময়।।
স্বর্গ হৈতে যদি গঙ্গা আইসেন ক্ষিতি।
তবে সে সগরবংশ পাইবে নিষ্কৃতি।।
ক্রমে তিন পুরুষ করিল আরাধন।
তবু গঙ্গা আনিতে নারিল কোন জন।।
দিলীপ তোমার পিতা গেল স্বর্গপুরে।
পাইলাম তোমা পুত্র মহেশের বরে।।
ভগে ভগে জন্ম হেতু ভগীরথ নাম।
সূর্য্যবংশে জন্ম তব অযোধ্যা-বিশ্রাম।।
শুনিয়া মায়ের কথা ভগীরথ নাম।
সূর্য্যবংশে জন্ম তব অযোধ্যা-বিশ্রাম।।
শুনিয়া মায়ের কথা ভগীরথ হাসে।
হাসিয়া কহিল কথা জননীর পাশে।।
সূর্য্যবংশে ভূপতিরা নির্ব্বোধের প্রায়।
অল্পশ্রমে গঙ্গাদেবী কে কোথায় পায়।।
যদি আমি ধরি ভগীরথ অভিধান।
গঙ্গা আনি করিব সগর বংশ ত্রাণ।।
কান্দিয়া কহিছে ভগীরথের জননী।
তপস্যায় এক্ষণে না যাহ যাদুমণি।।
মায়ের বচনে ভগীরথ না রহিল।
বশিষ্ঠের স্থানে মন্ত্রদীক্ষা সে করিল।।
যাত্রাকালে করে রাজা মায়েরে স্মরণ।
দক্ষিণ নয়ন তার করিছে স্পন্দন।।
মায়ের চরণে আসি করিয়া প্রণতি।

www.bengaliebook.com

প্রথমে সেবিতে গেল দেব সুরপতি।।
অনাহারে ইন্দ্রমন্ত্র জপে নিরন্তর।
ইন্দ্রসেবা করে সাত হাজার বৎসর।।
মন্ত্রবশ দেবতা রহিতে নারে ঘর।
আইলেন বাসব তাহারে দিতে বর।।
কোন্ বংমে জন্ম তব কাহার তনয়।
ধর মাগি লহ যে অভীষ্ট তব হয়।।
প্রণাম করিয়া ইন্দ্রে বলিল বচন।
সূর্য্যবংশ-জাত আমি দিলীপ নন্দন। ।
সগরের ছিল ষাটি সহস্র তনয়।
কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময়।।
স্বর্গেতে আছিল গঙ্গা দেহ সুরপতি।
তাহে মম বংশের হইবে সদগতি।।
ইন্দ্র বলে, শুন বলি দিলীপ-কুমার।
আমা হৈতে দরশন না পাবে গঙ্গার।।
গঙ্গাকে আনিবা যদি, আমি দেই বর।
একভাবে ভজ গিয়া দেব মহেশ্বর।।
গঙ্গারে আনিলে মুক্ত হইবে পাষণ্ডে।
গুহা মুক্ত করি আমি দিব সেই দণ্ডে।।
ইন্দ্রের চরণে রাজা করিয়া প্রণতি।
কৈলাসে সেবিতে গেল দেব পশুপতি।।
ওকড়া ধুতুরা যে আকন্দ বিল্বপাত।
ইহাতেই তুষ্ট হন ত্রিদশের নাথ।।
কভু অনাহার করে কভু নীরাহার।
দৃঢ় তপ করে দশ হাজার বৎসর।।
মহেশ বলেন, শুন রাজার নন্দন।
অনাহারে এ তপস্যা কর কি কারণ।।
গঙ্গারে আনিবা তুমি আমি দিব বর।
একভাবে সেব গিয়া দেব গদাধর।।

শিবের চরণে পুনঃ করিয়া প্রণতি।
গোলোকে চলিয়া গেল যথা লক্ষ্মীপতি।।
এক দিন ভগীরথ কোটি মন্ত্র জপে।
গ্রীষ্মকালে তপ করে রৌদ্রের আতপে।।
শীত চারি মাস থাকে জলের ভিতর।
করিল এমন তপ চল্লিশ বৎসর।।
মন্ত্রবশ দেবতা রহিতে নারে ঘরে।
বর দিতে আসিয়া কহেন হরি তারে।।
তপস্যাতে তোমার আমার চমৎকার।
মাগ ইষ্টবর দিব রাজার কুমার।।
ভগীরথ বলে, প্রভু করি নিবেদন।
সগরের ছিল ষাটি হাজার নন্দন।।
কপিলের শাপেতে হইল ভস্মময়।
গঙ্গারে পাইলে তারা মুক্তিপদ পায়।।
কহিলেন সহাস্য বদনে চক্রপাণি।
গঙ্গার মহিমা বাপু আমি কিবা জানি।।
ভগীরথ বলে গঙ্গা নাহি দিবা দান।
তব পাদপদ্মেতে ত্যজিব আমি প্রাণ। ।
শুনিয়া তাহারে হরি করেন আশ্বাস।
ব্রহ্মলোকে আছে গঙ্গা চল তাঁর পাশ।।
ছিল ব্রহ্মলোকেতে সামান্য যত জল।
মায়া করি হরিলেন হরি সে সকল।।
ব্রহ্মার সদনে প্রভু দিলেন দর্শন।
সম্ভ্রামে উঠিয়া ব্রহ্মা দিলেন আসন।।
পাদ্য দিতে যান ব্রহ্মা ঘরে নাহি জল।
জলহীন পাত্র মাত্র আছে অবিকল।।
কমণ্ডলু মধ্যে গঙ্গা পড়ে তাঁর মনে।
আস্তে ব্যাস্তে গিয়া ব্রহ্মা আনেন যতনে।।
গঙ্গাজলে বিষ্ণুপদ করয়ে ক্ষালন।

www.bengaliebook.com

অঘ্রিংজা বলিয়া নাম এই সে কারণ।।
ভগীরথ রাজারে বলেন চিন্তামণি।
এই গঙ্গা লয়ে যাহ পতিতপাবনী।।
ব্রহ্মহত্যা গো-হত্যা প্রভৃতি পাপ করে।
কুশাগ্রে পরশে যদি সব পাপে তরে।।
স্নানেতে কতেক পুণ্য বলিতে না পারি।
বংশের উদ্ধার কর লৈয়া গঙ্গাবারি। ।
শ্রীহরি বলেন গঙ্গা করহ প্রস্থান।
অবিলম্বে মুক্ত কর সগর-সন্তান।।
এত যদি কহিলেন প্রভু জগন্নাথ।
কান্দিয়া কহেন গঙ্গা প্রভুর সাক্ষাৎ।।
পৃথিবীতে কত শত আছে পাপিগণ।
আমাতে আসিয়া পাপ করিবে অর্পণ।।
হইয়া তাহারা মুক্ত যাবে স্বর্গবাসে।
আমি মুক্ত হৈব প্রভু কাহার পরশে। ।
শ্রীহরি বলেন, যত বৈষ্ণব জগতে।
তাঁহারা আসিয়া স্নান করিবে তোমাতে।।
বৈষ্ণবের সঙ্গতি বাসনা করি আমি।
বৈষ্ণবের সঙ্গেতে পবিত্র হবে তুমি।।
গঙ্গাকে কহিয়া এই বাক্য জগৎপতি।
শঙ্খ দিয়া বলিলেন ভগীরথ প্রতি।।
আগে আগে যাহ তুমি শঙ্খ বাজাইয়া।
পশ্চাতে যাবেন গঙ্গা তোমাকে দেখিয়া।।
বিরিঞ্চি বলেন, রাজা তুমি পুণ্যবান।
তোমা হৈতে তিনলোক পাবে পরিত্রাণ। ।
ভগীরথ আমার এ রথে তুমি লহ।
এই রথে চড়িয়া আগেতে তুমি যাহ।।
রথে চড়ি যায় আগে শঙ্খ বাজাইয়া।
চলিলেন গঙ্গা তাঁর পাছু গোড়াইয়া। ।
স্বর্গবাসী আসি করে গঙ্গাজলে স্নান।
দেয় ভগীরথের মাথায় দূর্ব্বা ধান। ।
স্বর্গে গঙ্গা মন্দাকিনী হইল আখ্যান।
আদিকাণ্ডে কৃত্তিবাস করিল বাখান। ।

www.bengaliebook.com

সুমেরু হইতে গঙ্গার চারি ধারা হইয়া পৃথিবীতে পতন

ব্রহ্মালোক হৈতে গঙ্গা আনে ভগীরথ।
আসিয়া মিলেন গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বত।।
সুমেরুর চূড়া ষাটি সহস্র যোজন।
বত্রিশ সহস্র তার গোড়ার পত্তন।।
এই আদি কহিলাম এই তার মূল।
সুমেরু পর্ব্বত যেন ধুতুরায় ফুল। ।
তার মধ্যে আছে এক দারুণ গহ্বর।
তাহাতে ভ্রমেন গঙ্গা দ্বাদশ বৎসর।।
না পায় গঙ্গার দেখা, নাহি কোন পথ।
যোড়হাতে স্তুতি করে রাজা ভগীরথ।।
সুমেরুতে হইল তোমার অবতার।
না করিলা গঙ্গা মম বংশের উদ্ধার। ।
বলিলেন গঙ্গা শুন বাছা ভগীরথ।
কোন্ দিকে যাব আমি নাহি পাই পথ।।
ঐরাবত হস্তী যদি আনিবারে পার।
তবে ত পর্ব্বত হৈতে পাই যে নিস্তার।।
ঐরাবত পর্ব্বত চিরিয়া দেয় দাঁতে।
তবে ত বাহির হইব আমি সেই পথে।।
গঙ্গার চরণে রাজা করিয়া প্রণতি।
আরবার গেল যথা দেব সুরপতি।।
প্রণাম করিয়া বন্দে যোড় করি হাত।
কহিতে লাগিল কথা ইন্দ্রের সাক্ষাৎ।।
ব্রহ্মালোক হইতে আসিয়া কোন মতে।
পড়িয়া আছেন গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে।।
ঐরাবত পর্ব্বত চিরিয়া দেয় দাঁতে।
তবে সে বাহির হন গঙ্গা সেই পথে।।
শুনিয়া চলিল ইন্দ্র চাপি ঐরাবতে।
আসিয়া মিলিল সেই সুমেরু পর্ব্বতে।।
হইল যে গর্ব্ব ঐরাবতের অন্তরে।
আমার সম্বাদ গিয়া কহ সে গঙ্গারে। ।
মম সঙ্গে গঙ্গা যদি বঞ্চে এক রাতি।
তবেত পর্ব্বত হৈতে করি অব্যাহতি। ।
যখন কহিলা ঐরাবত এই কথা।
মলিন করিল মুখ হেঁট করি মাথা।।
মুখে নাহি বাক্য সরে চক্ষে বহে জল।
হিয়া দুরু দুরু করে অত্যন্ত বিকল।।
দশা দেখি দয়াময়ী জিজ্ঞাসেন তায়।
কি হেতু এমন দশা ঘটিল তোমায়।।
আনিতে নারিলা বাছা হস্তী ঐরাবত।
কোন্ দুঃখে কান্দ বাপু আমাকে কহত।।
ভগীরথ বলে, মাতা করি নিবেদন।
সুরমণি মনোবাঞ্ছা করিল পূরণ।।
ঐরাবত যে কহিল আমার গোচরে।
পুত্র হয়ে জননীকে বলিব কি করে।।
জাহ্নবী বলেন তার বুঝিলাম তত্ত্ব।
রাজভোগ ঐরাবত হইয়াছে মত্ত।।
যদ্যপি আড়াই ঢেউ সে সহিতে পারে।
তার ঘরে সপ্ত রাত্রি রব বল তারে। ।
এই কথা ভগীরথ কহে হস্তীবরে।
শুনিয়া গঙ্গার কথা আপনা পাসরে।।
চারিখান করিয়া পর্ব্বত চিরে দাঁতে।
চারি ধারা হৈল গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে।।
বসু ভদ্রা শ্বেতা ও অলকানন্দা আর।
পড়িলেন পর্ব্বত হইতে চারি ধার।।
বসু নামে গঙ্গা মিলে পূরব সাগরে।

ভদ্রা নামে সুরধুনী চলিলা উত্তরে।।
শ্বেতা নামে চলিলেন পশ্চিম সাগরে।
গেলেন অলকানন্দা পৃথিবী উপরে।।
এক ঢেউ মারিলেন ঐরাবতোপরে।
নাকে মুখে জল গেল হাঁসফাঁস করে।।
আর ঢেউ মারিলেন প্রায় গত প্রাণ।
হস্তী বলে গঙ্গামাতা কর পরিত্রাণ।।
মা বলিয়া হস্তী যদি দাঁতে খড় করে।
আর ঢেউ রাখিলেন পর্ব্বত উপরে।।
পলাইল ঐরাবত পাইয়া তরাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।

www.bengaliebook.com

হরিদ্বার, পাতাল ও ত্রিবেণী ইত্যাদিতে গঙ্গার ভ্রমণ ও মহাদেব কর্ত্তৃক গঙ্গার বেগ ধারণ

ভগীরথ সুমেরু হইতে গঙ্গা নিয়া।
কৈলাস পর্ব্বতে গঙ্গা মিলিল আসিয়া।।
কৈলাস হইতে পড়ে পৃথিবী উপরে।
তাঁর ভরে বসুমতী টলমল করে।।
বেগবতী হয়ে গঙ্গা চলে রসাতলে।
যোড়হাতে দাণ্ডাইয়া ভগীরথ বলে।।
পাতালেতে হইল তোমার আগুসার।
হইবে কেমনে মম বংশের উদ্ধার।।
গঙ্গা বলিলেন, বাপু শুন নরপতে।
পৃথিবী আমার বেগ না পারে সহিতে।।
শিব যদি আসিয়া সহেন জলধার।
তবে পারি ক্ষিতিতে করিতে অবতার।।
গঙ্গার চরণে পুনঃ করিয়া প্রণতি।
আরবার গেল যথা দেব পশুপতি।।
এক বর্ষ করিল শিবের আরাধন।
মহেশ বলেন পুনঃ এলে কি কারণ।।
ভগীরথ বলে, গঙ্গা দিলা নারায়ণ।
পৃথিবী ধরিতে বেগ না পারে কখন।।
তুমি যদি আসি শিরে ধর জলধার।
পৃথিবীতে হয় তবে গঙ্গা-অবতার।।
গৌরীর সহিত তবে নাচে ত্রিলোচন।
তোমা হৈতে পাব আজি গঙ্গা দরশন।।
পাতিলেন মস্তক শঙ্কর সমাদরে।
পড়িলেন পতিত পাবনী শম্ভুশিরে।।
শিবের মাথার জটা বড় ভয়ঙ্কর।
বেড়ান জটার মধ্যে দ্বাদশ বৎসর।।
ভগীরথ বলেন মা একি ব্যবহার।
আমার কেমনে হবে বংশের উদ্ধার।।
গঙ্গা বলিলেন বাপু শুন ভগীরথ।
জটা হৈতে বাহির হইতে নাহি পথ।।
ভোলানাথ বলিয়া ডাকেন যোড়হাত।
ধ্যানভঙ্গ হইল, চাহেন বিশ্বনাথ।।
মহেশ চিরিয়া জটা দিলেন গঙ্গারে।
সেইখানে তীর্থ যে হইল হরিদ্বারে।।
যেবা নর স্নান দান করে হরিদ্বারে।
তার পুণ্যসীমা ব্রহ্মা বলিতে না পারে।।
এক ধারা গেল গঙ্গা পাতাল মণ্ডলে।
ভোগবতী বলি নাম হৈল রসাতলে।।
পশ্চাতে চলেন গঙ্গা ভগীরথ আগে।
মিলিলেন আসি গঙ্গা ত্রিবেণীর ভাগে।।
সরস্বতী গঙ্গা আর যমুনার পানী।
এই তিন ধারা বহে নামেতে ত্রিবণী।।
মকরে প্রয়াগে যেবা নর স্নান করে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে।।
আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া।
বারাণসীপুরে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া।।

www.bengaliebook.com

বারাণসীর উৎপত্তি কথন

মন দিয়া শুন বারাণসীর আখ্যান।
বারাণসী তীর্থ যাহে হইল নির্ম্মাণ।।
এককালে কাটিলেন হর দ্বিজ মাথা।
ব্রহ্মহত্যা পাপ তাঁর না হয় অন্যথা।।
ব্রহ্মহত্যা চাপিলেক গিরিশের স্কন্ধে।
কার্ত্তিক গণেশ আর কাত্যায়নী কান্দে।।
গৌরী কন কেন বা কাটিলে বিপ্র-মাথা।
ব্রহ্মবধ হইল কে করিবে অন্যথা।।
শুনিয়া গৌরীর কথা শিব হাসি ভাষে।
পৃথিবীতে গেল গঙ্গা কত পাপ নাশে।।
বৃষভে চাপিয়া তবে শঙ্করী-শঙ্কর।
দাণ্ডাইল সুরধুনী-তীরেতে সত্বর।।
কুশাগ্রে করিয়া হর কৈল পরশন।
ব্রহ্মহত্যা পাপ তাঁর হৈল মোচন।।
ধূর্জ্জটী বলেন দেখ গঙ্গার পরীক্ষা।
পঞ্চক্রোশ যুড়ি হর দেন গণ্ডী রেখা।।
সেই পঞ্চক্রোশ তীর্থ নাম বারাণসী।
তাহাতে ছাড়িলে তনু শিবলোকে বসি।।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করি অবস্থান।
করিলেন ভগীরথ সহিতে প্রস্থান।।
আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া।
জহ্নুর নিকটে গঙ্গা মিলিল আসিয়া।।
পাতায় লতায় কৃত জহ্নুমুনির ঘর।
গঙ্গাস্রোতে ভেসে যায় দেখিতে দুষ্কর।।
চক্ষু মেলিলেন মুনি ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
গণ্ডূষ করিয়া সব জল করে পান।।
কতদূরে গিয়া ভগীরথ ফিরে চায়।
কোথা গেল গঙ্গাদেবী দেখিতে না পায়।।
অকস্মাৎ গঙ্গাদেবী দেখিতে না পায়।
দেখে মুনি বটতলে বসি আছে ধ্যানে।।
জহ্নুরে জিজ্ঞাসে ভগীরথ বিনয়েতে।
অকস্মাৎ গঙ্গা মোর কেবা নিল পথে।।
মুনি বলিলেন শুন রাজা ভগীরথ।
গঙ্গারে আনিতে তব নাহি ছিল পথ।।
মম ঘর ভাঙ্গে গঙ্গা কেমন মহৎ।
নিকটে ব্রহ্মার গিয়া কহ ভগীরথ।।
আন গিয়া ব্রহ্মা মম করিতে কি পারে।
গণ্ডূষ করিয়া গঙ্গা রেখেছি উদরে।।
মুনির বচন শুনি লাগিল তরাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।

কাণ্ডার মুনির অস্থি গঙ্গায় পতনে বৈকুণ্ঠে গমন

যোড়হাতে ভগীরথ করেন স্তবন।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন।।
তোমার মহিমা গুণ জানে কোন্ জন।
মনুষ্য-শরীরে তব কি জানি স্তবন।।
সগর রাজার ষাটি হাজার তনয়।
কপিলের শাপেতে হইল ভস্মময়।।
তোমার উদরেতে গঙ্গার অবতার।
আমার বংশের কিসে হইবে উদ্ধার।।
ব্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকয়ে কখন।
কৃপাতে বলেন তারে জহ্নু তপোধন।।
মুখ হৈতে বাহির করিলে গঙ্গাজল।
উচ্ছিষ্ট বলিয়া তবে ঘুষিবে সকল।।
চিরিল দক্ষিণ জানু সেইক্ষণে মুনি।
জানু দিয়া বাহির হইল সুরধুনী।।
ছিলেন কিঞ্চিৎ কাল জহ্নুর উদরে।
জাহ্নবী বলিয়া নাম হইল সংসারে।।
শাপদুষ্ট যেইখানে গঙ্গামাতা শুনি।
সেইখানে হৈয়া যান উত্তর বাহিনী।।
কাণ্ডার নামেতে মুনি ছিল এক জন।
তার তুল্য পাপী নাহি এ তিন ভুবন। ।
জন্মাবধি সেই মুনি বেশ্যা-সেবা করে।
তার বশীভূতা হৈয়া থাকে তারি ঘরে। ।
কাষ্ঠ কাটিবারে গিয়াছিল সে কানন।
ব্যাঘ্রেতে ধরিয়া তার বধিল জীবন। ।
যমদূত আসি তাকে করিয়া বন্ধন।
লইয়া চলিল তারে যমের ভবন।।
ব্যাঘ্রেতে সকল মাংস গেল ত খাইয়া।
বনের মধ্যেতে অস্থি রহিল পড়িয়া।।
কাকেতে লইয়া যায় গঙ্গা-মধ্য দিয়া।
হেনকালে সপ্তান সে কাকেরে দেখিয়া।।
মহাবেগে যায় পক্ষী কাকে খেদাড়িয়া।
গঙ্গা দিয়া যায় কাক ভয়ে পলাইয়া।।
দুইজনে তারা তথা জড়াজড়ি করে।
দৈবযোগে সেই অস্থি পড়ে গঙ্গানীরে।।
যখন করিল অস্থি গঙ্গা পরশন।
চতুর্ভুজ হইয়া সে চলিল ব্রাহ্মণ। ।
হেনকালে নারায়ণ বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
কাড়িয়া নিলেন যমদূতেরে মারিয়া।।
কান্দিতে কান্দিতে সব যমের কিঙ্কর।
জিজ্ঞাসা করিতে গেল যমের গোচর।।
বিষয় ছাড়িনু প্রভু আর নাহি কাজ।
আজি বড় যমরাজ পাইলাম লাজ।।
কাণ্ডার নামেতে পাপী ত্রিভুবনে জানে।
তাহারে বৈকুণ্ঠে হরি নিলেন কি গুণে।।
শুনিয়া দূতের কথা যমরাজ রোষে।
জিজ্ঞাসা করিতে গেল শ্রীহরির পাশে।।
কান্দিতে লাগিল যম ধরি প্রভু পায়।
বিষয় ছাড়িনু, বিষয়ের নাহি দায়।।
পাপীর উপরেতে আমার অধিকার।
আজি কেন হইল তাহাতে অবিচার।।
কাণ্ডার ব্রাহ্মণ পাপী ত্রিভুবনে জানে।
তাহারে বৈকুণ্ঠে আনিলেন কোন্ গুণে।।
শুনিয়া যমের কথা হরি হাসি কয়।
গঙ্গা যথা, তথা কভু পাপ নাহি রয়। ।
গঙ্গার মহিমা কত কি বলিতে জানি।

মন দিয়া শুন তবে কহি দণ্ডপাণি।।
যতদূরে যাইবেক গঙ্গার বাতাস।
আমার দোহাই যদি যাও তার পাশ।।
পুড়ে মরে অস্থি লৈয়া ফেলে গঙ্গানীরে।
চতুর্ভুজ হৈয়া আসিবে স্বর্গপুরে। ।
গঙ্গাতীরে থাকি গঙ্গাজল করে পান।
সে শরীর জান তুমি আমার সমান।।
নিষেধ করহ গিয়া যত দূতগণে।
আমার দোহাই যদি আন সেই জনে।।
শুনিয়া প্রভুর কথা শমনের ত্রাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস। ।

www.bengaliebook.com

সগর বংশ উদ্ধার

কাণ্ডারের প্রতি গঙ্গা মুক্তিপদ দিয়া।
গৌড়ের নিকটে গঙ্গা মিলিয়া আসিয়া।।
পদ্ম নামে এক মুনি পূর্ব্বমুখে যায়।
ভগীরথ বলি গঙ্গা পশ্চাৎ গোড়ায়।।
যোড়হাত করিয়া বলেন ভগীরথ।
পূর্ব্বদিক যাইতে আমার নাহি পথ।।
পদ্ম মুনি লয়ে গেল নাম পদ্মবতী।
ভগীরথ সঙ্গেতে চলিল ভাগীরথী।।
শাপবাণী সুরধুনী দিলেন পদ্মারে।
মুক্তপদ যেন নাহি হয তব নীরে।।
একবার গেল গঙ্গা ভৈরব-বাহিনী।
আরবার ফিরিলেন সাগর-গামিনী।।
অজয় গঙ্গার জল হইল দর্শন।
শঙ্খধ্বনি করেন যতেক দেবগণ।।
শঙ্খধ্বনি ঘাটে যেবা নর স্নান করে।
অযুত বৎসর সেই থাকে স্বর্গপুরে।।
নিমেষেতে আইলেন নাম ইন্দ্রেশ্বর।
গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর।।
গঙ্গাজলে যথা ইন্দ্র করিলেন স্নান।।
ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে যেবা নর স্নান করে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে।।
চলিলেন গঙ্গামাতা করি বড় ত্বরা।
মেড়াতলা নাম স্থানে যায় সরিদ্বরা।।
মেড়ায় চড়িয়া বৃদ্ধ আইল ব্রাহ্মণ।
মেড়াতলা বলি নাম এই সে কারণ।।
গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হৈয়া।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া।।
সপ্তদ্বীপ মধ্যে আর নবদ্বীপ গ্রাম।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করিল বিশ্রাম।।
রথে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান।
আসিয়া মিলিলা গঙ্গা সপ্তগ্রাম স্থান।।
সপ্তগ্রাম তীর্থ জান প্রয়াগ সমান।
সেখান হইতে গঙ্গা করেন প্রয়াণ।।
আকনা মহেশ গঙ্গা দক্ষিণ করিয়া।
বিহোরদের ঘাটে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া।।
গঙ্গা বলিলেন বাপ শুন ভগীরথ।
কত দূরে তোমার দেশের আছে পথ।।
ভ্রমিতেছি এক বর্ষ তোমার সংহতি।
কোথা আছে ভস্মময় সগর-সন্ততি।।
ভগীরথ বলেন মা এই পড়ে মনে।
পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক তার মধ্যস্থানে।।
যেইখানে আছিল কপিল মহামুনি।
সেইখানে মম বংশ মাতৃমুখে শুনি।।
এই কথা যেস্থানে গঙ্গারে রাজা বলে।
হইলেন শতমুখী গঙ্গা সেই স্থলে।।
আছিল সগরবংশ ভস্মরাশি হৈয়া।
বৈকুণ্ঠে চলিল সবে গঙ্গাজল পাইয়া।।
হস্ত তুলি গঙ্গা ভগীরথেরে দেখান।
ওই তব বংশ দেখ স্বর্গবাসে যান।।
একজন রহিল জলের অধিকারী।
আর সব চতুর্ভুজে গেল স্বর্গপুরী।।
বংশ মুক্ত হইল দেখিয়া ভগীরথে।
গঙ্গাকে প্রণাম করি লাগিল নাচিতে।।
গঙ্গা বলে, দেশে যাও রাজার নন্দন।
সাগরের সঙ্গে আমি করিগে মিলন।।
মহাতীর্থ হইল সে সাগর-সঙ্গম।
তাহাতে যতেক পুণ্য, কে করে কথন।।

যে গঙ্গাসাগরে নর স্নান দান করে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়ে যান স্বর্গপুরে।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব মহৎ।
গঙ্গা আনি লোক মুক্ত কৈল ভগীরথ।।

www.bengaliebook.com

গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন

জাহ্নবী জননী
দেবী,
আইলেন এই ভুরি,
এ তিন ভুবনে প্রতিকার।
সুর-নর
নিস্তারিণী,
পাপ-তাপ নিবারিণী,
কলিযুগে হেন অবতার।।
ধন্য ধন্য
বসুমতী,
যাহাতে গঙ্গার স্থিতি,
ধন্য ধন্য ধন্য কলিযুগে।
শতেক যোজন
থেকে,
গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকে,
শুনে যমে চমৎকার লাগে।।
পক্ষিগণ থাকে
যত,
তাহা বা কহিব কত,
করে সদা গঙ্গাজল পান।
দূরে
রাজচক্রবর্ত্তী,

যার আছে কোটি হস্তী,
সেহ নহে পক্ষীর সমান।।
গয়াক্ষেত্র,
বারাণসী,
দ্বারকা মথুরা কাশী,
গিরিরাজ গুহা যে মন্দার।
এ সব যতেক
তীর্থ,
বিষ্ণুর সম মহত্ত্ব,
সর্ব্বতীর্তে গঙ্গাদেবী সার।।

সৌদাস রাজার উপাখ্যান

গঙ্গা হেতু গেল ষাটি হাজার বৎসর।
পুনর্ব্বার গেল রাজা অযোধ্যা-নগর।।
রাজা হৈয়া করিলেন প্রজার পালন।
হইল সৌদাস নামে তাঁহার নন্দন।।
অযোধ্যাতে করিলেন রাত্ব সৌদাস।
ভগীরথ করিলেন গঙ্গাতীরে বাস।।
কিছুকাল ভগীরথ ভাগীরথী-তটে।
থাকি হইলেন মুক্ত সংসার সঙ্কটে।।
করিল রাজার শ্রাদ্ধ তর্পণ সৌদাস।
ব্রাহ্মণেরে দিল ধন যার যত আশ।।
মন দিয়া শুন রাজা সৌদাস-চরিত্র।
শুনিলে যে পাপক্ষয় শরীর পবিত্র।।
একদিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে।
মৃগ চাহি ফিরে রাজা বনেতে বনেতে।।
আইল রাক্ষস এক সঙ্গে লয়ে জায়া।
সৌদাসের কাছে উত্তরিল সে আসিয়া।।
ছাড়িয়া রাক্ষসরূপ ব্যাঘ্ররূপ ধরে।
দুইজনে কেলি করে প্রভাসের তীরে।।
হেনকালে সৌদাস সে ব্যাঘ্রকে দেখিয়া।
শৃঙ্গারের কালে তারে মারিল বিন্ধিয়া।।
এইকালে রাক্ষসী রাজার প্রতি বলে।
বিনা দোষে স্বামী মার শৃঙ্গারের কালে।।
পরিণামে জানিবা হইবে যত পাপ।
মহাপাপ ভুঞ্জিবে, হইবে ব্রহ্মশাপ।।
এতেক বলিয়া সে রাক্ষসী গেল বন।
মনোদুঃখে গৃহে রাজা করিল গমন।।
পাত্র মিত্রগণে রাজা করিল আহ্বান।
বশিষ্ঠ মুনিরে আগে করিল সম্মান।।
মুনিরে কহিল রাজা সব বিবরণ।
এই পাপ কেমনে হইবে বিমোচন।।
পুরোহিত বশিষ্ঠের অনুজ্ঞা প্রমাণে।
অশ্বমেধ করিলেন শাস্ত্রের বিধানে।।
যজ্ঞ পূর্ণ দিল রাজা যজ্ঞের দক্ষিণা।
বিদায় হইয়া যবে গেল সর্ব্বজনা।।
হেনকালে সে রাক্ষসী ভাবে মনে মন।
মম বাক্য ব্যর্থ হবে জানিল কারণ।।
আপন রাক্ষসীরূপ দূরে তেয়াগিয়া।
বশিষ্ঠ মুনির রূপ ধরিল আসিয়া।।
সৌদাস রাজার কাছে কহিল বচন।
মোরে মাংস ভোজন করাহ যশোধন।।
রাজা বলে অশ্বমাংস করি আহরণ।
সেই মাংস খাইবারে গেল তব মন।।
করিলাম উপহাস শুনিয়া গুরুরে।
গুরু বলে ব্রহ্মদৈত্য হও অতঃপরে।।
যখন গঙ্গার জল পাবে দরশন।
তখন পাইবে মুক্তি ব্রাহ্মণ-নন্দন।।
সৌদাস বলেন, মিত্র চেতাইলা মোরে।
তেঁই সে গঙ্গার তত্ত্ব দুই জনে করে।।
গঙ্গাস্নান করি যান সে ভার্গব ঋষি।
মাথায় করিয়া গঙ্গাজলের কলসী।।
হেনকালে দোঁহে বলে আগুলিয়া তাঁরে।
এক বিন্দু গঙ্গাজল দেহ দোঁহাকারে।।
লাগিলেন বলিতে ভার্গব তপোধন।
অগ্রভাগ শিবের তা দিব হে কেমন।।
দোঁহে বলে মুনি তোর নাহি বিদ্যালেশ।
গঙ্গাজল নাহি হয় শেষ অবশেষ।।
জানিলেন তখন ভার্গব তপোধন।

মহাজন বটে ভগীরথের নন্দন।।
কুশাগ্র করিয়া গঙ্গা দিল তার গায়।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ এড়িয়া পলায়।।
ছিলেন সৌদাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া।
বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল গঙ্গাজল পাইয়া।।
ব্রহ্মদৈত্য আর ব্রহ্মরাক্ষস সত্বরে।
দুই জনে মুক্ত হৈয়া গেল নিজ ঘরে।।
গঙ্গার মহিমা এই কি বলিতে জানি।
আদিকাণ্ডে রচে কৃত্তিবাসী মহাগুণী।।

www.bengaliebook.com

দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ-বিবরণ

সৌদাস গেলেন আয়ুশেষে স্বর্গস্থলে।
হইলেন সুদাম ভূপতি ভূমণ্ডলে।।
সুদাম করেন রাজ্য অনেক বৎসর।
দিলীপ হইল রাজা রাজ্যের উপর।।
দিলীপের নন্দন হইল রঘুরাজা।
পুত্রের সমান পালে পৃথিবীর প্রজা।।
একে ত দিলীপ রাজা মহাবলবান।
তদ্রূপ হইল পুত্র পিতার সমান।।
পুত্রের বিক্রম দেখি ভাবে মনে মন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন আরম্ভণ।।
ঘোড়া রাখিবারে নিয়োজিলেন রঘুরে।
যেখানে সেখানে যাবে নিকটে কি দূরে।।
ঘোড়া দিয়া দিলীপ কহিল তার ঠাঁই।
যজ্ঞপূর্ণকালে যেন এই ঘোড়া পাই।।
ঘোড়া রাখিবারে রঘু করিল পয়ান।
সঙ্গেতে চলিল তুল্য যোদ্ধা বলবান।।
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা কোন্ বুদ্ধি করি।
অশ্বমেধ করি রাজা লবে স্বর্গপুরী।।
কিসে নিবারণ হয় বল কৃপা করি।
বিরিঞ্চি বলেন তাঁর ঘোড়া কর চুরি।।
অশ্ব বিনা রাজা যজ্ঞ করিতে না পারে।
চলিলেন ইন্দ্র ঘোড়া চুরি করিবারে।।
দ্বিতীয় প্রহর দিবা অন্ধকার করি।
লইলেন দেবরাজ যজ্ঞ-অশ্ব হরি।।
ঘোড়া হারাইয়া ভাবে দিলীপ-নন্দন।
ইন্দ্র বিনা ঘোড়া মোর লবে কোন্ জন। ।
নয় বৎসরের শিশু দশ নাহি পুরে।
রথ চালাইয়া দিল ইন্দ্রের উপরে।।
সহস্র ঘোড়ায় বহে স্বর্গে রথখান।
পলকে প্রবেশে গিয়া ইন্দ্র বিদ্যমান।।
ইন্দ্র কোথা বলি রঘু ঘন ছাড়ে ডাক।
আজি ইন্দ্র তোমা প্রতি ঘটিল বিপাক।।
মার মার বলি রঘু লাগিল ডাকিতে।
বাহির হইল ইন্দ্র চড়ি ঐরাবতে।।
রঘুরে দেখিয়া ইন্দ্র বলে কটুভাষে।
মরিবার নিমিত্তে আইলে স্বর্গবাসে।।
স্নান সন্ধ্যা করিয়া আইস মহামুনি।
করাইব তবে মাংস রন্ধন এখনি।।
বশিষ্ঠের রূপ সে দূরেতে তেয়াগিয়া।
প্রাচীন বিপ্রের বশ ধরিয়া আনিয়া। ।
মনুষ্যের মাংস লৈয়া করিল রন্ধন।
বশিষ্ঠকে ডাকে রাজা করিতে ভোজন।।
যজমান-বাক্য মুনি লঙ্ঘিতে না পারে।
উপস্থিত হইলেন রন্ধন-আগারে।।
বসিলেন মুনি তবে করিতে ভোজন।
রাক্ষসী মনুষ্য-মাংস দিল ততক্ষণ। ।
থাল কোলে থুইয়া রাক্ষসী গেল ঘরে।
দেখিয়া মুনির ক্রোধ বাড়িল অন্তরে।।
মনুষ্যের মাংস দিয়া কর উপহাস।
তুমি ব্রহ্মরাক্ষস যে হও হে সৌদাস।।
এত যদি শ্রীবশিষ্ঠ মুনি শাপ দিল।
মুনিরে শাপিতে রাজা হাতে জল নিল। ।
অকারণে শাপ দিলা আমি নহি দোষী।
এই জলে পোড়াইয়া করি ভস্মরাশি।।
হেনকালে রাক্ষসী রাজার শাপ শুনি।
ঘর হইতে পলাইয়া চলিল আপনি।।
ধ্যান করি জানিল বশিষ্ঠ তপোধন।

রাক্ষসী আসিয়া মাংস মাগিল ভোজন।।
মুনিকে দিবারে শাপ রাজা নিল পানী।
নিষেধ করেন তারে দময়ন্তী রাণী।।
ক্রোধ সম্বরিল রাজা, ভাবে মনে মনে।
এই জল এখন থুইব কোন্ স্থানে।।
স্বর্গে থুই যদি তবে দেবগণ মরে।
নাগগণ মরে যদি ফেলি নাগপুরে।।
পৃথিবীতে ফেলিলে সকল শষ্য যায়।
সেই জল ফেলে রাজা আপনার পায়।।
রাজার পুড়িয়া গেল দুখানি চরণ।
রাজার কল্মাষপাদ নাম সে কারণ।।
বশিষ্ঠ বলেন শাপ দিনু নৃপবর।
রাক্ষস হইয়া থাক এগার বৎসর।।
লোটায় ধরিয়া রাজা বশিষ্ঠ- চরণ।
কত দিনে হবে মম শাপ বিমোচন।।
মুনি বলে পাবে যবে গঙ্গা দরশন।
তবে ত তোমার শাপ হইবে মোচন।।
সৌদাস ভূপতি ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া।
দেশে দেশে নিত্য ফিরে ব্রাহ্মণ খাইয়া।।
এগার বৎসর পূর্ণ হইল যখন।
তিন দিন আহার না মিলিল তখন।।
উত্তরিল গিয়া রাজা প্রভাসের কূলে।
শ্রমযুক্ত হইয়া বসিল বৃক্ষমূলে।।
ক্ষুধায় আকুল রাজা যে বৃক্ষ নেহালে।
এক ব্রহ্মদৈত্য আছে সেই বৃক্ষডালে।।
ব্রহ্মদৈত্য বলে ওরে তুমি কেন হেথা।
মম স্থান তুমি নিলা আমি যাব কোথা।।
শুনিয়া তাহার কথা সৌদাস হাসিল।
ব্রহ্মদৈত্য দেখি এটা খাইতে আইল। ।
ব্রহ্মদৈত্য রাক্ষসে বিবাদ দুই জন।
ছয় মাস মল্লযুদ্ধ করিছে এমন।।
দুই জন যুদ্ধে সম ন্যূন নহে কেহ।
মিত্রতা করিয়া পরস্পর করে স্নেহ। ।
সর্ব্ব দুঃখ দুই জন করেন প্রকাশ।
বশিষ্ঠ শাপিল মোরে বলেন সৌদাস।।
ব্রহ্মদৈত্য বলে মিত্র শুন বিবরণ।
বরদত্ত নামে আমি ছিলাম ব্রাহ্মণ। ।
বহুকাল বেদ পড়িলাম গুরু-ঘরে।
চাহিলেন গুরু কিছু দক্ষিণা আমারে।।
মাছি হৈয়া সহিবা কি পর্ব্বতের ভার।
গলায় কলসী বান্ধি নদীতে সাঁতার।।
সহিতে ক্ষুরের ধার কেবা বল পারে।
বালক হইয়া এস আমার উপরে।।
রঘু বলে, গর্ব্ব কর রণ নাহি জিনি।
যার যত বল বুদ্ধি জানিব এখনি।।
আমাকে বালক দেখ আপনি কি বীর।
বালকের রণে আজি হও দেখি স্থির।।
তিন বাণ মারে রঘু বাসবের বুকে।
ঐরাবত সহ ইন্দ্র ফিরে ঘোরপাকে।।
ইন্দ্র বলে ভাল বলি বয়সে ছাওয়াল।
এড়িলেক বাণ যেন অগ্নির উথাল।।
দশ বাণ ইন্দ্র তবে পুরিল সন্ধান।
দশ বাণে কাটিল ইন্দ্রের দশ বাণ।।
দুই জনে বাণবৃষ্টি যেন জল ঘনে।
দুই জনে যুদ্ধ করে কেহ নাহি জিনে।।
রঘুরাজ জানে বাণ পাশুপত সন্ধি।
হাতে গলে দেবরাজে করিলেন বন্দী।।
ঐরাবত হইতে পড়িল ভূমিতলে।

www.bengaliebook.com

লোহার শিকলে বান্ধি রথে নিয়া তোলে।।
ঘোড়া নিয়া আইল বাপের বিদ্যমানে।
সাত দিন ইন্দ্র বান্ধা অযোধ্যা ভুবনে।।
সঙ্গেতে করিয়া ব্রহ্মা যত দেবগণ।
আপনি চলিয়া গেল অযোধ্যা-ভুবনে।।
বিধাতা বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান।
তোমার তনয় রঘু তোমারি সমান।।
আর কিবা বর দিব তোমার রঘুরে।
রঘুবংশ বলি যশ ঘুষিবে সংসারে।।
এত যদি বলিলেন ব্রহ্মা নরবরে।
তবে মুক্ত করিলেন দেব পুরন্দরে।।
রঘু বলিলেন, সত্য কর পুরন্দর।
অনাবৃষ্টি নহে যেন অযোধ্যা উপর।।
ইন্দ্র বলিলেন, চিন্তা না করিহ তুমি।
যে কিছু ক্ষেতের কর্ম্ম সে করিব আমি।।
করিলেন এই সত্য দেব পুরন্দর।
ইন্দ্র সহ স্বর্গে গেল সকল অমর।।
রঘুর বিক্রম শুনি শত্রুপক্ষে ত্রাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস। ।

রঘুরাজার দানকীর্তি

দিলীপ রাজত্ব করে অযুত বৎসর।
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল অমর-নগর। ।
পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন রঘু যশোধন।
ব্রাহ্মণে দিলেন দান ছিল যত ধন।।
অদ্যভক্ষ্য রঘুরাজা নাহি রাকে ঘরে।
মৃত্তিকার পাত্রে রাজা জল পান করে।।
বরদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ-নন্দন।
কশ্যপ মুনির ঠাঁই করে অধ্যায়ন।।
গুরুগৃহে বসতি করিয়া বহুদিন।
চতুঃষষ্টি বিদ্যাতে সে হইল প্রবীণ।।
গুরুরে দক্ষিণা দিতে কহিল তাহাঁরে।
কি দক্ষিণা দিব গুরু আজ্ঞা কর মোরে।।
গুরু বলে অল্প মাগি কর বিবেচনা।
চৌষট্টি বিদ্যার দেহ চৌদ্দ কোটি সোণা।।
দ্বিজ কহিলেন এই অসম্ভব কথা।
মনে ভাবে এতেক সুবর্ণ পাব কোথা।।
সবে বলে রঘুরাজ বড় পুণ্যবান।
তাঁর ঠাঁই আনি গিয়া মাগি স্বর্ণদান।।
সাত দিবসের তরে নিয়ম করিল।
গুরুকে বলিয়া শিষ্য বিদায় হইল।।
সাত পাঁচ ভাবিয়া সে দ্বিজ অকিঞ্চন।
অযোধ্যা-নগরে আসি দিল দরশন।।
ব্রাহ্মণে নিষেধ নাহি রঘুর দুয়ারে।
উত্তরিল গিয়া সে রঘুর অন্তঃপুরে। ।
মৃত্তিকার পাত্রেতে করিছে জলপান।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ পুত্র করে অনুমান।।
মৃত্তিকার পাত্রেতে করিছে জলপান।
কিরূপে করিবে চৌদ্দ কোটি স্বর্ণদান।।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ-পুত্র যায় পাছু হৈয়া।
রাখিল ব্রাহ্মণে রঘু দ্বারেতে দেখিয়া।।
আপনি পাখালে রাজা তাঁহার চরণ।
বিবিধ মিষ্টান্ন দিয়া করায় ভোজন। ।
কর্পূর তাম্বুল মাল্য দিলেন চন্দন।
জিজ্ঞাসা করেন করি পাদ-সম্বাহন।।
ব্রাহ্মণ বলেন, রাজা তুমি পুণ্যবান।
আসিয়াছি তব স্থানে লইবারে দান।।
দেখিলাম ঘটিয়াচে যে দশা তোমারে।
আপনার নাহি কিছু কি দিবা আমারে।।
তোমার অধীন রাজা ধরণী অশেষ।
ঐশ্বর্য্য তোমার দেখি মৃৎপাত্র শেষ।।
দেখি তব দশা ডর লাগিল আমারে।
এসেছি তোমার ঠাঁই ধন মাগিবারে।।
ভূপতি বলেন, তুমি কত চাহ ধন।
যাহা মাগ তাহা দিব ঠাকুর ব্রাহ্মণ।।
শুনিয়া রাজার কথা দ্বিজবর বলে।
লাড়ু দিয়া যেমন ভাণ্ডাও ছাওয়ালে। ।
রাজা বলে যেবা মাগ না করিব আন।
বলিয়া না দিলে নাহি পাব পরিত্রাণ।।
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বিপ্র কাণে দিল হাত।
চৌদ্দ কোটি সোণা মাগি তোমার সাক্ষাৎ।।
রাজা বলে, এক রাত্রি থাক মহামুনি।
প্রাতঃকালে ধন দিব লৈয়া যেও তুমি।।
এত বলি ব্রাহ্মণে রাখিল নিজ ঘরে।
আপনি জিজ্ঞাসা করে সাধু সদাগরে।।
চৌদ্দ কোটি সোণা ধায় যেবা দিতে পারে।
চৌদ্দ দশ কোটি কালি শুধিব তাহারে।।
যোড়হাত করিয়া কহিছে প্রজাগণ।

তোমার নগরে নাই এক কোটি ধন।।
হেঁট মাথা করি রাজা ভাবিল আপদ।
হেনকালে তথা মুনি আইল নারদ।।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন।
মুনি বলে কেন রাজা বিরস বদন।।
রাজা বলে মহাশয় শুন কহি কথা।
ব্রাহ্মণ চাহিল ধন আজি পাব কোথা।।
লাগিলেন হাসিতে নারদ মহামুনি।
ইহার উপায় কহি শুনহ আপনি।।
বল, কালি কুবেরে করিব সম্ভাষণ।
ঘরেতে বসিয়া পাবে যত চাহ ধন।।
তারপরে গেলেন নারদ তপোধন।
অযোধ্যা-নগরে রাজা বাজায় বাজন।।
আজ্ঞা করিলেন রাজা পাত্র মিত্রবরে।
সবে সাজ যাইব কুবেরে দেখিবারে।।
শুনিয়া রাজার বাক্য সৈন্য অগণন।
রণসাজে এল ত্বরা করি আস্ফালন।।
দুর্দ্ধর্ষ সময়ে সবে ভীম পরাক্রম।
রাজা দেশে আসি সবে করিছে বিক্রম।।
কটক সাজিল বাজে দুন্দুভি বাজন।
কৈলাসে কুবের তাহা করেন শ্রবণ।।
কুবেরের দূত ছিল অযোধ্যা-ভুবনে।
জিজ্ঞাসা করিল সব পাত্র-মিত্রগণে।।
রণবাদ্য চারিধারে সৈন্যের সাজন।
হঠাৎ কিসের লাগি এত আয়োজন।।
পাত্র মিত্র বলে কি বেড়াও শুধাইয়া।
প্রমাদ পড়িবে কালি কুবেরে লইয়া।।
কে আছে নির্ব্বোধ হেন বিরোধ বাধায়।
রঘু সনে রণে পশি প্রাণ দিতে চায়।।
শুনিয়া ধাইয়া দূত চলিল অমনি।
কৈলাসে নারদ গিয়া কহিল তখনি।।
কি কর কুবের তুমি নিশ্চিন্ত বসিয়া।
তোমার উপরে রঘু আসিছে সাজিয়া।।
সুবর্ণ নাহিক রঘু রাজার ভাণ্ডারে।
চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ বিপ্র চেয়েছে তাঁহারে।।
কপর্দ্দক নাহি আছে তাঁহার ভাণ্ডারে।
বিমুখ যে বিপ্রবরে করিবারে নারে।।
এত যদি বলিল নারদ মহামুনি।
কুবের বলেন আমি পাঠাই এখনি।।
সর্ব্ব কর্ম্ম পরিহরি অনুচর সনে।
কুবের আপনি নিজে বারে বারে গণে।।
ভারে ভারে স্বর্ণ যত রাখে থরে থরে।
রাতারাতি পাঠাইতে রঘুর গোচরে।।
আপনি কুবের ধন দিলেন গণিয়া।
দূত গিয়া ভাণ্ডারেতে দিল ফেলাইয়া।।
জানায় রঘুরে নিদ্রাভঙ্গে দূত আসি।
কুবের পাঠায়ে দেছে ধন রাশি রাশি।।
শুনিয়া এ হেন কথা রঘুর উল্লাস।
প্রভাতে উঠিয়া দ্বিজে করিল সম্ভাষ।।
বিনয়ে কহেন রঘু ব্রাহ্মণ-কুমারে।
ভাণ্ডার সহিত স্বর্গ দিলাম তোমারে।।
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া মুনি ছুঁইল দুই কাণ।
চৌদ্দ কোটি মাত্র লব না লইব আন।।
ইহা ভিন্ন অন্য ধনে নাহি প্রয়োজন।
তব সম দাতা আর নাহিক রাজন।।
শুনিয়া দ্বিজের কথা গণিয়া তখন।
কোষাধ্যক্ষে স্বর্ণ দিতে বলিল রাজন।।
চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ তারে দিলেন গণিয়া।

শত শত জনে বোঝা দিলেন বান্ধিয়া।।
পরম আনন্দে দ্বিজ লয়ে রাশি ধন।
উত্তরিল ত্বরা করি গুরুর সদন।।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি আনন্দে তখন।
ধন লৈয়া গুরুকে করিল সমর্পণ।।
শিষ্যরে আনিতে হেরি চৌদ্দ কোটি সোণা।
গুরু বলে এত ধন দিল কোন্ জনা।।
শিষ্য বলে রঘুরাজা বড় পুণ্যবান।
করিলেন তিনি চৌদ্দ কোটি স্বর্ণদান।।
মুনি বলে বসি আমি গহন কাননে।
ধনতরে দস্যুগণ বধিবে জীবনে।।
এই ধন রাখ লয়ে ইন্দ্রের ভাণ্ডারে।
যজ্ঞকালে যেন ধন আনি দেন মোরে।।
শুনিয়া গুরুর বাক্য লইয়া সে ধন।
অমরাবতীতে যাত্রা করিল তখন।।
কাঞ্চন লইয়া গেল ইন্দ্রের সদনে।
সম্ভ্রমে উঠিল ইন্দ্র দেখিয়া ব্রাহ্মণে।।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পরে দ্বিজেরে সুধায়।
কি লাগি এসেছ হেথা কহ তা আমায়।।
দ্বিজ বলে গুরু পাঠাইলেন আমারে।
রঘু রাজা স্বর্ণদান দিল ভারে ভারে।।
সে মহামুনির ধন রাখহ ভাণ্ডারে।
এত বলি ধন তথা রাখে মুনিবরে।।
বাসব বলেন, বাপু সত্য কহ কথা।
উঞ্ছবৃত্তি করি সোণা পাইলেন কোথা।।
দ্বিজ বলে দক্ষিণা চাহিল স্বর্ণ গুরু।
আমাকে দিলেন রঘুরাজা কল্পতরু।।
রাম রাম বলি ইন্দ্র কাণে দিল হাত।
রঘু নাম না করিহ আমার সাক্ষাৎ।।
নিশাতে না যাই নিদ্রা রঘুর ভয়েতে।
অযোধ্যা নগরে সদা ভ্রমি ক্ষেতে ক্ষেতে।।
স্থানান্তরে নিয়া প্রভু রাখ এই ধন।
ধনের কারণে রঘু বধিবে জীবন।।
তাহারে চিনেছি আমি বহুদিন হতে।
তার সম বীর নাই এ তিন জগতে।।
ধন লৈয়া বরদত্ত গেল গুরুপাশে।
গুরু বলে রাখ নিয়া পর্ব্বত কৈলাসে।।
নিজ ধন দেখিয়া কুবের মনে হাসে।
গিয়াছে যাহার ধন আইল তার পাশে।।
রঘু ভূপতির যশ ত্রিভুবেন ঘোষে।
রচিলেন আদিকাণ্ড পণ্ডিত কৃত্তিবাসে।।

www.bengaliebook.com

অজ রাজার বিবাহ ও দশরথের জন্ম-বিবরণ

রঘু রাজ্য করে দশ হাজার বৎসর।
অজ নামে তনয় তাঁহার মনোহর।।
পুত্রের দেখিয়া রাজা প্রথম যৌবন।
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল বৈকুণ্ঠ-ভুবন।।
অজের সমান রাজা নাহিক সংসারে।
পুত্রের সমান পালে সমস্ত প্রজারে।।
মাথর রাজার কন্যা ইন্দুমতী নাম।
পরমা সুন্দরী সেই লাবণ্যের ধাম।।
ইচ্ছাবতী হইতে কন্যার গেল মন।
কহিল পিতার অগ্রে না করি গোপন।।
স্বয়ম্বরা হইতে আমার আছে মন।
সকল রাজারে আন কির নিমন্ত্রণ।।
যত যত মহারাজ পৃথিবীতে বৈসে।
মাথরের নিমন্ত্রণে সকলে আইলে।।
শুনিয়া এতেক বাণী, তখনি রাজন।
ভাটগণে চতুর্দ্দিকে করিল প্রেরণ।।
স্বয়ম্বরা হবে কন্যা, রূপসী পরমা।
ভাষায় প্রকাশি তার না মিলে উপমা।।
হেন রত্নে যেই জন কর অকিঞ্চন।
ত্বরায় করহ যাত্রা মাথর- ভবন।।
শুনিয়া ভাটের কথা পরম উল্লাসী।
পাইবারে সেই কন্যা সকলে প্রয়াসী।।
হেথায় মাথর-রাজ করিল শোভন।
স্বয়ম্বর-সভা যেন স্বরগ ভুবন।।
রাজার তনয় যত আসিতে লাগিল।
রাজা মহারাজ কত সভায় আসিল।।
প্রথম যৌবন কিবা দেখিতে সুন্দর।
সকলে আইল কেহ না রহিল ঘর।।
অযোধ্যা হইতে হৈল অজের গমন।
সভামধ্যে অজ গিয়া বসিল তখন।।
পশুর মধ্যেতে যেন বসিল কেশরী।
বসিল সকল রাজা অজ মধ্যে করি।।
রঘুর তনয় অজ দিলীপের নাতি।
পৃথিবী-মণ্ডলে যাঁর এক দণ্ডছাতি।।
প্রত্যেকে কহিতে নাম হইবে বিস্তর।
যত সব রাজা এল মাথরের ঘর।।
বসিল করিয়া সভা যত নৃপগণ।
তখন মাথর রাজা করে নিবেদন।।
এক কন্যা দানযোগ্যা আছে মম ঘরে।
আজ্ঞা কর সেই কন্যা আনি স্বয়ম্বরে।।
পরিণামে দ্বন্দ্ব যেন না হয় ঘটন।
তবে শীঘ্র আনি কন্যা এই নিবেদন।।
মম কন্যা বরমাল্য দিবেক যাঁহারে।
সবারে বিদায় দিয়া রাখিব তাঁহারে।।
ভাল ভাল কহিল সকল নৃপগণ।
শীঘ্র ইন্দুমতী আন করিয়া সাজন।।
হেথা যত সখীগণ, করিছে সাজন।
কত মত বেশ করে করিয়া যতন।।
কেশ আঁচড়িয়া তার বান্ধিল কুন্তল।
বিবিধ পুষ্পের মালা করে ঝলমল।।
কপালে সিন্দুর দিল, নয়নে কজ্জল।
চন্দ্রের সমান রূপ অতীব বিমল।।
ভালেতে অলকা দিল নাকেতে বেশর।
বিদ্যুৎবরণী বামা রূপের আকর।।
সুচিত্র বিচিত্র পরে পায়েতে পাশুলি।

বিধাতা গড়েছে যেন কনক পুত্তলী।।
সহচরীগণ সঙ্গে চলিল ঘেরিয়া।
মত্ত মজ-গতি রামা চলিল সাজিয়া।।
যেই জন করে ইন্দুমতী নিরীক্ষণ।
রূপের মোহেতে হরে তাহার চেতন।।
চেতন পাইয়া উঠি বলে নৃপগণ।
এ কন্যা যে পাবে তার সার্থক জীবন।।
কেহ বলে কন্যা মোরে করে নিরীক্ষণ।
কেহ বলে কন্যার আমাতে আছে মন।।
যারে পাছু করি কন্যা করয়ে গমন।
ভূমিতে পড়িয়া সেই যুড়িল রোদন।।
কেহ বলে মম সম কে আছে সুন্দর।
আমারে উপেক্ষা করি কোথা পাবে বর।।
কন্যা কি কুৎসিত রূপ দেখিল আমারে।
আমারে এড়িয়া সে ভজিবে কোন্ বরে।।
একে একে দেখিয়া যতেক রাজগণ।
অজের নিকটে আসি দিল দরশন।।
ধন পাইলে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি।
গলে মাল্য দিয়া বলে তুমি মম পতি।।
বরমাল্য দিয়া যদি কন্যা ঘরে গেল।
লজ্জিত হইয়া যত রাজা পলাইল।।
বনেতে আসিয়া সবে হয়ে এক মতি।
অজকে মারিতে যুক্তি করিল ভূপতি।।
এক্ষণে সবাই থাকি বনে লুকাইয়া।
অজে মারি ইন্দুমতী লইব কাড়িয়া।।
লুকাইয়া বনে তারা রহে স্থানে স্থান।
হেথায় মাথর রাজা করে কন্যাদান।।
কন্যাদান করে রাজা করিয়া কৌতুক।
নানা রত্ন অশ্ব হস্তী দিলেন যৌতুক।।
তিন দিন ছিল রাজা মাথরের ঘরে।
আর দিন যান রাজা অযোধ্যা-নগরে।।
ইন্দুমতী সহ রথে করি আরোহণ।
কত সেনা সঙ্গে রঙ্গে চলে অগণন।।
নিদ্রায় কাতর রাজা চলিতেছে রথ।
সেইকালে রাজগণ আগুলিল পথ।।
মার মার বলি সবে আগুলিল তথা।
ইন্দুমতী দেখিয়া করিল হেঁটমাথা।।
নিদ্রাতে বিহ্বল পতি জাগান কেমনে।
হুঙ্কার ছাড়িছে আসি যত রাজগণে।।
কেমনে বাঁচাবে স্বামী কান্দে ইন্দুমতী।
সে ক্রন্দনে জাগিলেক অজ মহারথী।।
চতুর্দ্দিকে চাহি হেরে রাজা অগণন।
বেড়িয়া তাঁহারে সবে করে আস্ফালন।।
রাজগণ ডাকে, তাহে ভীত নহে মন।
মলিন দেখিল ইন্দুমতীর বদন।।
ইন্দুমতী বলে, নাথ কি ভাব এখন।
দেখনা তোমাকে ঘেরিলেক নৃপগণ।।
তিন কোটি রাজা আছে পথ আগুলিয়া।
আমায় কাড়িয়া লবে তোমারে মারিয়া।।
অজ বলে প্রসন্ন করহ প্রিয়ে মুখ।
এক বাণে সবে মারি দেখহ কৌতুক।।
এক বাণ বিনা যদি দুই বাণ মারি।
রঘুর দোহাই তবে বৃথা অস্ত্র ধরি।।
এত বলি ধনু লৈয়া দাণ্ডাইল রথে।
অজে দেখি রাজগণ লাগিল গর্জ্জিতে।।
তিন কোটি ভূপতির করি তৃণজ্ঞান।
এড়িলেন অজ সে গান্ধর্ব্ব নামে বাণ।।
এক বাণে গন্ধর্ব্ব হইল তিন কোটি।

আপনা আপনি মরে, করে কাটাকাটি।।
গান্ধর্ব্ব বাণেতে রণে নাহি যায় আঁটা।
এক বাণে তিন কোটি রাজা গেল কাটা।।
তিন কোটি রাজা সেই যুদ্ধেতে মারিয়া।
অযোধ্যাতে গেল অজ ইন্দুমতী লৈয়া।।
অজ রাজা তনু তার প্রাণ ইন্দুমতী।
হইলেন কিছুকাল পরে গর্ভবতী।।
দশ মাস গর্ভ হৈল প্রসব সময়।
হইল তনয় যেন চন্দ্রের উদয়।।
রূপে গুণে দেখি যেন অভিনব কাম।
দশরথ বলিয়া রাখিল তার নাম।।
আমি দশরথের কি কব গুণগ্রাম।
যাঁর পুত্র হইলেন আপনি শ্রীরাম।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
গান দশরথের উৎপত্তি বিবরণ।।

www.bengaliebook.com

দশরথের রাজা হওন বিবরণ

এক বর্ষ বয়ঙ্ক যখন দশরথ।
পুত্রে শোয়াইয়া দোঁহে সাধে মনোরথ।।
পুষ্পবনে ক্রীড়া করে হাস্য পরিহাসে।
নারদ চলিয়া যান উপর আকাশে।।
পারিজাত মালা ছিল তাঁহার বীণায়।
বাতাসে উড়িয়া পড়ে ইন্দুতী গায়।।
পারিজাত যখন হইল পরশন।
ইন্দুমতী ছাড়িলেন তখনি জীবন।।
প্রাণ ছাড়ি ইন্দুমতী গেল স্বর্গপুরে।
কাঁদে অজ, লোচন ভরিল তাঁর নীরে।।
কোথা গেলে প্রেমময়ী ত্যজিয়ে আমায়।
কেমনে রহিব আমি একাকী হেথায়।।
তুমি নয়নের মণি মম কণ্ঠহার।
ব্যাকুলিত প্রিয়ে আমি বিহনে তোমার।।
কত বা কহিব সেই রাজার বিলাপ।
না পারে সহিতে ইন্দুমতীর সন্তাপ। ।
সেই পারিজাত মারে আপনার গায়।
দুইজন মুক্ত হয়ে স্বর্গপুরে যায়। ।
নর্ত্তক নর্ত্তকী ছিল দোঁহে স্বর্গপুরে।
শাপভ্রষ্ট জন্মিয়াছিলেন ভূমি পরে।।
দুই জন যখন গেলেন স্বর্গপথ।
এক বর্ষ বয়স্ক তখন দশরথ।।
অল্পকালে পিতা মাতা মরিল দুজন।
দেখিয়া চিন্তিত যে বশিষ্ঠ তপোধন। ।
সেই পুত্র লৈয়া গেল ঘরে আপনার।
পড়াইল নানা শাস্ত্র শাস্ত্র-অনুসার।।
হইলেন পঞ্চবর্ষ বয়স্ক যখন।
লইলেন আপনি পৈত্রিক সিংহাসন।।
ভৃগুরাম মুনি তাঁরে অস্ত্র দিল দান।
যত্ন করি শিখাইল শব্দভেদী বাণ।।
রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর।
পুত্রতুল্য পালে প্রজা মহাধনুর্দ্ধর।।
রাজার বয়স হৈল পনর বৎসর।
আদিকাণ্ড রচে কৃত্তিবাস কবিবর।।

www.bengaliebook.com

রাজা দশরথের সহিত কৌশল্যার বিবাহ

দশরথ মহারাজ জন্ম সূর্য্যবংশে।
সর্ব্বগুণেশ্বর রাজা সকলে প্রশংসে।।
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সবার উপর।
বিবাহ না হয় বয়ঃ ত্রিংশৎ বৎসর।।
দৈবের ঘটনে হল রাজার নির্ব্বন্ধ।
হেনকাল ঘটে তাঁর বিবাহ সম্বন্ধ।।
কোশলের রাজা যে কোশল দণ্ডধর।
কৌশল্যা নামেতে কন্যা আছে তাঁর ঘর।।
কৌশল্যার রূপ রাজা দেখিয়া ভাবিত।
কারে কন্যা দিব বলি রাজা সুচিন্তিত।।
পুরোহিত ব্রাহ্মণেরে কহিল সত্বর।
দশরথে আনিবারে যাহ দ্বিজবর।।
আমার সংবাদ কহ রাজার গোচরে।
কৌশল্যা নামেতে কন্যা সমর্পিব তাঁরে।।
তাঁহা বিনা কৌশল্যার বর নাহি দেখি।
দশরথে দিয়া কন্যা হইব যে সুখী।।
সংবাদ লইয়া বিপ্র চলিল সত্বর।
শীঘ্রগতি গেল দ্বিজ অযোধ্যা- নগর।।
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম।
আশিস্ করিয়া কহে আপনার নাম।।
কৌশল দেশেতে ঘর রাজ-পুরোহিত।
তোমারে লইতে রাজা আমি নিয়োজিত।।
পরমা সুন্দরী কন্যা আছে তাঁর ঘরে।
কৌশল্যা নামেতে তাঁকে দিবেন তোমারে।।
তব তুল্য রূপ আর নাহি কোন দেশে।
তোমারে দিবেন তাঁরে মনের আবেশে।।
রাজার সংবাদ এই জানানু তোমারে।
বিবাহ করিতে চল কৌশলের ঘরে।।
এতেক শুনিয়া রাজা সংবাদ বচন।
পাত্রবর্গ লৈয়া রাজা করেন মন্ত্রণ।।
যাবৎ বিবাহ করি নাহি আসি ঘরে।
তাবৎ পালিহ রাজ্য অযোধ্যা-নগরে।।
রথ লৈয়া যোগাইল রথের সারথি।
সেনাগণ সঙ্গে রাজা চলে শীঘ্রগতি।।
নানা বাদ্য বাজে নাচে বিদ্যাধরীগণ।
তুরী ভেরী ঝাঁঝরী তা না যায় গণন।।
পাখোয়াজ পঞ্চাশ সহস্র পরিমাণ।
তিন কোটি শিঙ্গা বাজে অতি খরসান।।
বাজে শত কোটি শঙ্খ আর ঘন্টাজাল।
ভোরঙ্গ সহস্র কোটি শুনিতে রসাল।।
সহস্র সানাই বাজে যম্ফ কোটি কোটি।
ত্রিশ সহস্র দামামায় ঘন পড়ে কাঠি।।
তবল বিশাল বাদ্য বাজে জয়ঢোল।
মহাপ্রলয়ের কালে যেন গণ্ডগোল।।
বাদ্যভাণ্ড মহাকাণ্ড করিল প্রচুর।
রথবেগে গেল রাজা কোশলের পুর।।
পাইয়া তাঁহার বার্তা কোশলের রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া করে নৃপতির পূজা।।
রাজা কন্যাদান করে শাস্ত্র-ব্যবহারে।
আমোদ করিল রামাগণ স্ত্রী-আচারে।।
শুভক্ষণে দুইজনে শুভদৃষ্টি করে।
উভয়ের রূপে ধরা কত শোভা ধরে।।
নানা রত্ন দিয়া রাজা করিল সম্মান।
আপনি অর্দ্ধেক রাজ্য দিলা অধিকার।।
বিলাইতে দিল রাজা অনেক ভাণ্ডার।
কৌশল্যা লইয়া রাজা আসিলেন বাস।
আদিকাণ্ড গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।

দশরথের সহিত কৈকেয়ীর বিবাহ

গিরিরাজ নগরেতে কেকয়ের ঘর।
সুখে রাজ্য করে রাজা অনেক বৎসর।।
কৈকেয়ী নামেতে কন্যা পরমা সুন্দরী।
তাঁর রূপে আলো করে সেই রাজপুরী।।
স্বয়ম্বর হবে কন্যা হেন আছে মন।
পৃথিবীর রাজারে করিল নিমন্ত্রণ।।
দূত যায় দশরথে আনিতে সত্বর।
শীঘ্রগতি গেল দূত অযোধ্যা- নগর।।
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা প্রণাম করিল।
আশিস্ করিয়া দ্বিজ কহিতে লাগিল।।
গিরিরাজ নগরেতে আমার বসতি।
রাজকন্যা স্বয়ম্বরা হবে নরপতি।।
রাজগণ আসিয়াছে তথায় প্রচুর।
চল শীঘ্র রাজা তুমি গিরিরাজ-পুর। ।
স্বয়ম্বর-স্থান যে করিল সুশোভন।
সংবাদ পাইয়া রাজা চলিল তখন।।
রথযোগে দশরথ গেল সভাস্থানে।
সভা করে রাজগণ বসেছে সেখানে।।
স্বয়ম্বর-স্থানে এল কৈকেয়ী সুন্দরী।
তাঁর রূপে আলো করে গিরিরাজ-পুরী। ।
কৈকেয়ীরে দেখি সবে করে অনুমান।
আইল কি বিদ্যাধরী স্বয়ম্বর-স্থান।।
কিম্বা রম্ভা উর্ব্বশী আইল তিলোত্তমা।
ত্রিভুবনে নিরুপমা কি দিব উপমা।।
পূর্ব্বে রাজকন্যা যেন ছিল ইন্দুমতী।
সেই যেন বরিলেক অজ মহামতি।।
তাঁহার রূপের কথা গেল দেশে দেশে।
বিবাহার্থ রাজগণ এলেন হরিষে।।
ইন্দুমতী বরিলেক অজ মহারাজে।
সব রাজা গেল দেশে পড়িয়া সে লাজে। ।
পরম সুন্দর রাজা রাজ-চক্রবর্ত্তী।
দশরথ তুল্য নাহি ভূমিতে ভূপতি।।
দশরথ থাকিতে বরিবে কোন্ জনে।
এই যুক্তি অধোমুখে করে রাজগণে।।
প্রত্যেক দেখিল কন্যা সব রাজগণে।
সবারে ভুলিল দশরথ দরশনে।।
ধন পাইয়া তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি।
গলে মাল্য দিয়া বলে তুমি মম পতি। ।
দশরথ ভূপতির গলে মাল্য দোলে।
লজ্জায় ভূপতিগণ মাথা নাহি তোলে। ।
রাজগণ বলে কন্যা বড় বিচক্ষণা।
দশরথ থাকিতে বরিবে কোন্ জনা।।
রাজগণ পরস্পর করিয়া সম্মান।
বিদায় হইয়া গেল নিজ নিজ স্থান।।
কন্যাদান করে রাজা পরম কৌতুকে।
মন্থরা নামেতে চেড়ী দিলেন যৌতুকে।।
পৃষ্ঠে ভার কুঁজের, নড়িতে নারে বুড়ী।
ক্ষতি করে তার, যার কাছে থাকে চেড়ী।।
মাণিক মুকুতা রাজা পাইল বিস্তর।
অশ্বযোগে নিজ দেশে চলিল সত্বর।।
কৈকেয়ী লইয়া রাজা আসে নিজ দেশে।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে।।

www.bengaliebook.com

রাজা দশরথের সহিত সুমিত্রাদির বিবাহ ও সর্ব্বদা স্ত্রী সংসর্গে থাকাতে রাজ্যে শনির দৃষ্টি

কৌশল্যা কৈকেয়ী এই সপত্নী উভয়।
উভয়ে লইয়া ক্রীড়া করে মহাশয়।।
সিংহল রাজ্যের যে সুমিত্র মহীপতি।
সুমিত্রা তনয়া তাঁর অতি রূপবতী।।
কন্যারে দেখিয়া রাজা ভাবে মনে মন।
কন্যাযোগ্য বর কোথা পাইব এখন।।
রাজচক্রবর্ত্তী দশরথ লোকে জানে।
রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কাঁপে যাঁর নাম শুনে।।
ব্রাহ্মণে ডাকিয়া রাজা কহিল সত্বর।
দশরথে আন গিয়া অযোধ্যা- নগর।।
রাজার আজ্ঞায় দ্বিজ চলিল হরিষে।
শীঘ্রগতি গেল সেই অযোধ্যার দেশে। ।
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম।
আশিস্ করিয়া দ্বিজ কহে নিজ নাম।।
সিংহল দেশের আমি রাজ-পুরোহিত।
তোমারে লইতে রাজা আমি উপস্থিত।।
রাজকন্যা সুমিত্রা যে পরমা সুন্দরী।
তাঁর রূপে আলো করে সিংহল নগরী।।
সম রূপ রাজকন্যা নাহি কোন দেশে।
তোমারে দিবেন রাজা পরম হরিষে।।
শুনিয়া কন্যার কথা হৃষ্ট দশরথ।
হইতে সুমিত্রাপতি ছিল মনোরথ।।
কৌশল্যা কৈকেয়ী পাছে জানে দুই জন।
মৃগয়ার ছলে রাজা করিল গমন।।
নানা বাদ্যে দশরথ চলে কুতূহলে।
উত্তরিল গিয়া রাজা নগর সিংহলে।।
বার্ত্তা শুনি হরষিত সিংহলের রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করিলেন পূজা।।
দেখি দশরথের লাবণ্য মনোহর।
লোকে বলে বিধি দিল কন্যাযোগ্য বর।।
নান্দীমুখ করি দোঁহে বিশেষ হরিষে।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ দুইজনে করে অবশেষে।।
গোধূলিতে দুই জনে শুভদৃষ্টি করে।
দোঁহাকার রূপে আলো বসুমতী করে।।
কুসুম-শয্যায় রাজা শয়ন করিল।
নিদ্রার আলসে প্রায় অচেতন হৈল।।
শয্যা ছাড়ি উঠে দশরথ নৃপবর।
শয্যার উত্থান কৌড়ি দিলেন বিস্তর।।
বাসি বিয়া সেই স্থানে কৈল দশরথ।
যৌতুক পাইল বহু ধন মনোমত।।
বিদায় হইল নৃপ রাজার সাক্ষাতে।
সুমিত্রার রূপে নৃপ চড়ে নিজ রথে। ।
সুমিত্রার রূপে নৃপ মদনে মোহিত।
অধৈর্য্য হইয়া প্রায় হইল মূর্চ্ছিত।।
বিলম্ব না সহে রাজা করে ইচ্ছাচার।
রথের উপরে রাজা করেন শৃঙ্গার।।
বাসি বিয়ার পরদিন হয় কালরাতি।
স্ত্রী-পুরুষ এক ঠাঁই না থাকে সংহতি।।
কালরাত্রে যে নারীকে করে পরশন।
সেই স্ত্রী দুর্ভাগা হয় না হয় খণ্ডন।।
সুমিত্রা লইয়া রাজা আসি নিজ দেশে।
অন্তঃপুরে প্রবেশিল পরম হরিষে।।
কৌশল্যা কৈকেয়ী তারা রাণী দুইজন।
সুমিত্রার রূপ দেখি ভাবে মনে মন। ।

সুমত্রা মজাবে রূপে ভূপতির চিত।
আর না চাহিবে আমা সবাকার ভিত।।
নিরবধি সেবে তাঁরা পার্ব্বতী শঙ্কর।
সুমিত্রা দুর্ভাগা হক মাগে এই বর।।
তিন রাণী লৈয়া রাজা আছে কুতূহলে।
সুখে রাজ্য করে বহুকাল ভূমণ্ডলে। ।
পুত্রহীন মহারাজ মনে দুঃখ দাহ।
করিলেন সাত শত পঞ্চাশ বিবাহ।।
সাত শত পঞ্চাশের মুখ্যা তিন গণি।
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সতিনী।।
তার মধ্যে সুমিত্রা যে পরমা সুন্দরী।
তাঁর রূপে আলো করে অযোধ্যা-নগরী। ।
হেন স্ত্রী দুর্ভাগা হৈল রাজার বিষাদ।
কালরাত্রি দোষে হৈল এতেক প্রমাদ। ।
প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীরে দেখে।
দিবা রাত্রি দশরথ তাঁরে লৈয়া থাকে।।
এ তিনের ভাগ্য কত বর্ণিব সম্প্রতি।
তা সবার গর্ভে জন্ম লবেন শ্রীপতি।।
সতত ভাসেন রাজা সুখের সাগরে।
দৈবে অনাবৃষ্টি হৈল অযোধ্যা-নগরে।।
রোহিণীতে বৃষে হৈল শনির গমন।
সে কারণে বৃষ্টি নাহি হয় বরিষণ।।
কৌতুকে থাকেন রাজা ভার্য্যে-সম্ভাষণে।
রাজ্যেতে প্রমাদ হৈল ইহা নাহি জানে।।
সকল অযোধ্যা রাজ্যে হইল আপদ।
হেনকালে আইলেন তথায় নারদ।।
পাদ্য অর্ঘ্য দেন রাজা বসিতে আসন।
মুনিরে করিয়া পূজা বসিল রাজন।।
নারদ বলেন নৃপ করি নিবেদন।
আইলাম তোমারে করিতে বিজ্ঞাপন।।
ইন্দ্রের বৃষ্টিতে বাঁচে সকল সংসার।
তব রাজ্যে অনাবৃষ্টি দুঃখ সবাকার।।
কামিনী লইয়া রাজা করিতেছ সুখ।
নরকে ডুবিলা, প্রজাগণ পায় দুঃখ।।
রাজা বলে, কারে আমি নাহি করি দণ্ড।
কি কারণে মন্দ মোরে বলে রাজ্যখণ্ড।।
দুঃখ পায় প্রজাগণ নিজ কর্ম্মফলে।
কোন্ দোষে প্রজাগণ মোরে মন্দ বলে।।
নারদ বলেন, শুন নৃপ-চূড়ামণি।
রোহিণী নক্ষত্রে দৃষ্টি দিয়া গেল শনি।।
এই হেতু অনাবৃষ্টি হইল রাজ্যেতে।
প্রজাগণ দুঃখ পায় সেই কারণেতে।।
এত বলি করিলেন নারদ গমন।
রথে চড়ি রাজ্য দেখি বেড়ায় রাজন।।
গেলেন উত্তরদিকে গহন কানন।
জলজন্তু দেখে রাজা পশু পক্ষিগণ।।
নদ নদী দেখে রাজা নাহি তাহে জল।
দীঘি সরোবর দেখে, শুষ্ক সে সকল।।
বেলা অবসানে রাজা বসে বৃক্ষতলে।
শারী শুক পক্ষী আছে সেই বৃক্ষডালে।।
শেষরাত্রি হইল পক্ষীর নিদ্রা ভাঙ্গে।
পক্ষিণী কহিল কথা পক্ষিরাজ সঙ্গে।।
বহুকাল হৈল মোরা এই বনবাসী।
কত আর পাব কষ্ট নিত্য উপবাসী।।
সূর্য্যবংশ রাজ্যে কভু দুঃখ নাহি জানি।
চৌদ্দবর্ষ অনাহার নাহি পাই পানি। ।
অনাবৃষ্টি হেতুতে বৃক্ষেতে নাহি ফল।
নদ নদী সরোবর তাহে নাহি জল।।

ভূপতি হইয়া রাজ্যে চেষ্টা নাহি করে।
রাত্রি দিন স্ত্রী লইয়া থাকে অন্তঃপুরে।।
কষ্ট পাই আর কত থাকি অনাহারে।
অতএব চল প্রভু যাই স্থানান্তরে।।
পক্ষিরাজ বলে প্রিয়ে শুন মোর বাণী।
তোমার বচনে কি ছাড়িব অরণ্যানী।।
সত্যযুগ হৈতে মোর এই বনে বাস।
গোঁয়াইনু এই বনে পুরুষ পঞ্চাশ।।
মোর দুঃখ নহে, দুঃখ হয়েছে সংসারে।
এই দুঃখে আছে রাজা দুঃখিত অন্তরে।।
এইখানে জন্ম মোর এখানে মরণ।
তোর বোলে ছাড়িতে নারিব এই বন।।
পক্ষিণী বলয়ে পক্ষী শুন বিবরণ।
পাতকীর রাজ্যে থাকি হারাবে জীবন। ।
জল বিনা শ্বাসগত ব্যাকুলিত প্রাণ।
সমুদ্রের তীরে গিয়া করি জলপাণ।।
এই কথাবার্ত্তা তারা করে দুইজনে।
বৃক্ষতলে থাকি তাহা দশরথ শুনে।।
রাজা বলে নারদের বচন প্রত্যক্ষ।
পক্ষী মোরে নিন্দা করে পেয়ে উপলক্ষ।।
বুঝিলাম ইন্দ্ররাজ বড়ই চতুর।
মুখে এক কহে যে, অন্তরে করে দূর। ।
মম পিতামহ যেই রঘু নাম ধরে।
ইন্দ্রে আনি খাটাইল অযোধ্যা-নগরে।।
তবে আজি হয় মম দশরথ নাম।
ইন্দ্রেরে বান্ধিয়া আনি যদি নিজ ধাম।।
রজনী প্রভাত করে রাজা মনোদুঃখে।
প্রভাত হইলে রাজা দুই পক্ষী দেখে।।
পক্ষী বলে পাপিনী পক্ষিণী শুন বাণী।
রাজারে নিন্দিলা কেন হইয়া পক্ষিণী।।
সকল যে দশরথ শুনিয়াছে কাণে।
শব্দভেদী বাণে রাজা মারিবে পরাণে।।
পক্ষীর পরাণ ফাটে এতেক বলিয়া।
ডিম্ব লয়ে ঠোটেতে আকাশে উঠে গিয়া।।
পক্ষী পলাইয়া যায় পাইয়া তরাস।
ঊর্দ্ধবাহু করি রাজা করে আশ্বাস। ।
দররথ বলে, পক্ষী না পলাও ডরে।
ফিরিয়া আসিয়া বৈস বাসার উপরে।।
স্ত্রীর বাক্যে অপরাধ নাহিক তোমার।
তোমার বচনে জ্ঞান হইল আমার।।
এই বনে যত আম্র কাঁঠালের ভার।
আজি হৈতে তোমার দিলাম অধিকার।।

ইন্দ্র ও শনির নিকট রাজা দশরথের যুদ্ধযাত্রা এবং জটায়ুর সহিত মিত্রতা

পক্ষী সম্বোধিয়া রাজা রাখি বাসা ঘরে।
আপনি গেলেন পরে ইন্দ্রের নগরে।।
স্বর্গেতে যাইয়া রাজা দেবের সমাজে।
কোথা ইন্দ্র বলিয়া ডাকেন দেবরাজে।।
তর্জ্জন করেন দশরথ মহারাজ।
রণং দেহি রণং দেহি কোথা সুররাজ।।
দেবেরা বলেন, রাজা ক্রোধ কি কারণ।
তব সঙ্গে বাসব না করিবেন রণ।।
ভূপতি বলেন, মম রাজ্যে নাই বৃষ্টি।
অনাবৃষ্টি হেতু মোর নষ্ট হৈল সৃষ্টি।।
মম রাজ্যে বৃষ্টি নাহি হয় কোন্ কাজে।
অনাবৃষ্টি হেতু যত প্রজাগণ মজে।।
চৌদ্দবর্ষ অনাবৃষ্টি নাহি হয় ধন।
প্রজাগণ দুঃখে মরে করে অপমান।।
সুবৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি রাখুন সম্প্রতি।
নতুবা জিনিয়া লব এ অমরাবতী।।
এতেক শুনিয়া যান যত দেবগণ।
ইন্দ্রকে কহেন তাঁরা সব বিবরণ।।
বাসব বলেন, রাজা এল কি কারণে।
মনুষ্য হইয়া নিন্দে শঙ্কা নাহি মনে।।
দেবেরা বলেন ইন্দ্র ত্যজ অহঙ্কার।
রাজার যুদ্ধেতে কারো নাহিক নিস্তার।।
শব্দভেদী বাণ রাজা শব্দমাত্র হানে।
তার সনে যুদ্ধ করে মরিবে আপনে।।
যাবৎ মনেতে রাজা নাহি পায় তাপ।
রাজার সহিত কর মধুর আলাপ।।
দেবতার বাক্য ইন্দ্র নাহি করে আন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর করেন সম্মান।।
কহিলেন দশরথ করি সম্বোধন।
মম রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয় কি কারণ। ।
বাসব বলেন রাজা শুন এক চিত্তে।
পড়িল শনির দৃষ্টি রোহিণী নক্ষত্রে।।
ছাড়াইতে পার যদি রোহিণীতে দৃষ্টি।
হইবে তোমার দেশে তবে মহাবৃষ্টি।।
চলিলেন দশরথ ইন্দ্রের বচনে।
রথ চালাইয়া যান শনির সদনে।।
শনি কোথা বলি রাজা ডাকিলেন তায়।
বাহির হইয়া শনি সম্মুখে দাঁড়ায়।।
দৃষ্টিমাত্র শনির ছিড়িল রথ দড়া।
আকাশ হইতে পড়ে তার অষ্ট ঘোড়া।।
ছিঁড়িল রথের দড়া নাহি পায় স্থল।
পাকে পাকে পড়ে রথ করে টলমল।।
চক্রবৎ ফিরে রথ গগন উপরে।
হেন জন নাহি যে রাজারে রক্ষা করে।।
জটায়ু নামেতে পক্ষী উড়ে অন্তরীক্ষে।
আকাশে থাকিয়া পক্ষী রথখান দেখে।।
ভূমিতে পড়িবে রাজা না পাইয়া স্থল।
রাজার হইবে চূর্ণ শরীর সকল।।
হেনকালে করি যদি রাজার উদ্ধার।
ঘুষিতে থাকিবে যশ আমার অপার।।
দশরথ মহারাজ ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান।
হেন রাজা ত্যজে প্রাণ মম বিদ্যমান। ।
কাতর হইবে রাজা পড়িলে ভূমিতে।
ইহা ভাবি পক্ষিরাজ দুই পাখা পাতে।।
পাখা পাতি রহিল জটায়ু মহাবীর।

হইলেন তাহার উপরে রাজা স্থির।।
স্থির হৈয়া দশরথ রথে যোড়ে ঘোড়া।
ধ্বজা আর পতাকা বান্ধেন যোড়া যোড়া।।
সারথি ঘোড়ার গায় মারিলেক ছাট।
আরবার চলে ঘোড়া আকাশের বাট।।
রাজা বলিলেন, রথ রাখ এইখানে।
রাখিল আমার প্রাণ এই কোন্ জনে।।
রঘু পিতামহ, কিবা সেই অজ পিতা।
এমন বিপদে কেবা আমার রক্ষিতা।।
তুলিলেন পক্ষিরাজে রথের উপরে।
মধুর সম্ভাষে রাজা জিজ্ঞাসেন তারে।।
আছাড় খাইয়া পড়িতাম ভূমিতলে।
করিলা আমারে রক্ষা তুমি হেনকালে।।
কোন্ দেশে থাক তুমি কাহার নন্দন।
পরিচয় দেহ মোরে তুমি কোন্ জন।।
পক্ষিরাজ বলিলেন, আমি পক্ষীজাতি।
মম জ্যেষ্ঠ ভাই পক্ষী ভূপতি সম্পাতি।।
জটায়ু আমার নাম গরুড় নন্দন।
অন্তরীক্ষে ভ্রমি আমি উপর গগন।।
আছাড় খাইয়া পড় দেখিয়া রাজন।
পাখা পাতি রাখিলাম তোমার জীবন।।
দশরথ বলিলেন, তুমি মোর মিত্র।
প্রাণদান দিলা মম কি কব চরিত্র।।
তারপর রথ কাষ্ঠ খসাইয়া আনি।
জ্বালিলেন ঘৃতসহ নৃপতি আগুনি।।
উভয়ে মিত্রতা করে অগ্নি করি সাক্ষী।
হইল রাজার মিত্র সে জটায়ু পক্ষী।।
জটায়ু পক্ষীর কথা শুনে যেই জন।
সর্ব্বত্র তাহারে রাখে দেব নারায়ণ।।
বিদায় করিয়া পক্ষী গেল সেই দেশে।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে।।

www.bengaliebook.com

রাজা দশরথের পুনর্ব্বার শনির নিকটে গমন ও শনি কর্ত্তৃক গণেশের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন এবং দশরথকে বরদান

পুনশ্চ গেলেন রাজা শনির ভবনে।
রাজারে দেখিয়া শনি অতি ভীত মনে।।
শনি বলে, দশরথ আইলা আরবার।
তুমি সে আমার দৃষ্টে পাইলা নিস্তার।।
দশরথ তুমি সূর্য্যবংশের ভূষণ।
নিবেন তোমার ঘরে জন্ম নারায়ণ।।
রাজচক্রবর্ত্তী তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
তেকারণে মোর দৃষ্টে পাইলা নিস্তার।।
মুদিয়া নয়ন শনি দশরথে বলে।
সম্মুখ ছাড়িয়া তুমি আইস পৃষ্ঠমূলে।।
কোপদৃষ্টে সুদৃষ্টে যাহার পানে চাই।
শরীরের কাজ থাক হৈয়া যায় ছাই।।
পূর্ব্বকথা কহি রাজা তাহে দেহ মন।
যেমতে শিবের পুত্র হৈল গজানন।।
জন্মিলেন গণপতি গৌরীর নন্দন।
দেখিতে গেলেন তথা যত দেবগণ।।
দেবগন বলে দেবী তোমার আদেশে।
আইল সকল দেব শনি না আইসে।।
দূত পাঠাইয়া দিল আমার গোচর।
দেখিতে গেলাম পুত্র কৈলাস শিখর।।
শুভদৃষ্টে গিয়া যেই মুখপানে চাই।
সবে বলে গণেশের মুণ্ড দেখি নাই।।
তা দেখিয়া দেবগণ হইল বিস্মিত।
পার্ব্বতীর মনোদুঃখ, মহেশ চিন্তিত।।
পার্ব্বতী বলেন, হেথা আছে দেবগণ।
আমার পুত্রের মুণ্ড নিল কোন্ জন।।
দেবগণ বলেন শুনহ বিশ্বমাতা।
শনির দৃষ্টিতে ভস্ম গণেশের মাথা।।
দেবতার বাক্য শুনি রুষিয়া ভবানী।
আমারে বধিতে যান হয়ে শূলপাণি।।
পলাইয়া যাই আমি স্থান নাহি পাই।
দেবতার আড়ালেতে তখনি লুকাই।।
শূলহস্তে আইলেন দেবী মহাকোপে।
পার্ব্বতীর কোপ দেখি দেবগণ কাঁপে।।
তখন দেবতাগণ করিছে স্তবন।
আপনি সৃজিলা শনি মার কি কারণ।।
তুমি আদ্যাশক্তি মাতা জগতের গতি।
তোমার মহিমা বলে কাহার শকতি।।
আপনি দিয়াছ বর পরম কৌতুকে।
শনি যারে দেখে তার মাথা নাহি থাকে।।
পাইয়া তোমার বর তোমাতে পরীক্ষা।
তুমি যদি মার তারে কে করিবে রক্ষা।।
শনিকে মারহ কেন বিধাতা বলেন।
স্থির হও জীয়াইব তোমার নন্দন।।
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা তবে পবনেরে।
মুণ্ড কাটি আন যেবা উত্তর শিয়রে।।
গঙ্গানীর খাইয়া ইন্দ্রের ঐরাবত।
উত্তর শিয়রে শুয়েছিল নিদ্রাগত।।
কাটিয়া তাহার মুণ্ড আনিল পবন।
রক্ত মাংস জীয়াইল, হৈল গজানন।।
শরীর নরের মত বদন করীর।
দেখিয়া হইল বড় দুঃখ পার্ব্বতীর।।
সকল দেবের পুত্র দেখিতে সুন্দর।
গজমুখ বসিবেক তাহার ভিতর।।

বিরিঞ্চি বলেন করি গণেশের রাজা।
আগে গণেশের পূজা পিছে অন্য পূজা।।
গণেশ থাকিতে যেবা অন্য দেব পূজে।
পূর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট তার হয় সব কাজে।।
ঐরাবত-মুণ্ডে জীয়াইল লম্বোদয়।
হস্তীর শোকেতে কান্দি কহে পুরন্দর।।
উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া আর ঐরাবত হাতী।
এ সব সম্পদে মম নাম সুরপতি।।
আজ্ঞা করিলেন চতুর্ম্মুখ পবনেরে।
মুণ্ড কাটি আন যেবা পশ্চিম শিয়রে।।
পশ্চিম শিয়রে শুয়ে শ্বেতহস্তী যথা।
পবন কাটিয়া আনি দিল তার মাথা।।
প্রাণ পেয়ে ঐরাবত গেল নিজ ঘরে।
হেলায় আলস্য নাই পশ্চিম শিয়রে।।
দেবীরে বিদায় করি গেল দেবগণে।
গণেশের জন্ম শনি কহিল রাজনে।।
শুভদৃষ্টে কোপদৃষ্টে যার পানে চাই।
আমার দৃষ্টিতে কেহ রক্ষা পাবে নাই।।
মনুষ্য হইয়া তুমি এস বারে বার।
সূর্য্যবংশে জন্ম হেতু পাইলা নিস্তার।।
সূর্য্যবংশ-জাত আমি সূর্য্যের কুমার।
এক বংশে জন্ম তেঁই পাইলা নিস্তার।।
কি কারণে আসিয়াছ তুমি মম পাশ।
বর চাহ তোমার পূরাব অভিলাষ।।
তখন বলেন দশরথ যশোধন।
রোহিণীতে তব দৃষ্টে নহে বরিষণ।।
শনি বলে আজি হৈতে ছাড়িব রোহিণী।
অবিলম্বে দেশে চলি যাহ নৃপমণি।।
আজি হৈতে তব রাজ্যে হবে বরিষণ।
ঘুষিবে তোমার যশ এ তিন ভুবন।।
রোহিণী বৃষভ রাশি হবে যেই জন।
সেই রাজ্যে হবে না আমার আগমন।।
হইয়া রাজারে তুষ্ট শনি দিল বর।
চলিলেন রাজা ইন্দ্র নিকটে সত্বর।।
সভাতে বসিয়া ইন্দ্র লয়ে দেবগণে।
দশরথ বসিলেন তাঁর একাসনে।।
কহিলেন সে সব বৃত্তান্ত পুরন্দরে।
শনিকে প্রসন্ন করিলেন যে প্রকারে।।
শুনিয়া রাজার কথা দেবরাজ ভাষে।
এক্ষণে হইবে বৃষ্টি তুমি যাও দেশে।।
সাত দিন বৃষ্টি মাত্র ঝড় না করিব।
তোমার রাজ্যেতে জল যথাকালে দিব।।
বিদায় হইয়া রাজা গেলেন স্বদেশে।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে।।

মৃগজ্ঞানে রাজা দশরথ কর্ত্তৃক অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুবধ বিবরণ

অনুজ্ঞা করিল ইন্দ্র চারি জলধরে।
সাত দিন বৃষ্টি কর অযোধ্যা নগরে। ।
আবর্ত্ত সম্বর্ত্ত দ্রোণ আর যে পুষ্কর।
চারি মেঘে বৃষ্টি করে পৃথিবী উপর।।
নদ নদী সরোবর পূর্ণ হৈল জল।
অনাবৃষ্টি ঘুচিল বৃক্ষেতে হৈল ফল।।
জীবন পাইয়া সব জীবের সমৃদ্ধি।
তপস্যার অন্তে যেন মনোরথ সিদ্ধি। ।
দান ধ্যান সদা করে রাজ্যে প্রজাগণ।
সুখে রাজা রাজ্য করে সম্পদভাজন।।
রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর।
রাজার বয়স নয় হাজার বৎসর।।
সাত শত পঞ্চাশ যে নৃপতি-রমণী।
কারো পুত্র নাহি রাজা বড় অভিমানী।।
ভার্গব রাজার কন্যা ছিল একজন।
তার গর্ভে এক কন্যা জন্মিল তখন।।
পরমা সুন্দরী কন্যা অতি সুচরিতা।
স্বর্ণমূর্ত্তি দেখি নাম রাখে হেমলতা।।
লোমপাদ রাজা দশরথের যে সখা।
অঙ্গদেশে বসতি ধনের নাহি লেখা।।
জন্মিয়াছে সুতা দশরথের শুনিয়া।
লোমপাদ আনে তাঁরে লোক পাঠাইয়া।।
সত্য ছিল পূর্ব্বেতে করিতে নারে আন।
মহা পুণ্যবান রাজা ধর্ম্ম অধিষ্ঠান।।
কন্যা চলে লোমপাদ ভূপতির ঘরে।
দশরথ রাজত্ব করেন নিজ পুরে।।
দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে না হয় খণ্ডন।
মৃগয়া করিতে রাজা করেন গমন।।
হস্তী ঘোড়া রাজার চলিল শতে শতে।
মৃগ অন্বেষিয়া রাজা বেড়ান বনেতে। ।
ভ্রমিয়া বেড়ান রাজা নিবিড় কানন।
অন্ধকের তপোবনে গেলেন তখন।।
শ্রমযুক্ত হইয়া বসেন বৃক্ষতলে।
দিব্য সরোবর দেখলেন সেই স্থলে।।
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু নাম ধরে।
কলসীতে ভরে জল সেই সরোবরে।।
কলসীর মুখ করে বুক্ বুক্ ধ্বনি।
রাজা ভাবে জলপান করিছে হরিণী।।
পাতা লতা খাইয়া এসেছে সরোবর।
ইহা ভাবি বধিতে যুড়েন ধনুঃশর।।
শব্দভেদী বাণ রাজা শব্দমাত্র হানে।
মুনি-পুত্রোপরে বাণ এড়ে সেইক্ষণে।।
মৃগজ্ঞানে বাণ হানে রাজা দশরথ।
বাণাঘাতে মুনি পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত।।
মৃগের উদ্দেশে রাজা যান দৌড়াদৌড়ি।
মৃগ নহে মুনিপুত্র যায় গড়াগড়ি।।
দেখেন সিন্ধুর বুকে বিদ্ধ আছে বাণ।
অতি ভীত দশরথ উড়িল পরাণ।।
বুকে বাণ বাজিয়াছে কথা নাহি সরে।
জল দেহ বলে মুনি হস্ত-অনুসারে।।
অঞ্জলি পূরিয়া রাজা আনিয়া জীবন।
মুখে দিবামাত্র মুনি পাইল চেতন।।
শিরে হাত দিয়া রাজা করে অনুতাপ।
ব্যাকুল দেখিয়া মুনি নাহি দিল শাপ।।
মুনি বলে দশরথ ভয় কি কারণ।

তোমারে শাপিয়া আমি পাব কত ধন।।
কপালে যা থাকে তাহা না হয় খণ্ডণ।
পূর্ব্ব-জনমের কথা হইল স্মরণ।।
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি রাজার কুমার।
মারিতাম বাঁটুলেতে পক্ষী অনিবার।।
কপোতী-কপোত পক্ষী ছিল এক ডালে।
কপোতেরে মারিলাম একই বাঁটুলে।।
মৃত্যুকালে কপোত আমারে দিল শাপ।
পরজন্মে পাবে এইরূপ মনস্তাপ।।
ব্যর্থ না হইল সেই পক্ষীর বচন।
হইল তোমার বাণে আমার মরণ।।
লইলা আমার প্রাণ কোন্ অপরাধে।
আমারে মারিয়া বড় পড়িলে প্রমাদে।।
অন্ধ পিতা মাতা মম শ্রীফলের বনে।
আজি তাঁরা মরিবেন আমার বিহনে।।
এই বড় দুঃখ মম রহিল যে মনে।
মৃত্যুকালে দেখা না হইল দোঁহা সনে।।
আমি অন্ধকের প্রাণ হইয়াছিলাম।
তৃষ্ণায় সলিল ফল ক্ষুধায় দিতাম।।
আর কেবা ফল জল দিবেক দোঁহাকে।
অনাহারে মরিবেন আমা পুত্রশোকে।।
এই সত্য দশরথ করহ আপনে।
আমা লৈয়া যাও পিতা মাতার সদনে।।
ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতিকার।
নহে সৃষ্টি নাশ হবে মজিবে সংসার।।
মৃত্যুকালে সিন্ধুমুনি নারায়ণে ডাকে।
নারায়ণ বলিতে উঠিল রক্ত মুখে।।
দেখি দশরথ হইলেন কম্পমান।
খসাইলেন তাহার বুক হতে বাণ।।
ভূপতি ভাবেন আসি মৃগ মারিবারে।
ঘটিল তপস্বীহত্যা আমার উপরে।।
মৃত মুনি তুলি রাজা লইল কাঁধেতে।
অন্ধকের বনে গেল কান্দিতে কান্দিতে।।
হেথা তপোবনে বসি অন্ধক-অন্ধকী।
হেথা তপোবনে অমঙ্গল দেখি।।
গৃহিণী বলেন নাথ একি কুলক্ষণ।
আজি কেন পুত্রের বিলম্ব এতক্ষণ।।
অন্ধক বলেন শুন পাগলী গৃহিণী।
আর দিন নিকটে পাইত ফল পানি।।
আজি বুঝি গিয়াছে সে দূরস্থ কানন।
সেই হেতু বিলম্ব হইল এতক্ষণ।।
এই কথাবার্ত্তা তাঁরা কহেন দুজন।
মড় কোলে করি রাজা গেলেন তখন।।
শুষ্ক শ্রীফলের পাতা মচ্ মচ্ করে।
অন্ধক বলে এই পুত্র আইল ঘরে।।
চক্ষু নাই দুইজন দেখিতে না পায়।
এস পুত্র বলিয়া ডাকিছে উভরায়।।
কালি হৈতে উপবাসী করিব পারণ।
ফল জল দেহ বাপু রাখহ জীবন।।
দুই জন ডাক ছাড়ে রাজার তরাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।

www.bengaliebook.com

দশরথ রাজার প্রতি অন্ধকের শাপ বিবরণ

দেখি দুই অন্ধে রাজার সন্দেহ অন্তরে।
যাইতে নারেন অগ্রে পাছু যান ধীরে।।
কহিল অন্ধক মুনি করিয়া বিশ্বাস।
কিবা মাতা পিতা সঙ্গে কর উপহাস।।
দেখিতে না পায় মুনি বসিলেন ধ্যানে।
সকল বৃত্তান্ত মুনি ক্ষণেকেতে জানে।।
চক্ষু ভাসে নীরে, করে করাঘাত শিরে।
বলে রাজা মারিয়াছে পুত্রে এক তীরে।।
মুনি বলে আইস দশরথ নরপতে।
মৃতপুত্র আনিলে আমাকে দেখাইতে।।
আর কিবা দশরথ শাপিব তোমাকে।
এইমত তব প্রাণ যাক পুত্রশোকে।।
পুত্রশোকে মরিব আমরা দুই প্রাণী।
পুত্রশোকে যে যন্ত্রণা জানিবা আপনি।।
মুনি শাপ দলি যদি রাজার উপর।
দশরথ কহিছেন প্রফুল অন্তর।।
শুভমস্তু মুনি বাক্য না হইবে আন।
দেখিয়া পুত্রের মুখ যায় যাক প্রাণ।।
তোমা দেখি যেন মুনি বিষ্ণুর সমান।
তোমার বচন সত্য হবে নহে আন।।
তব শাপে মুনি মম হরিষ অন্তর।
শাপ নহে, হইল আমার পুত্র বর।।
অন্ধ বলে দশরথ বঞ্চিত সন্তানে।
পুত্রশোকে শাপ দিনু, বর করি মানে।।
ধ্যান করি জানিল অন্ধক তপোধন।
ইহার ঘরেতে জন্মিবেন নারায়ণ।।
যাহ রাজা তোমারে দিলাম আমি বর।
চারি পুত্র তোমার হবেন গদাধর।।
মম শাপে পুত্রশোকে তোমার মরণ।
পুত্র হৈলে একাদশ বৎসর জীবন।।
ব্যর্থ নাহি হয় কভু মুনির বচন।
মুনির শাপেতে অন্ধ আমার লোচন।।
পূর্ব্বকথা কহি রাজা তাহে দেহ মন।
যে শাপে হইল মম অন্ধ এ লোচন।।
ত্রিজট মুনির দুই চরণ ডাগর।
মাগিতে আইল ভিক্ষা মম পিতৃঘর।।
মুনিরে দেখিয়া পিতা উঠিল তখন।
পাদ্য অর্ঘ্য দেন তাঁরে বসিতে আসন।।
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে কেন আগমন।
মুনি কহে আইলাম ভিক্ষার কারণ।।
গতকল্য হতে আমি আছি উপবাসী।
ভোজন করাহ মোরে তুমি মহাঋষি।।
অতিথি বলিয়া পিতা করান ভোজন।
বিদায় হইয়া মুনি যান তপোবন।।
পিতা আসি কহেন আমারে এই কালে।
দণ্ডবৎ করহ মুনির পদতলে।।
গোদা পা দেখিয়া তাঁর ঘৃণা হৈল মনে।
এমন পায়ের ধূলা লইব কেমনে।।
লইলাম নয়ন মুদিয়া পদধূলি।
আশীর্ব্বাদ দিল মুনি এবমস্তু বলি।।
ব্যর্থ না হইল সেই মুনির বচন।
ইহাতে হইল অন্ধ আমার লোচন।।
সেইমত করিলেক আমার গৃহিণী।
দোঁহারে করিয়া অন্ধ ঘরে গেল মুনি।।
আমার শাপের রাজা পাইলে প্রমাণ।
শাপে বর হইল, হইবে পুত্রবান।।
এই সত্য দশরথ করিবে পালন।

www.bengaliebook.com

ঋষ্যশৃঙ্গ আনি কর যজ্ঞ আরম্ভণ।।
শ্রীফল পাইয়াছিলাম ভ্রমিতে কানন।
এই ফল করিলাম তোমাকে অর্পণ।।
এই ফলে জন্মিবেন দেব চক্রপাণি।
চরুর ভিতরে এই ফল দিও তুমি।।
পুনশ্চ কহেন মুনি তাঁরে মৃদুস্বরে।
কোথা আছে সিন্ধুপুত্র আনিদেহ মোরে।।
মৃতপুত্র দশরথ দিলেন ফেলিয়া।
পুত্র কোলে করি মুনি কান্দে লোটাইয়া।।
নয়নবিহীন মুনি দেখিতে না পায়।
কোলেতে করিয়া হস্ত শরীরে বুলায়।।
জন্মিলা যে পুত্র তুমি তপের সঞ্চারে।
তোমার মরণে মৃত্যু ঘটিল আমারে।।
অন্ধের নয়ন তুমি হয়েছিলে জানি।
ফল দিতে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দিতে পানি।।
গরুনিন্দা নাহি করি নহে সন্ধ্যাবাদ।
দধির সংযোগে রাত্রে নাহি খাই ভাত।।
জন্মাবধি আমি পাপ কর্ম্ম নাহি জানি।
তবে কেন সিন্ধুপুত্র ত্যজিল পরাণী।।
পূর্ব্বজন্মে কার কি করেছি বিঘটন।
গুরুনিন্দা করেছি হরেছি স্থাপ্যধন।।
এতেক বলিয়া মুনি নারায়ণে ডাকে।
নারায়ণ মন্ত্র জপি মরে পুত্রশোকে।।
পতিব্রতা নাহি জীয়ে পতির মরণে।
অন্ধকী ছাড়িল প্রাণ অন্ধকের সনে।।
তিন মৃত লয়ে রাজা গেল সরোবরে।
অগুরু চন্দকাষ্ঠ আনিল সাদরে।।
করিলেন চিতা রাজা উত্তর শিয়রে।
তিনজনে শোয়াইব চিতার উপরে।।
দুইজন দুই দিকে পুত্র মধ্যখানে।
পোড়াইল তিনজনে বেষ্টিত আগুনে।।
চিতা নিবাইয়া সেই সরোবর-তীরে।
কান্দিয়া গেলেন রাজা অযোধ্যা-নগরে।।
মুনি হত্যা করি রাজা অজের নন্দন।
অমনি কান্দিয়া গেল বশিষ্ঠ ভবন।।
গিয়াছেন বশিষ্ঠ তপস্যা করিবারে।
বামদেব পুত্র তাঁর আছেন আগারে।।
সকল বৃত্তান্ত রাজা কহিলেন তাঁরে।
মুনিহত্যা করিয়াছি বনের ভিতরে।।
প্রায়শ্চিত্ত ইহার করাহ মহাশয়।
কিরূপে হইব মুক্ত কিসে পাপক্ষয়।।
মুনি বলে, অকালেতে নাহি যজ্ঞদান।
এই পাপে কেমনে পাইবে পরিত্রাণ।।
বিচার করিয়ে মুনি আগম পুরাণ।
বাল্মীকি যে মন্ত্র জপি পাইলেন ত্রাণ।।
তিনবার বলাইল সেই রামণাম।
পাইলেন ভূপতি সে পাপের বিরাম।।
রাজা মুক্ত হইয়া গেলেন নিজ ঘর।
আইলেন সন্ধ্যায় বশিষ্ঠ মুনিবর।।
ফল মূল ভক্ষণে মুনির সুস্থ মন।
পিতা পুত্রে কথাবার্ত্তা কন দুইজন।।
পিতারে কহেন বামদেব নীতিক্রমে।
দশরথ আসিয়াছিলেন এ আশ্রমে।।
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু বলে যারে।
মারিলেন রাজা শব্দভেদী শরে তারে।।
দীনভাবে কহিলেন রাজা এ বচন।
মুনিহত্যা পাপ মোর কর বিমোচন।।
যোগ যোগ স্নান দান নাহি বলিলাম।

তিনবার রাজারে বলানু রামনাম।।
জল ফেলাইয়া যেন দিল তপ্ত তৈলে।
কুপিয়া বশিষ্ঠ মুনি পুত্র প্রতি বলে।।
এক রামনাম কোটি ব্রহ্মহত্যা হবে।
তিনবার রামনাম বলালি রাজারে।।
মোর পুত্র হৈয়া তোর অজ্ঞান বিশাল।
দূর হবে বামদেব হবি রে চণ্ডাল।।
লোটাইয়া ধরিল সে পিতার চরণ।
কেমনে হইব মুক্ত কহ বিবরণ।।
না থাকে মুনির মনে কোপ বহুক্ষণ।
বলিলেন তাহারে বশিষ্ঠ তপোধন।।
যেই রামনাম তুমি বলালে রাজারে।
তিনি জন্মিবেন দশরথের আগারে।।
গঙ্গাস্নানে রঘুনাথ যাবেন যখন।
আগুলিও তুমি পথ রামের তখন।।
তাঁহার চরণপদ্ম করিহ স্পর্শন।
তখনি হইবে মুক্ত চণ্ডাল- জনম।।
বলিলেন এরূপ বশিষ্ঠ মহামুনি।
গুহক চণ্ডাল হৈয়া রহিলেন তিনি।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
আদিকাণ্ডে গাইলেন অন্ধকোপাখ্যান। ।

www.bengaliebook.com

দশরথ কর্ত্তৃক সম্বর-অসুর বধ

রাজ্য কর দশরথ যেন পুরন্দর।
হইল অসুর স্বর্গে নামেতে সম্বর।।
হইল সম্বর দৈত্য দেবতার অরি।
জিনিল অমরাবতী বৈজয়ন্তীপুরী।।
তার ভয়ে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে।
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা বাঁচি কি প্রকারে।।
ব্রহ্মা বলিলেন আন রাজা দশরথে।
অসুর সম্বর মরিবেক তাঁর হাতে।।
আপনি আইল ইন্দ্র অযোধ্যা- নগর।
পাদ্য অর্ঘ্যে দশরথ পূজে পুরন্দর।।
ইন্দ্র বলে দশরথ তুমি মোর মিত।
ঠেকেছি সঙ্কটে রক্ষা কর এই হিত।।
অসুর সম্বর নামে তারে আমি হারি।
খেদাড়িয়া দেবগণ নিল স্বর্গপুরী।।
আমার সহায় হৈয়া যদি কর রণ।
তোমার প্রসাদে তবে বাঁচে দেবগণ।।
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা দশরথ হাসে।
সম্বরে মারিব আমি তুমি যাহ বাসে।।
এতেক শুনিয়া ইন্দ্র গেলেন স্বর্গেতে।
সম্বরে মারিতে রাজা সাজে দশরথে।।
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
রাহুত মাহুত সাজাইল হাতী ঘোড়া।।
মুদগর মুষল কেহ বান্ধিল কামান।
ধানুকী সাজিছে রণে লয়ে ধনুর্ব্বাণ।।
সাজিছে কটক সব নাহি দিশপাশ।
কটকের পদধূলি লাগিল আকাশ।।
গায়েতে পড়িল সানা মাথায় টোপর।
ধনুর্ব্বাণ হাতে রাজা চলিল সত্বর।।
দিব্যরথ যোগাইল রথের সারথি।
রথে চড়ি দশরথ চলে শীঘ্রগতি।।
সম্বরে জিনিতে রাজা করিল গমন।
দশরথে দেখিয়া কাঁপিল ত্রিভুবন।।
চতুর্দ্দোলে চড়ি রাজা চলে কুতূহলে।
রথ রথী পদাতি তুরঙ্গ হাতী চলে।।
উত্তরিল গিয়া রাজা ইন্দ্রের নগরী।
দেখিয়া রাজার সাজ ক্রোধে দেব-অরি।।
রাজার উপরে মারে সে জাঠি ঝকড়া।
স্বর্গপুরী ছাইল রথের ভাঙ্গে চূড়া।।
দশরথে বাণে বিন্ধি করিল জর্জ্জর।
ভঙ্গ দিল সেনা, রাজা রহে একেশ্বর।।
কোপে কাঁটি দশরথ পূরিল সন্ধান।
অস্ত্রাঘাতে দৈত্যসেনা ত্যজিল পরাণ।।
নানা অস্ত্র বর্ষণ করেন দশরথ।
ছাইল অমরাবতী পবনের পথ।।
সম্বরের সেনাগণ সমরে প্রখর।
ভূপতির সেনা বিন্ধি করিল জর্জ্জর।।
লক্ষ লক্ষ বাণ পূরে সম্বরের সেনা।
পড়িলেক স্বর্গপুরী ছাইয়া ঝঞ্ঝনা।।
পড়িল গান্ধর্ব্ব অস্ত্র ভূপতির মনে।
এমন অস্ত্রের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে।।
এক বাণ প্রসবে গন্ধর্ব্ব তিন কোটি।
আপনা আপনি রিপু করে কাটাকাটি।।
আপনা আপনি করে বাণ বরিষণ।
এক বাণে পড়িল সকল সেনাগণ।।
সম্বরের সেনা দেয় রক্তেতে সাঁতার।
ত্রাহি ত্রাহি করি সবে করে হাহাকার।।
পড়িল সকল সেনা দৈত্য একেশ্বর।

দশরথ-বাণে সেনা পড়িল বিস্তর।।
দুইজন বাণবৃষ্টি করে ঝাঁকে ঝাঁকে।
উভয়ের বাণেতে অমরাবতী ঢাকে।।
হইল অমরাবতী বাণে অন্ধকার।
দৈত্যের রণেতে রাজা না দেখে নিস্তার।।
শব্দভেদী দশরথ শব্দ শুনি হানে।
দেখিতে না পায় দৈত্য থাকে কোন্খানে।।
কালপ্রাপ্ত দানবের নিকট মরণ।
দূরে থাকি দশরথে করিছে তর্জ্জন।।
সম্বরের পেয়ে শব্দ রাজা পূরে বাণ।
ছুটিল রাজার বাণ অগ্নির সমান।।
এড়িলেক বাণ রাজা তার শুন কথা।
কাটে রাজা দশরথ সম্বরের মাথা।।
নর হৈয়া মারিলেন অসুর সম্বর।
দেব সহ সুখে রাজ্য পালে পুরন্দর।।
ইন্দ্র বলে দশরথ রক্ষা কৈলে মোরে।
বর মাগ দিব যাহা প্রার্থনা অন্তরে।।
দশরথ বলে ইন্দ্র দেহ এই বর।
যেন মুনিহত্যা নাহি থাকে মমোপর।।
শুনিয়া রাজার কথা ইন্দ্রদেব হাসে।
সে পাপ তোমাতে নাই যাও তুমি দেশে।।
অন্ধক মুনির কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতা শূদ্রাণী জননী।।
এতেক শুনিয়া দশরথ আইল দেশে।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে।।

www.bengaliebook.com

সম্বরাসুর সহ যুদ্ধে দশরথের অঙ্গ ক্ষত হওয়ায় কৈকেয়ী আরোগ্য করাতে রাজার বর দিবার অঙ্গীকার

পাত্র মিত্রগণে রাজা দিলেন মেলানি।
অন্তঃপুরে দশরথ চলিল অমনি।।
সবার অধিক ভালবাসে কৈকেয়ীরে।
সেই হেতু আগে গেল কৈকেয়ীর ঘরে।।
অস্ত্র-সঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন কৈকেয়ী।
দেখিল রাজার তনু অস্ত্রক্ষতময়ী।।
মন্ত্র পড়ি জল দিল ভূপতির গায়।
জ্বালা ব্যথা গেল দূরে শরীর জুড়ায়।।
মৃতদেহ যেন পুনঃ পাইল জীবন।
সুস্থ হৈয়া দশরথ বলেন তখন।।
হে কৈকেয়ি! প্রাণরক্ষা করিলে আমার।
তোমার সমান প্রিয়া কেহ নাহি আর।।
বর মাগি লহ যেবা অভীষ্ট তোমার।
কোন ধন ভাণ্ডরেতে নাহিক আমার।।
এত যদি বলিলেন রাজা দশরথ।
কৈকেয়ী কুঁজীকে কহে বাক্য অভিমত।।
মহারাজ আমারে চাহেন দিতে বর।
কি বর মাগিয়া লব তাঁহার গোচর।।
পৃষ্ঠে ভার কুঁজের নড়িতে নারে চেড়ী।
কুঁজ নহে তাহার সে বুদ্ধির চুপড়ি।।
কুঁজী বলে এক্ষণে নাহিক প্রয়োজন।
যখন হইবে ইচ্ছা বলিব তখন।।
কৈকেয়ী কুঁজীর বাক্য না করিল আন।
হাসিয়া কহিল রাণী রাজা বিদ্যমান।।
মহারাজ আজি বরে নাহি প্রয়োজন।
যখন ঘটিবে কার্য্য মাগিব তখন।।
আমার সত্যেতে বন্দী রহিলা গোসাঞি।
প্রয়োজন অনুসারে বর যেন পাই।।
নৃপতি বলেন দিব যাহা চাবে দান।
আছুক অন্যের কাজ দিব নিজ প্রাণ।।
কৈকেয়ীর কপটেতে দেবগণ হাসে।
না জানিয়া মৃগ যেন বন্দী হৈল ফাঁসে।।
এ সত্য পালিতে রাম যাইবেন বন।
বিরিঞ্চি বলেন তবে মরিল রাবণ।।
রাজ্য করে দশরথ হরিষত মন।
করেন পুত্রের তুল্য প্রজার পালন।।
যখন যা হবে তাহা দৈবে সব করে।
হইল রাজার ব্রণ নখের ভিতরে।।
কৃত্তিবাস কহে কথা অমৃত সমান।
রামনাম বিনা তাঁর মুখে নাহি আন।।

কৈকেয়ী দশরথের প্রাণ আরোগ্য করিলে কৈকেয়ীকে পুনর্ব্বার বর প্রাপ্তির বিবরণ

ব্রণের ব্যথায় রাজা হইল কাতর।
পাত্র মিত্র আনি রাজা বলিল সত্বর।।
এ ব্যাথায় বুঝি হয় নাহি হেন জন।
ধন্বন্তরি পুত্র এক রত্নাকর নাম।
আসিয়া রাজার কাছে করিল প্রণাম।।
কহিলেন শুন রাজা পাইবে নিস্তার।
দুই মতে আছয়ে ইহার প্রতিকার।।
শামুকের ঝোল খাও না করিহ ঘৃণা।
নখে নখদ্বারে চুম্ব দিউক এক জনা।।
রক্ত পূঁজ স্রবিতেছে নখের দুয়ারে।
তাহাতে চুম্বন দিতে কোন্ জন পারে।।
কৈকেয়ী রাজার কাছে দিবানিশি থাকে।
রাজা যত দুঃখ পান কৈকেয়ী তা দেখে।।
রাজার শুশ্রুষা রাণী করে রাত্রিদিনে।
কহিল কৈকেয়ী রাণী রাজা বিদ্যমানে।।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের অন্য নাহি গতি।
ব্রণে মুখ দিব, যদি পাও অব্যাহতি।।
যার ঘরে থাকে রাজা তার দায় লাগে।
কৈকেয়ী চুষিল গিয়া দশরথের আগে।।
পাকিয়া আছিল সেই নখের বরণ।
মুখের অমৃত পেয়ে গলিল তখন।।
সুস্থ হইলেন রাজা ব্যথা গেল দূরে।
রক্ত পূঁজ ফেলি দেহ বলে কৈকেয়ীরে।।
কর্পূর তাম্বুল প্রিয়ে করহ ভক্ষণ।
বর লহ যাহা চাহ দিব এইক্ষণ।।
কৈকেয়ী বলেন শুনি রাজার বচন।
যখন মাগিব বর পাইব তখন।।
দুইবারে দুই বর থাকুক্ তব ঠাঁই।
পশ্চাতে মাগিব বর এখন না চাই।।
শুনিয়া রাণীর কথা দশরথ হাসে।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে।।

www.bengaliebook.com

দশরথ পুত্রের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিয়া যজ্ঞকরণের পরামর্শ ও উক্ত মুনির উৎপত্তি কাহিনী

রাজ্য করে দশরথ অনেক বৎসর।
একছত্র মহারাজ যেন পুরন্দর।।
পাত্র মিত্র ভাই বন্ধু সবাকারে আনি।
বশিষ্ঠাদি আনাইল যত মুনি জ্ঞানী।।
সভা করি বসে রাজা অমাত্য-সহিতে।
অতি খেদ করি রাজা লাগিল কহিতে।।
ইহকালে না হইল আমার সন্ততি।
পরকালে কিরূপে পাইব অব্যাহতি।।
সন্ততি থাকিলে করে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
আমার মরণে বংশে নাহি একজন।।
নবম হাজার বর্ষ বয়স হইল।
এতকাল আমার সন্তান না জন্মিল।।
অপুত্রক আমি পাই মনে বড় দুঃখ।
প্রভাতে না দেখে লোক অপুত্রের মুখ।।
তর্পণের কালে আমি পিতৃলোক আনি।
অঞ্জলি করিয়া দিই তর্পনের পানি।।
শীত জল উষ্ণ হয় নাকের নিশ্বাসে।
আমা হৈতে গেল বংশ জল দিবে কে সে।।
বর দিয়াছেন শ্রীঅন্ধক মহামুনি।
যজ্ঞ কর তুমি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনি।।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর কোন্ দেশে বৈসে।
কার্য্যসিদ্ধি হয় যদি সেই মুনি আসে।।
কহিতে লাগিলা যে বশিষ্ঠ মহামুনি।
শুন ঋষ্যশৃঙ্গের যে উৎপত্তি কাহিনী।।
বিভাণ্ডক-মুনি-ভয়ে সর্ব্বলোক কাঁপে।
ত্রিভুবন ভস্ম হয় যদি মুনি শাপে।।
তাঁহার তপস্যা দেখি ইন্দ্র ভাবে মনে।
পাঠাইয়া দিল ইন্দ্র দেবতা পবনে।।
মুনির নিকটে বায়ু লুকাইয়া থাকে।
বৃক্ষফল খায় মুনি পবন তা দেখে।।
ফলেতে অমৃত মাখি রাখিল পবন।
ফলযোগে সুধা মুনি করিল ভক্ষণ।।
ফলের সহিত সুধা খেয়ে মহামুনি।
বলবান অতিশয় হইল তখনি।।
শুদ্ধ দেহ খেয়ে সুধা মহাবলবান।
তপস্যা করেন বনে চারিদিকে চান।।
তপস্যা করেন মুনি নর্ম্মদার জলে।
উর্ব্বশী চলিয়া যায় গগন-মণ্ডলে।।
অঙ্গের বসন তার বাতাসেতে উড়ে।
দৈবযোগে তাঁর দৃষ্টি তারে গিয়া পড়ে।।
তাহাকে দেখিয়া মুনি কামে অচেতন।
মুনির হইল রেতঃস্খলন তখন।।
আস্তে ব্যস্তে মুনি তাহা ধরে বাম হাতে।
জলে না ফেলিয়া রেতঃ ফেলায় কূলেতে।।
পুনর্ব্বার মহামুনি করি আচমন।
তপস্যা করেন বিভাণ্ডক তপোধন।।
বিধির লিখন কভু না হয় খণ্ডন।
তৃষ্ণায় হরিণী জল খায় সেইক্ষণ।।
জল খেয়ে হরিণী কূলেতে ঘাস চাটে।
ঘাসের সহিত রেতঃ সান্ধাইল পেটে।।
দৈবযোগে হরিণী আছিল ঋতুমতী।
মুনিবীর্য্য খাইয়া হইল গর্ভবতী।।
দিনে দিনে গর্ভ তার উদরে বাড়িল।
ছয়মাসে পশুবৎ প্রসব হইল।।

মনুষ্য আকারে হৈল হরিণী- বদন।
দেখিয়া হরিণী পুত্র ভাবিল তখন।।
মনুষ্যের ডরে আমি ভ্রমি বনে বনে।
আমার গর্ভেতে হৈল শত্রুর জনম।।
পুত্র ফেলাইয়া সে হরিণী গেল বন।
অঙ্গুলি চুষিয়া শিশু যুড়িল ক্রন্দন।।
তপস্যা করিয়া বিভাণ্ডকের গমন।
কাননে পড়িয়া শিশু করিছে রোদন।।
বালক দেখিয়া মুনি ভাবে মনে মন।
মনুষ্য আকার দেখি হরিণী- বদন।।
ধ্যানে জানিলেন বিভাণ্ডক তপোধন।
হরিণীর গর্ভে হৈল আমার নন্দন।।
পুত্র কোলে করিয়া গেলেন নিজ ঘরে।
পুষ্পমধু দিয়া মুনি পোষেন তাহারে।।
নবীন কুশের মূলে করায় শয়ন।
দিনে দিনে বাড়ে বিভাণ্ডকের নন্দন।।
পরম সুন্দর সে বিভাণ্ডকের বেটা।
শাস্ত্রবেত্তা হয় সে কপালে শৃঙ্গ ফোঁটা।।
কিছুদিন পরে শৃঙ্গ উঠিল কপালে।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলি নাম থুইল সকলে।।
যারে বর শাপ দেন, কভু নহে আন।
তাঁর আশীর্ব্বাদে রাজা হবে পুত্রবান।।
কৃত্তিবাস কৃত কাব্য অমৃত সমান।
রামকথা বিনা যার মুখে নাহি আন। ।

লোমপাদ রাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবারণার্থ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন

বশিষ্ঠের বচন হইল অবসান।
সুমন্ত্র বলেন রাজা কর অবধান।।
লোমপাদ রাজা অঙ্গদেশের ঈশ্বর।
ঋষ্যশৃঙ্গে আনিয়াছিলেন নিজ ঘর।।
দশরথ বলে পাত্র কহ বিবরণ।
লোকপাদ আনাইল কিসের কারণ।।
সুমন্ত্র বলেন, দশরথ নৃপবর।
সেই দেশে অনাবৃষ্টি দ্বাদশ বৎসর।।
লোমপাদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে জিজ্ঞাসিল।
মম রাজ্যে অনাবৃষ্টি কি হেতু হইল।।
কহিল পণ্ডিতগণ করিয়া বিচার।
কিঞ্চিৎ তোমার রাজা আছে দুরাচার।।
তব রাজ্যে কুমারী হইল ঋতুমতী।
এই পাপে বৃষ্টি নাহি হয় নরপতি।।
বিভাণ্ডক পুত্র যদি ঋষ্যশৃঙ্গ আসে।
পাপ দূর হয় আর দেবতা বরষে।।
নগরেতে লোমপাদ দিলেন ঘোষণা।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনিবে কোন্ জনা।।
তাহারে আনিয়া মোরে যেবা দিতে পারে।
অর্দ্ধরাজ্য আমি দিব অবশ্য তাহারে।।
ডাকিয়া কহিল তথা বুড়ী একজন।
আমি আনি দিব সেই মুনির নন্দন।।
স্ত্রী-পুরুষ ভেদ সেই মুনি নাহি জানে।
ভুলাইয়া আনিব সে মুনির নন্দনে।।
নৌকা এক সাজাইয়া দেহ ত আমারে।
ফলবান বৃক্ষ রোপ তাহার উপরে।।
চৌদ্দ বৎসরের সেই মুনির সন্ততি।
কৌতুকেতে ভুলাইবে যতেক যুবতী।।
বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা লোমপাদ হাসে।
ভাল যুক্তি বলিয়া সে বুড়ীরে সম্ভাষে।।
সুবর্ণের নৌকা রাজা করিয়া গঠন।
বিচিত্র পতাকা তাহে করিল সাজন।।
নৌকার উপরে করে স্বর্ণে দুই ঘর।
পরমা সুন্দর নৌকা অতি মনোহর।।
উপরেতে শোভা করে সুবর্ণের বারা।
চারিভিতে শোভে গজ মুকুতার ঝারা।।
সন্দেশ দিলেন নানা খাইতে রসাল।
নারিকেল ফল আর কাঁঠাল ও তাল।।
গঙ্গাজলে শীতল শর্করা মিশ্র করি।
কর্পূর-বাসিত দিল পাত্র পূরি পূরি।।
বাছিয়া বাছিয়া দিল পরমা সুন্দরী।
চেনা ভার অপ্সরী কি অমরী কিন্নরী।।
কান্দিতে লাগিল সবে মুখে নাহি হাসি।
মুনি-কোপানলে আজ হৈব ভস্মরাশি।।
বুড়ী বলে কেন ভয় করিছ যুবতী।
তোমরা সকলে চল আমার সংহতি।।
যখন আমার ছিল নবীন যৌবন।
কত শত ভুলায়েছি মহামুনিগণ।।
নর্ম্মদা বাহিরা যায় পরম হরিষে।
উপস্থিত হয় ঋষ্যশৃঙ্গ যেই দেশে।।
যেখানে তপস্যা করে বিভাণ্ডক মুনি।
সেই বনে তরুণীরা রাখিল তরণী।।
বিভাণ্ডকে দেখিয়া সকলে ভয়ে কাঁপে।
ভস্মরাশি করে পাছে শাপ দিয়া কোপে।।
তপোবনে আছে যথা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।

আসিয়া মিলিল তথা সকল রমণী।।
তরী হৈতে উত্তরিলা সকল নবীনা।
কেহ বংশী পূরয়ে বাজায় কেহ বীণা।।
বুড়ীকে বেড়িয়া গান করে নারীগণ।
মুনির নিকটে গিয়া দিল দরশন।।
কামিনীর মুখে গীত কোকিলের ধ্বনি।
শুনি মুনি বেদধ্বনি ছাড়িল অমনি।।
স্ত্রী-পুরুষ ভেদ সেই মুনি নাহি জানে।
স্বর্গের অমরগণ মুনি মনে মানে।।
ব্যাকুল হইয়া মুনি দ্বার হৈতে উলে।
প্রণিপাত করিল বুড়ীর পদতলে।।
মুনিপুত্র পায়ে পড়ে ধরি করে কোলে।
বারম্বার চুম্ব দিল বদন-কমলে।।
এস এস বলি মুনি তা সবারে বলে।
আনন্দে গদগদ সে আসন দিতে চলে।।
একখানি কুশাসন ছিল মাত্র ঘরে।
বৈস বলি আনিয়া দিলেন যে বুড়ীরে।।
ফল মূল জল ঘরে ছিল সে সকল।
বুড়ীর ভক্ষণ হেতু দিলেন সকল।।
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বুড়ী ছুঁইল দুই কান।
বিষ্ণুপূজা বিনা নাহি করি জলপান। ।
ইতর যেমন করে আমি কি তেমন।
বিষ্ণুর প্রসাদ বিনা না করি ভক্ষণ।।
মুনি বলে হক মোর সফল জীবন।
এইখানে কর আজি বিষ্ণু-আরাধন।।
দিব্য কুশাসন পাতি দিলেন বুড়ীরে।
পূজা করিবারে বৈসে তাহার উপরে।।
চক্ষু উলটিয়া বুড়ী নাকে দিল হাত।
মুনি বলে বিষ্ণু আজি করিল সাক্ষাৎ।।
কতক্ষণে নাসিকার হাত ঘুচাইল।
এ প্রসাদ লহ বলি মুনিরে ডাকিল।।
মুনি বলে আজি মোর সফল জীবন।
বিষ্ণুর প্রসাদ দেহ করিব ভক্ষণ।।
ফল বলে হাতে দিল গঙ্গাজল নাড়ু।
জল বলে খাওয়াইল মধু গাড়ু গাড়ু।।
মুনি বলে এই ফল কোথা গেলে পাই।
সঙ্গে করে লয়ে গেলে তব সঙ্গে যাই।।
খাওয়াইল কামেশ্বর খাইতে সুস্বাদ।
কামেশ্বর খাইয়া সে হেইল উন্মাদ।।
কন্যাগণ বলয়ে খাইল যে সন্দেশ।
ইহার অধিক আছে চল সেই দেশ।।
মুনি বলে ইহার অধিক যদি পাই।
তোমরা চলহ দেশে আমি সঙ্গে যাই।।
মদনে ভুলিল যদি মুনির নন্দন।
অঙ্গের বসন খসাইল কন্যাগণ।।
আসিয়া মুনির পুত্রে কেহ করে কোলে।
কেহ কেহ চুম্ব দেয় বদন-কমলে।।
মুনি লৈয়া করে সবে হাস্য-পরিহাস।
দেখিয়া মুনির পুত্র হইল উল্লাষ।।
কোন নারী ভুলাইল স্তন-পরশনে।
কেহ বা ভুলায় তাঁকে ভক্ষ্যদ্রব্য দানে।।
কেহ বা হরিল মন চাহিয়া নয়নে।
কেহ বা করিল মত্ত গাঢ় আলিঙ্গনে।।
বুড়ী ভাবে, আজি যদি লয়ে যাই ঘরে।
পাছে বিভাণ্ডক মুনি কোপে ভস্ম করে।।
আজি পিতা পুত্রেতে থাকুক এক স্থানে।
কহিবে এ কথা মুনি পিতা বিদ্যমানে।।
পুত্র প্রতি যদি স্নেহ করে তপোধন।

www.bengaliebook.com

তবে কালি তপস্যায় না যাবে কখন।।
পুত্র এড়ি যায় যদি তপস্যার তরে।
তবে কালি লইয়া যাব মুনির কুমারে।।
এই যুক্তি সে বুড়ী ভাবিয়া মনে মনে।
কহিতে লাগিল সেই মুনির নন্দনে।।
তপোবনে বৈস হে তোমারে ভালবাসি।
অন্য এক শিষ্যের আশ্রম দেখে আসি।।
বলিতে লাগিল তবে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি।
তোমার সেবক হয়ে তব সঙ্গে আসি।।
আমারে এড়িয়া যদি যাবে কোন দেশে।
ব্রহ্মহত্যা হবে, তবে মরিব হুতাশে।।
বুড়ী বলে এইক্ষণে ঘরে থাক তুমি।
সন্ধ্যাকালে তোমারে লইয়া যাব আমি।।
এতেক বলিয়া তারে থুয়ে নিজ ঘরে।
সকল কামিনী চড়ে নৌকার উপরে।।
দিবাকর অস্তগত হইল যখন।
মুনি বলে না আইল কেন ঋষিগণ।।
শিরোমণি হারাইনু অন্ধলের নিধি।
বুঝিলাম আমারে বঞ্চিত কৈল বিধি।।
কান্দিতে কান্দিতে মুনি বৈসে বৃক্ষতলে।
বিভাণ্ডক তপ করে এল হেনকালে।।
পুত্রেরে দেখিয়া মুনি বিচলিত মন।
জিজ্ঞাসিল কেন বাপু করিছ ক্রন্দন।।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে আগে খাও ফল জল।
আজিকার বিবরণ কহিব সকল।।
ফল মূল খাইয়া হইল সুস্থ মন।
পিতা পুত্রে কথাবার্ত্তা কন দুই জন।।
তুমি যেই গেলে পিতা তপস্যার তরে।
স্বর্গ হৈতে ঋষিগণ এল মম ঘরে।।
সেইমত ফল নাহি খাই এ জীবনে।
এত রূপ দেখি নাই এ তিন ভুবনে।।
কত বা ছন্দেতে জটা ধরেছে মাথায়।
কত কুসুমের মালা দিয়াছে তাহায়।।
কি জাতি মৃত্তিকা ফোঁটা কপালে শোভিত।
গগন-মণ্ডলে যেন ভাস্কর উদিত।।
কি জাতি বৃক্ষের ফল সবার গলায়।
শ্বেত পীত নীল কত শোভিছে তাহায়।।
তেমন না দেখি পিতা গাছের বাকল।
শ্বেত রক্ত পীত নীল বরণ উজ্জ্বল।।
কি জাতি বৃক্ষের লতা সবাকার হাতে।
কতেক মাণিক গাঁথা আছয়ে তাহাতে।।
পরম ব্রাহ্মণ কারে লোম নাহি মুখে।
তূলার সমান কারো মাংসপিণ্ড বুকে।।
তাতে যদি হস্তটি করাই পরশন।
স্বর্গবাস হাতে পাই হেন লয় মন।।
মনে ভাবে মহামুনি পুত্রের বচনে।
স্ত্রী-পুরুষ ঋষ্যশৃঙ্গ কভু নাহি জানে।।
বিভাণ্ডক বলে বাপু তারা নারীগণ।
কামাচারী রাক্ষসী বেড়ায় বনে বন।।
মম পুণ্যে প্রাণ আজি রেখেছে তোমার।
পুনঃ পেলে ধরে খাবে না পাবে নিস্তার।।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে পিতা না বল এমন।
এমন দয়ালু নাই তাহারা যেমন।।
কালি যদি বিধাতা মিলায় তা সবারে।
তখনি বিদায় আমি কহিনু তোমারে।।
সারারাত্রি ছিল মুনি পুত্র লয়ে ঘরে।
বুঝাইতে তথাপি না পারিল পুত্রেরে।।
প্রভাবে হইল রাত্রি রবির কিরণ।

পুত্রের বিষয় মুনি ভাবে মনে মন।।
যদি আমি ঘরে থাকি পুত্রে করি সাধ।
ধর্ম্ম নষ্ট হবে মম হবে অপরাধ।।
কার পুত্র কার পত্নী সব অকারণ।
সংসার অসার, সব সত্য নারায়ণ।।
পুত্রেরে প্রবোধ করিলেন মহামুনি।
কারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা না কহিও তুমি।।
তাম্রবাটী হাতে নিল, তুলিল তুলসী।
তপস্যা করিতে গেল বিভাণ্ডক ঋষি।।
বুড়ী বলে বুড়া মুনি ছাড়ি গেল ঘর।
সবে চল আনি গিয়া মুনির কোঙর।।
তাল করতাল বীণা কেহ পূরে বাঁশী।
আইল মুনির কাছে সকল রূপসী।।
দরিদ্র পাইল যেন হারান যে ধন।
ব্যস্তে মুনি কহে ধরি বুড়ীর চরণ।।
আমারে এড়িয়া কালি গেলে পলাইল।
সারারাত্রি কান্দিয়াছি তোমার লাগিয়া।।
সেই জল দেহ মোরে করিতে ভক্ষণ।
সঙ্গে করি লৈয়া যাহ করিব গমন।।
মর্ম্ম বুঝ সবে, কৃত্তিবাসের সুবাণী।
নারীর কথায় ভুলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।।

ঋষ্যশৃঙ্গের লোমপাদ রাজ্যে গমন ও অনাবৃষ্টি নিবারণ

কোলে করি বসাইল নৌকার উপর।
বাহ বাহ বলি বুড়ী ডাকিছে সত্বর।।
তরণী বাহিয়া যায় মুনি নাহি জানে।
ঋষ্যশৃঙ্গে বলে বৈস ব্যাঘ্র আছে বনে।।
লোমপাদ রাজ্যে মুনি দিল দরশন।
অনাবৃষ্টি ছিল, বৃষ্টি হইল তখন।।
লোমপাদ জানিল মুনির আগমন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজে মুনির নন্দন।।
কন্যাহীন লোমপাদ শান্ত অভিধান।
দশরথ-কন্যাকে মুনিরে দিল দান।।
সম্বন্ধে সে মুনি রাজা তোমার জামাই।
তাঁহাকে চাহিয়া আন লোমপদ ঠাঁই।।
দশরথ বলিলেন কহ হে নারক।
পুত্রশোকে কেমনে বাঁচিল বিভাণ্ডক।।
যেই দেশে হয় ঋষ্যশৃঙ্গ-উপাখ্যান।
অনাবৃষ্টি ঘুচে হয় সে দেশে কল্যাণ।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কাব্য অনুপম।
সানন্দে বসিয়া সবে শুন রামনাম।।

www.bengaliebook.com

ঋষ্যশৃঙ্গের অদর্শনে বিভাণ্ডক মুনির খেদ

সুমন্ত্র বলেন শুন রাজা দশরথ।
লোমপাদ নিকটে বুড়ীর বাক্য যত।।
বুড়ী বলে লোমপাদ শুনহ বচন।
ভুলাইয়া আনিয়াছি মুনির নন্দন।।
যদি শাপ দেন কোপে বিভাণ্ডক ঋষি।
রাজ্যসহ আপনি হইবা ভস্মরাশি।।
তাঁর ঠাঁই যদি তুমি পাবে পরিত্রাণ।
পথেতে করিয়া রাখ বিহিত বিধান।।
স্থানে স্থানে মহিষ গো রাখহ সত্বর।
গীত বাদ্য নৃতোৎসব হউক বিস্তর।।
গীত বাদ্য দেখিয়া তখনি তপোধন।
যত ক্রোধ জন্মে থাকে হবে পাসরণ।।
বুড়ীর বচন রাজা না করিল আন।
পথে পথে করে গ্রাম বড় বড় স্থান।।
শ্রীঋষ্যশৃঙ্গের গ্রাম বলি তার নাম।
সর্ব্বশস্যযুতী পুরী দিব্য দিব্য গ্রাম।।
ঋষ্যশৃঙ্গ রহিলেন লোমপাদ-ঘরে।
বিভাণ্ডক তপ করি গেলেন কুটীরে।।
আর দিন দূর হৈতে শুনে বেদধ্বনি।
সে দিন না শুনে শব্দ ব্যস্ত হৈল মুনি।।
আকুল হইয়া মুনি দাণ্ডাইল তথা।
কান্দিয়া বলেন বাছা ঋষ্যশৃঙ্গ কোথা।।
তপস্যাতে শ্রান্ত হয়ে আইলাম ঘরে।
হেথা আসি কহ কথা, দুঃখ যাক্ দূরে।।
বলিতে বলিতে গেল কুটীরের দ্বারে।
পুত্র পুত্র বলি ডাকে পুত্র নাই ঘরে।।
কমণ্ডলু আছাড়িয়া ফেলে ভূমিতলে।
অজ্ঞান হইয়া মুনি পড়ে বৃক্ষমূলে।।
ক্ষণেক রহিয়া জ্ঞান পাইলেক মুনি।
কোথা ঋষ্যশৃঙ্গ বলি ডাকয়ে অমনি।।
অপত্যের স্নেহ সম নাহিক সংসারে।
যাহাকে দেখেন মুনি জিজ্ঞাসেন তারে।।
মুনি বলে আছ বনে যত তরুলতা।
দেখেছ তোমরা মম পুত্র গেল কোথা।।
মৃগ পশু পক্ষীরে লাগিল সুধাইতে।
তোমরা দেখেছ ঋষ্যশৃঙ্গেরে যাইতে।।
কান্দিয়া কান্দিয়া যান বিভাণ্ডক মুনি।
কতদূরে গিয়া পান গ্রাম একখানি।।
সকল লোকেরে মুনি শোকেতে সুধান।
কাহার এ গ্রামখানি কহ বিদ্যমান।।
যোড়হাত করি প্রজাগণ কহে বাণী।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর ইথে রাজা তিনি।।
লোমপাদ তাঁরে কন্যা দিয়াছে কৌতুকে।
গ্রাম পশু অশ্ব গজ দিয়াছে যৌতুকে।।
এই কথা কহিলেক যত প্রজাগণ।
ক্রোধমন গেল মুনি অতি হৃষ্টমন।।
সংসার করিতে পুত্র করিয়াছে সাধ।
পুত্রের কুশল শুনি খণ্ডিল বিষাদ।।
মুনি ভাবে অপুত্রক অজের নন্দন।
ঋষ্যশৃঙ্গ করিবেন যজ্ঞ আরম্ভণ।।
নিমন্ত্রণ হইবেক মম সে যজ্ঞেতে।
সেইকালে হবে দেখা পুত্রের সহিতে।।
এতেক ভাবিয়া মুনি গেল নিজ বাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।

দশরথ রাজার পুত্রেষ্টি যজ্ঞকরণ ও নারায়ণের চারি অংশে জন্মগ্রহণ

দশরথ রাজারে সুমন্ত্র ইহা বলে।
মুনিকে আনিতে রাজা দশরথ চলে।।
দশরথ লোমপাদ নৃপতির ঘরে।
চতুরঙ্গ সঙ্গে যান হরিষ অন্তরে।।
নৃপের পাইয়া বার্ত্তা লোমপাদ রাজা।
রাজ উপচারে যত্নে করে তাঁরে পূজা।।
মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিয়া করায় ভোজন।
জিজ্ঞাসেন কোন্ কার্য্যে তব আগমন।।
দশরথ বলিলেন শুন মোর বাণী।
অযোধ্যায় লয়ে চল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি। ।
অন্ধকের উক্তি আছে যে অতীতকালে।
পুত্রবান হব আমি ঋষ্যশৃঙ্গ গেলে। ।
এমত কহিলে দশরথ নৃপবর।
লোমপাদ লয়ে গেল মুনির গোচর।।
প্রণাম করেন দশরথ যোড়হাতে।
লোমপাদ পরিচয় লাগিল কহিতে।।
দশরথ এই রাজা শুনেছ আখ্যান।
তুমি কৃপা কর যদি হন পুত্রবান।।
শান্তা কন্যা বিবাহ যে দিয়াছি তোমারে।
সেই কন্যা জন্মেছিল ইহার আগারে।।
ইহার জামাতা তুমি তোমার শ্বশুর।
অপুত্রক তাপিত এ তাপ কর দূর।।
ধ্যানেতে জানিয়া মুনি মনেতে প্রশংসে।
এই ঘরে বিষ্ণু জন্মিবেন চারি অংশে।।
অন্ধক মুনির কথা কভু নহে আন।
এতেক জানিয়া মুনি করিল পয়াণ।।
তনয়া জামাতা সঙ্গে চাপি নিজ রথে।
অযোধ্যা আইল রাজা লোমপাদ সাথে।।
দেখে মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ হৃষ্ট যত প্রজা।
নির্ম্মঞ্ছন করে তাঁর সবে করে পূজা।।
বশিষ্ঠাদি আইল সকল মুনিগণ।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে কর যজ্ঞ আরম্ভণ।।
অশ্বমেধ যজ্ঞে কর বিষ্ণু-আরাধন।
যত মুনিগণে তুমি কর নিমন্ত্রণ।।
দশরথ নিমন্ত্রণ করে দেশে দেশে।
আমন্ত্রণ পাইয়া যতেক মুনি আসে।।
অগস্ত্য আসস্ত্য আর পুলস্ত পুলোম।
আইলাম বৈশম্পায়ন দুর্ব্বাসা গৌতম।।
জৈমিনী গোতম পিপীলিক পরাশর।
পুলহ কৌণ্ডিন্য মুনি এল নিশাকর।।
মার্কণ্ডেয় মরীচি ভরত ভরদ্বাজ।
অষ্টাবক্র মুনি ভৃগু কূর্ম্ম দক্ষরাজ।।
গর্গমুনি দধীচি আইল শরভঙ্গ।
পুজে রাজা মুনিগণে বাড়ে মনে রঙ্গ।।
পাতালের আইল কপিল মহাঋষি।
সগর-সন্তানে যে করিল ভস্মরাশি।।
বেদবান চক্রবান আইল সাবর্ণি।
জল ভিতরের আর মুনি মৎস্যকর্ণী।।
সনাতন সনক যে সনন্দকুমার।
সৌভরি আইল মুনি বিষ্ণু- অবতার।।
আইল বাল্মীকি যমুনার কূলে ধাম।
কশ্যপের পুত্র এল বিভাণ্ডক নাম।।
কতেক আইল মুনি নাম নাহি জানি।
রাজার যজ্ঞেতে এল তিন কোটি মুনি। ।
তিন কোটি মুনি করে বেদ উচ্চারণ।

www.bengaliebook.com

সবাকার বদনে নিঃসরে হুতাশন।।
পৃথিবীতে কেহ আছে এক পদে ভর।
কেহ অনাহারে আছে সহস্র বৎসর।।
মাথায় রচিত জটা বাকল বসন।
নারায়ণ কথা বিনা মুখে নাহি আন।।
এমত আইল তথা তিন কোটি মুনি।
সঙ্গে কত শিষ্য তার সংখ্যা নাহি জানি।।
মুনিগণ বাসার্থ দিলেন বাসাঘর।
পৃথিবীর রাজা এল অযোধ্যা নগর।।
মিথিলার আইল জনক রাজঋষি।
মল্ল মহারাজ এল রাজ্য যার কাশী।।
অঙ্গদেশ-অধিপতি লোমপাদ নাম।
রাজা বঙ্গদেশের আইল গনশ্যাম।।
মরীচিপুরের রাজা ভোজ পুরন্দর।
চম্পাপুর হইতে আইল চম্পেশ্বর।।
আইল তৈলঙ্গ রাজা তেজেতে অসীম।
আইল আটাশী কোটি যে ছিল পশ্চিম।।
মাগধ মগধ কোটি যে ছিল পশ্চিম।
লক্ষ কোটি রাজা এল ছাড়ি রাজপাট।।
উদয়াস্ত গিরিতে যতেক রাজা বৈসে।
দশরথ নিমন্ত্রণে সব রাজা আসে।।
মেদিনী ভুবনে বৈসে যত রাজগণ।
নানা রঙ্গে আইলেন সঙ্গ অগণন।।
প্রত্যেক কহিতে নাম নিতান্ত অশক্য।
রাজা যত আইল আটাশী কোটি লক্ষ।।
যত রাজা গেল দশরথের গোচরে।
রাজচক্রবর্ত্তী দশরথ সর্ব্বোপরে।।
আসিয়া করিল দশরথ সহ দেখা।
দিলেন বার্ষিক কর সমুচিত লেখা।।
যত ধন এনেছিল রাখিল ভাণ্ডারে।
প্রত্যেক প্রত্যেক বাসা দিল সবাকারে।।
যজ্ঞ করিছেন রাজা সরযূর তীরে।
মুনিগণ গেলেন রাজার যজ্ঞঘরে।।
একাশী যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর।
দ্বাদশ যোজন তার আড়ে পরিসর।।
চারিক্রোশ বান্ধিয়াছে যজ্ঞের মেখলা।
শতেক যোজন উভে সেই যজ্ঞশালা।।
মুনিগণ বৈসে গিয়া ঘরের ভিতরে।
শুভক্ষণে শুভলগ্নে যজ্ঞারম্ভ করে।।
স্বস্তিকাদি অগ্রেতে করয়ে মুনিগণ।
সঙ্কল্প করিল তবে অজের নন্দন।।
দাণ্ডাইল দশরথ যোড় করি হাত।
কহিতে লাগিল সব মুনির সাক্ষাৎ।।
ছোট বড় নাহি জানি তুল্য সর্ব্বজন।
আজ্ঞা কর কারে আগে করিব বরণ।।
ব্রহ্মার তনয় আর কুলপুরোহিত।
উহার বরণ আগে শাস্ত্রের বিহিত।।
বশিষ্ঠেরে বরিয়া ঘুচাও অভিমান।
বড় ছোট কেহ নহে সকলি সমান।।
ভাল ভাল বলিয়া সকল মুনি বলে।
বস্ত্র অলঙ্কার রাজা দিলেন সকলে।।
সকলে করিল এককালে বেদধ্বনি।
মুনি-মুখে নিঃসরিল পাবক তখনি।।
সেই অগ্নি পবিত্র করিল মুনিগণ।
অগ্নির কুণ্ডেতে লয়ে করিল স্থাপন।।
আপত তণ্ডুল তিল যব রাশি রাশি।
একে একে দিল ঘৃত সহস্র কলসী।।
একবর্ষ যজ্ঞ করে রাজা দশরথে।

www.bengaliebook.com

দেবতার ভয় হেথা হইল স্বর্গেতে।।
শ্রীবিশ্বশ্রবার পুত্র রাজা দশানন।
হীনজ্ঞানে লঙ্কাতে খাটায় দেবগণ।।
মহেন্দ্র বলেন ব্রহ্মা কোন্ বুদ্ধি করি।
এইকালে জন্ম কি হে লবেন শ্রীহরি। ।
পুত্রের লাগিয়া দশরথ যজ্ঞ করে।
তাঁর পুত্র হৈলে তব দশানন মরে।।
এই যুক্তি করিয়া যতেক দেবগণ।
ক্ষীরোদ সমুদ্রে গেল যথা নারায়ণ। ।
চারি মুখে ব্রহ্মা গিয়ে করেন স্তবন।
কত নিদ্রা যান প্রভু দেব নারায়ণ। ।
পদতলে লক্ষ্মীদেবী করিছেন স্তুতি।
অনন্তশয্যায় শুয়ে আছেন শ্রীপতি।।
সকল দেবতা গিয়া দাণ্ডাইল কূলে।
দেখিল যেমন মেঘ ভাসিছে সলিলে।।
শুইয়া আছেন হরি অনন্ত উপরে।
বাসুকি সহস্র ফণা তদুপরে ধরে।।
সেবকগণের প্রতি প্রভু দেহ মন।
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা চেতনে চেতন।।
বিপত্তি করহ দূর শ্রীমধুসূদন।
চারি মুখে ব্রহ্মা যদি করিল স্তবন।।
ক্ষীরোদ উঠিয়া বসিলেন নারায়ণ।
চারিদিকে দেখিলেন যত দেবগণ।।
বসিয়া শ্রীহরি করিলেন এক শব্দ।
সে শব্দে হইল লোক চারিপদ মুগ্ধ।।
হরি করিলেন চারিদিকে নিরীক্ষণ।
ম্লান দেখিলেন সব দেবের বদন।।
মলিন দেখিয়া জিজ্ঞাসেন নারায়ণ।
তোমা সবাকার শত্রু হৈল কোন্ জন।।
বিধাতা বলেন শুন দেব পুরন্দর।
তুমি গিয়া কহ কথা প্রভুর গোচর।।
আমি বর দিয়াছি দুর্দ্দান্ত রাবণেরে।
তুমি গিয়া কহ দুঃখ প্রভুর গোচরে। ।
দেবগুরু বৃহস্পতি যোড় করি হাত।
প্রভুর আগেতে করিলেন প্রণিপাত।।
অবধান করহ ঠাকুর ভগবান।
আপনি জানহ যত দেবতার মান।।
আগম নিগম তুমি ভারত পুরাণ।
অনাথের নাথ তুমি কর পরিত্রাণ।।
বিশ্বশ্রবা মুনি-পুত্র রাজা দশানন।
পাইল ব্রহ্মার বর করি আরাধন।।
তার তেজে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে।
দেবের দেবত্ব হরে দুষ্ট দুরাচারে।।
ঘুচাইল যমের যতেক অধিকার।
সূর্য্যের উদয় নাই সদা অন্ধকার।।
চন্দ্রের কতেক কব নাহি তার জ্যোতি।
বহুকাল প্রভু স্বর্গে অন্ধকার রাতি।।
বরুণের ঘুচিল অগাধ যত জল।
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি নাহিক প্রবল।।
কুবেরের হরে ধন পাইল তরাস।
গ্রহগণ অধিকার হইল বিনাশ।।
সম্বরিল পবন পাইয়া মহাভয়।
সমুদ্রের বেগ অতি মন্দ মন্দ বয়।।
ছাড়ে বীণা নারদ, বীণায় ছাড়ে গীত।
অমঙ্গল স্বর্গে যত হৈল বিপরীত।।
বসন্তাদি অধিকার, ছাড়ে ছয় ঋতু।
নিত্য ভয় পাই সবে রাবণের হেতু।।
ব্রহ্মার বরেতে সেই হইল দুর্জ্জয়।

www.bengaliebook.com

তারে বর দিয়া ব্রহ্মা নিজে পান ভয়।।
তারে বর পেয়ে লঙ্ঘে তাঁহার বচন।
স্বর্গ হৈতে খেদাড়িয়া দিল দেবগণ।।
কাড়িয়া লইল সে দেবের কন্যা যত।
দেবের শরীরে অপমান সহে কত।।
ত্রিভুবনে রহিতে কোথাও নাহি স্থান।
যথা যাই তথা সেই করে অপমান।।
নিবেদন মহাশয় তোমার চরণে।
রাবণে বধিয়া রাখ দেব-দেবীগণে।।
শুনিয়া প্রভুর ক্রোধ অন্তরে বাড়িল।
ঘৃত পেয়ে অগ্নি যেন প্রজ্জ্বলিত হৈল।।
বিনতা-নন্দনে হরি করেন স্মরণ।
চক্রহাত লয়ে পক্ষে করি আরোহণ।।
কহিলেন দেবগণে ভয় নাহি আর।
রাবণেরে এখনি যে করিব সংহার।।
গরুড়ে চড়িয়া চলিলেন জগন্নাথ।
একালে কহেন ব্রহ্মা প্রভুর সাক্ষাৎ।।
আমি বর দিয়াছি যে পূর্ব্বে রাবণেরে।
এখন করিলে রণ রাবণ না মরে।।
নরের উদরে যদি লও হে জনম।
নর-বানরের হাতে তাহার মরণ।।
প্রভুর সাক্ষাতে ব্রহ্মা কহেন এ কথা।
জন্মের নামেতে প্রভু হেঁট করে মাথা।।
বরের সময় ব্রহ্মা হন আগুয়ান।
বিপদে পড়িলে বলে রক্ষ ভগবান।।
কতবার দুঃখ পাব ললাটে লিখন।
পৃথিবীতে যাব স্বর্গ করিয়া ত্যজন।।
পুনশ্চ হরিরে ব্রহ্মা কহেন বচন।
দুষ্ট রাবণের ক্রিয়া করহ শ্রবণ।।

হাতে অস্ত্র সূর্য্যদেব লঙ্কার দুয়ারী।
ইন্দ্র মালা গাঁথি দেন, চন্দ্র ছত্রধারী।।
আপনি ত অগ্নিদেব করেন রন্ধন।
মন্দ মন্দ বাতাস করেন সমীরণ।।
বরুণ বহিয়া জল দেন নিতি নিতি।
করেন মার্জ্জন গৃহ নিজে বসুমতী।।
শুনিলে যমের কথা হইবেক হাস।
কাটিয়া আনেন তার ঘোটকের ঘাস।।
শনিদৃষ্টে ত্রিভুবন ভস্ম হৈয়া উড়ে।
কাপড় ধুইয়া দেন শনি লঙ্কাপুরে।।
জগতের কর্ত্তা আমি ব্রহ্মা মহামুনি।
পড়াই বালকগণে লঙ্কাতে আপনি।।
রাবণের আগে দেব-গায়ক নারদ।
রাবণ ভুবন জিনি করেছে সম্পদ।।
জন্ম নিতে হরি যদি হইলা কাতর।
আপনার দৃষ্টি সব লহ চক্রধর।।
আর ব্রহ্মা আর ইন্দ্র করহ সৃজন।
আপনার সৃষ্টি সব লহ নারায়ণ।।
এতেক বলিল ব্রহ্মা করুণ বচন।
প্রভু ভক্তবৎসল দিলেন তাহে মন।।
হে ব্রহ্মণ্ ইহার উপায় বল মোরে।
কোন্ বংশে জন্ম লব বল কার ঘরে।।
কাহার উদরে আমি লইব জনম।
আমারে বা আপত্য বলিবে কোন্ জন।।
ব্রহ্মা বলে জন্ম লবে দশরথ-ঘরে।
সূর্য্যবংশ-পুণ্যেতে কৌশল্যার উদরে।।
বিধাতার বচনে বলেন চক্রপাণি।
দশরথ কৌশল্যা উভয়ে আমি জানি।।
পূর্ব্বেতে আমার সেবা করেছে বিস্তর।

www.bengaliebook.com

জন্মিব তোমার ঘরে দিয়াছি এ বর।।
নরের গর্ভেতে আমি লইব জনম।
বানরীর গর্ভে জন্ম লহ দেবগণ।।
আমি হর হই, হও তোমরা বানর।
রাবণ মারিতে যেন হইও দোসর।।
ব্রহ্মাবাক্যে স্বীকার করেন নারায়ণ।
পদতলে পড়ি লক্ষ্মী যুড়িল ক্রন্দন।।
তব অবতার হবে পৃথিবী-মণ্ডলে।
তোমা দরশন আমি পাব কত কালে।।
আমারে ছাড়িয়া কোথা যাইবে শ্রীহরি।
বিচ্ছেদ যন্ত্রণা আমি সহিতে না পারি।।
লক্ষ্মীর রোদরেতে কান্দেন কম্বুগ্রীব।
ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসে কোথা লক্ষ্মীরে রাখিব।।
শুনিয়া সে বাক্য ব্রহ্মা নিবেদন করে।
ইনি নাহি গেলে কি রাবণ রাজা মরে। ।
অযোনিসম্ভবা উনি জন্মিবেন চাষে।
জনকের ঘরে জন্ম মিথিলার দেশে।।
এতেক বলিল যদি ব্রহ্মা তপোধন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ। ।

জনক ঋষির চাষে সীতার জন্ম

শ্রীহরি জন্ম-কথা থাকুক এখন।
আগেতে কহিব মাতা লক্ষ্মীর জনম।।
যেখানেতে বেদবতী ছাড়িল জীবন।
সেখানে হইল দিব্য মিথিলা ভুবন।।
তার রাজা হইল জনক নামে ঋষি।
পুত্রের কারণে রাজা যজ্ঞভুমি চষি।।
স্বহস্তে লাঙ্গলে রাজা চাষভূমি চষে।
ঊর্ব্বশী চলিয়া যায় উপর আকাশ।।
তাহাকে দেখিয়া কামে জনক মোহিত।
হঠাৎ ঋষির বীর্য্য হইল স্খলিত।।
দৈবযোগে পৃথিবী আছিল ঋতুমতী।
ঋষিবীর্য্য পড়িল, হইল গর্ভবতী।।
ডিম্বরূপে ভূমিমধ্যে ছিল বহুকালে।
ভাসিয়া উঠিল ডিম্ব-লাঙ্গল সীরালে।।
ডিম্ব ভাঙ্গি জনক করিল খান খান।
কন্যারত্ন দেখে তাহা লক্ষ্মীর সমান।।
উঙা উঙা করি কান্দে যেন সৌদামিনী।
আচম্বিতে আকাশে হইল দৈববাণী।।
চাষভূমি হৈতে এই কন্যার জনম।
তব কন্যা বটে এই করহ পালন।।
শুনিয়া জনক বড় হরিষ অন্তরে।
কন্যা কোলে করিয়া তখন আসে ঘরে।।
দেখি কন্যা রাজরাণী জিজ্ঞাসে তখন।
দুঃখ দিয়া কাহারে আনিলা কন্যাধন।।
জনক বলেন, ক্ষেত্রে কন্যার জনম।
মম কন্যা বটে তুমি করহ পালন।।
অপত্য নাহিক স্নেহ বাড়িল অন্তরে।
দিনে দিনে বাড়ে লক্ষ্মী জনকের ঘরে।।
ঘন কেশপাশ তাঁর যেমন চামর।
পাকা বিম্বফল তুল্য তাঁর ওষ্ঠাধর।।
মুষ্টিতে ধরিতে পরি তাঁহার কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত পাদপদ্মের অঙ্গুলী।।
পরমা সুন্দরী কন্যা যেন হেমলতা।
সীরালে হইল জন্ম নাম থুল সীতা।।
লক্ষ্মীর রূপের কিবা কহিব তুলন।
যাঁর রূপে ভুলিলেন নিজে নারায়ণ।।
যেই জন শুনে এই লক্ষ্মীর জনম।
ধন পুত্র লক্ষ্মী তারে দেন নারায়ণ।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
গাইল এ আদিকাণ্ড লক্ষ্মীর জনম।।

দশরথের যজ্ঞ সাঙ্গ ও যজ্ঞের চরু তিন রাণীতে ভক্ষণ এবং তিনের গর্ভে নারায়ণের চারি অংশে জন্ম-বৃত্তান্ত

মিথিলায় হৈল যদি লক্ষ্মীর উৎপত্তি।
অযোধ্যায় জন্ম নিতে যান লক্ষ্মীপতি।।
দশরথ যজ্ঞ করে একই বৎসর।
যজ্ঞস্থলে আসি দেখা দিলেন শ্রীধর।।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ কলা।
কিরীট কুণ্ডল কর্ণে হৃদে বনমালা। ।
এইরূপে আসি দেখা দিলা নারায়ণ।
কেবল দেখিল ঋষ্যশৃঙ্গ তপোধন।।
মুনি বলে দশরথ তুমি পুণ্যবান।
তব ঘরে জন্মিতে আইল ভগবান।।
হেনকালে দৈববাণী হৈল চমৎকার।
বিষ্ণু জন্মে রাবণেরে করিতে সংহার।।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দিল যজ্ঞেতে আহুতি।
যজ্ঞ হৈতে উঠে চরু বিষ্ণুর আকৃতি।।
বিষ্ণুমন্ত্রে ঋষ্যশৃঙ্গ তাতে দিল কাটি।
তাতে ফেলে দিল অন্ধকের ফলগুটি।।
সেই ফলে নারায়ণ করেন প্রবেশ।
চরুতে মিশ্রিত হন প্রভু কমলেশ।।
তুলিলেন চরু মুনি সুবর্ণের থালে।
দশরথ-হাতে দিয়া কহে শুভকালে।।
প্রথমা নারীকে লয়ে করাহ ভক্ষণ।
এই চরু হৈতে হবে তোমার নন্দন।।
মুনি চরু হাতে দিল রাজা বন্দে মাথে।
অন্তঃপুরে গেল রাজা সুপবিত্র পথে।।
কৌশল্যা কৈকেয়ী তাঁরা মুখ্যা দুই রাণী।
একভাগ ছিল চরু কৈল দুইখানি।।
অগ্রভাগ দিল রাজা কৌশল্যা রাণীরে।
শেষ ভাগখানি দিল কৈকেয়ী দেবীরে।।
চরু দিয়া যজ্ঞশালে গেলে দশরথে।
হেনকালে সুমিত্রা সে লাগিল কান্দিতে।।
ঊর্দ্ধশ্বাসে আসি কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
কোন দ্রব্য খেতে রাজা না কৈল আশ্বাস।।
আমি ত দুর্ভাগা নারী বিফল জীবন।
আমারে বঞ্চিয়া খেয়ে কত পাবে ধন।।
শুনিয়া কৌশল্যা রাণী হয়ে দয়াবতী।
বলিতে লাগিল রাণী সুমিত্রার প্রতি।।
মনে মানিয়াছি যেন তিনটি ভগিনী।
আপন ভাগের তোমা দিব অর্দ্ধখানি।।
ইহাতে তোমার যদি জন্ময়ে নন্দন।
আমার পুত্রের সঙ্গে রহিবে সেজন।।
সুমিত্রা বলেন দিদি এই দেহ বর।
মম পুত্র হয় তব পুত্রের নফর।।
অগ্রভাগ কৌশল্যা রাখিয়া নিজ ঘরে।
শেষে শেষভাগ দিল সুমিত্রা দেবীরে।।
তাহা দেখে বসিয়া কৈকেয়ী ক্রূরমতি।
কপটে ডাকিয়া কহে সুমিত্রার প্রতি।।
তোমারে চরুর অর্দ্ধ অংশ দিব আমি।
সুমিত্রা ভগিনী এই সত্য কর তুমি। ।
আমার চরুর অংশে হবে যে নন্দন।
আমার পুত্রের সঙ্গী কর সেই জন।।
সুমিত্রা বলেন দিদি করিলাম পণ।
তোমার পুত্রের দাস আমার নন্দন।।
এত বলি শেষভাগ দিলেন তাহারে।
তিন জন খাইলেন চরু একেবারে।।

এক অংশে নারায়ণ চারি অংশ হৈয়া।
তিন গর্ভে জন্মিলেন শুভক্ষণ পাইয়া।।
হেথা যজ্ঞ সাঙ্গ করি রাজা দশরথ।
ব্রাহ্মণেরে ধন দান করে বিধিমত।।
ব্রাহ্মণে তুষিল করি নানা ধন দান।
সবে আশীর্ব্বাদ করে, হও পুত্রবান।।
বিদায় হইয়া মুনি নিজ দেশে যায়।
আদিকাণ্ডে গাইল পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ সায়।।

www.bengaliebook.com

শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম বিবরণ

হেথা তিন রাণী চরু করিল ভক্ষণ।
কোটি সূর্য্য জিনি সেই তিনের বরণ।।
হইয়াছিলেন বৃদ্ধা শিরে পাকা কেশ।
চরুর ভক্ষণে যেন প্রথম বয়েস।।
বিধাতা সকল মায়া করেন ঘটন।
এককালে ঋতুমতী হৈল তিনজন।।
দশরথ জানিলেন এ সব সন্দর্ভ।
ঋতুর লক্ষণে জানা গেল সেই গর্ভ।।
এইমত তিন গর্ভ বাড়ে দিনে দিনে।
দুইমাসে গর্ভ জানা গেল সুলক্ষণে। ।
চারিমাসে গর্ভেতে প্রতীত হৈল মন।
পঞ্চমাস গর্ভেতে শুনিল ত্রিভুবন। ।
প্রথম গর্ভেতে লজ্জাযুক্তা অহর্নিশি।
বদন হইল যেন প্রভাতের শশী।।
কুচাগ্র হইল কাল উদর ডাগর।
মৃত্তিকার ভক্ষণেতে সদা সমাদর।।
ঘন ঘন হাই উঠে অলস নয়ন।
পাণ্ডুবর্ণ হৈল অঙ্গ খসে আভরণ।।
কৃষ্ণবর্ণ প্রকাশ হইল স্তনবোঁটে।
শরীরে না রহে বস্ত্র নিত্য বল টুটে।।
এইমত হইল সে গর্ভের বর্দ্ধন।
নয় মাস গর্ভবতী হৈল তিন জন।।
দেখি দশরথ রাজা আনন্দিত মন।
পঞ্চামৃত দিয়া কৈল গর্ভের শোধন।।
যে ছিল প্রাক্তন পুণ্য তাহারি কারণ।
কৌশল্যারে দেখা দেন প্রভু নারায়ণ।।
স্বপ্নে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গধারী।
চতুর্ভুজ রূপে দেখা দিলেন শ্রীহরি।।
পুত্রভাবে হরিকে করিল রাণী কোলে।
কহিলেন কৌশল্যারে ডাকিয়া মা ব’লে।।
পূর্ব্বেতে আমার সেবা করেছ আদরে।
সেই পুণ্যে জন্মিলাম তোমার উদরে। ।
আপনি তোমার গর্ভে লয়েছি জনম।
পুত্র বলি স্তন দিয়া করহ পালন।।
এত বলি অদর্শন হৈল নারায়ণ।
কৌশল্যা বলেন কিবা দেখিনু স্বপন। ।
কহিল সকল কথা দশরথ প্রতি।
মা বলিয়া আমাকে যে ডাকেন শ্রীপতি।।
শুনি দশরথ রাজা হরষিত মন।
ভাবে, বুঝি সত্য হবে অন্ধক- বচন। ।
দীন দ্বিজগণেরে দিলেন কত স্বর্ণ।
এইরূপে দশ মাস হইল সম্পূর্ণ।।
প্রসব- সময় যত নিকট হইল।
দশরথ ভূপতির আনন্দ বাড়িল।।
এখন তখন রাণী হইবে প্রসব।
প্রজা সব গান করে সদা এই রব।।
যেই দিন ভূমিষ্ঠ হবেন নারায়ণ।
আকাশ যুড়িয়া বসিলেন দেবগণ।।
শুভগ্রহ সকল উদিত স্থানে স্থানে।
দশদিক মঙ্গল সকল তারাগণে।।
প্রথমে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভের বেদন।
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল নারীগণ।।
মধুচৈত্রমাস, শুক্লা শ্রীরাম নবমী।
শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ হলেন জগৎস্বামী।।
গর্ভব্যথা নাহি তার নাহিক শোণিত।
শুভক্ষণে শ্রীহরি হইল উপনীত।।
অন্ধকার ঘুচে যে জ্বালিলেক বাতি।

কোটি সূর্য্য জিনিয়া তাঁহার দেহ-জ্যোতি।।
শ্যামল শরীর প্রভু চাঁচর কুন্তল।
সুধাংশু জিনিয়া মুখ করে ঝলমল।।
আজানুলম্বিত দীর্ঘ ভুজ সুললিত।
নীলোৎপল জিনি চক্ষু আকর্ণ পূর্ণিত।।
কে বর্ণিতে হয় শক্ত রক্ত ওষ্ঠাধর।
নবনীত জিনিয়া কোমল কলেবর।।
সিন্দূরে মণ্ডিত রাঙ্গা চরণ সুন্দর।
কমল জিনিয়া প্রভু-নাভি মনোহর।।
সংসারের রূপ যত একত্র মিলন।
কিসে বা তুলনা দিব নাহিক তেমন।।
জয় জয় হুলাহুলি দিল নারীগণ।
সাবধানে করিলেক নাড়িকা ছেদন।।
কৌশল্যার দাসী সেই শুভবার্ত্তা নামে।
শুভ সমাচার দিল গিয়া রাজধামে।।
শুনি দশরথ পূর্ণ পুলক শরীরে।
অষ্ট আভরণ আরো দিলেন দাসীরে।।
পরম আনন্দে রাজা পাসরে আপনা।
কত ধন দিল দ্বিজে কে করে গণনা।।
আনন্দ-সাগরে রাজা ভাসে সেই ঠাঁই।
পুনরপি দিল দান কত শত গাই।।
গণক আনিয়া করিলেন শুভকাল।
পুত্রমুখ দেখিবারে যান মহীপাল।।
ইন্দ্র যেন চলিলেন শচীর মন্দিরে।
চন্দ্র যেন আসিতেছে রোহিণীর ঘরে। ।
কৌশল্যা বসিয়া আছে নারায়ণ কোলে।
পুত্র দেখিবারে রাজা গেল হেনকালে।।
ধীরে ধীরে দশরথ পুত্র নিল বুকে।
এক লক্ষ চুম্ব তাঁর দিল চাঁদমুখে।।
দরিদ্র পাইল যেন নিধির কলস।
ততোধিক আনন্দিত রাজার মানস।।
অন্ধজন যেমন নয়ন লাভে হয়।
ততোধিক দশরথ পাইয়া তনয়।।
এতদিনে দশরথ মনেতে উল্লাস।
রামজন্ম রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।

ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম-বিবরণ

এক অংশে জন্ম লইলেন নারায়ণ।
শুনিয়া দুঃখিত বড় কৈকেয়ীর মন।।
আজ হৈতে কৌশল্যা যে বাড়িল সোহাগে।
মোরে পুত্র কেন বিধি নাহি দিল আগে।।
জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
মোরে পুত্র বিধি আগে কেন নাহি দিলে।।
বলিতে বলিতে হৈল গর্ভের বেদন।
কৈকেয়ী বলেন কুব্জী গা করে কেমন। ।
ছিলেন মায়ের গর্ভে করি পদ্মাসন।
শুভক্ষণে জন্মিলেন প্রভু নারায়ণ। ।
কৌশল্যা রাণীর পুত্র যেরূপ লাবণ্য।
সেই নাক সেই মুখ কিছু নহে ভিন্ন। ।
কুব্জী গিয়া জানাইয়া ভূপতির ঘরে।
হইল তোমার পুত্র কৈকেয়ী-উদরে।।
শুনি দশরথ রাজা আপনা পাসরে।
পুত্রমুখ দেখে গিয়া কৈকেয়ীর ঘরে। ।
পুত্রমুখ দেখে রাজা অতি হৃষ্টমতি।
ধন বিতরণেতে দিলেন অনুমতি।।
সুমিত্রার হইলেক গর্ভের বেদন।
যমজ উভয় পুত্র প্রসবে তখন।।
গৌরবর্ণ হৈল দোঁহে বিষ্ণু-অবতার।
সুমিত্রা প্রসব হৈল যমজ কুমার।।
যখন যমজ পুত্র প্রসবে সুন্দরী।
জয় জয় হুলাহুলি দিল সব নারী।।
দাসী গিয়া দশরথে কহিল গৌরবে।
আর দুই পুত্র রাজা সুমিত্রা প্রসবে।।
শুনিয়া হইল তাঁর আনন্দ অপার।
ব্রাহ্মণেরে লুটাইল সকল ভাণ্ডার। ।
চলিলেন দশরথ পরম কৌতুক।
তিন ঘরে দেখিলেন চারি পুত্রমুখ।।
তিন দণ্ড বেলা হৈল গণকের মেলা।
খড়িতে গণিয়া দেখে শুভক্ষণ বেলা।।
সূর্য্যবংশে আছে বহু রাজার সুকীর্ত্তি।
সবা হৈতে এই পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী।।
ইহার কোষ্ঠীর কিবা করিব গণন।
এমন লক্ষণে বুঝি প্রভু নারায়ণ।।
যেই জন শুনে প্রভু রামের জনম।
ধন পুত্র লক্ষ্মী হয়, ভয় পায় যম। ।
অযোধ্যায় হইল আনন্দ কোলাহল।
ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র সবে করিল মঙ্গল।।
গণকে তুষিল রাজা দিয়া নানা ধন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ। ।

শ্রীরামের জন্মে দেবগণের আনন্দ

রামের জনম শুনি,
নাচেন সকল মুনি,
দণ্ড কমণ্ডলু করি হাতে।
স্বর্গে নাচে দেবগণ,
মর্ত্ত্যে নাচে মর্ত্ত্যজন,
হরিষে নাচিছে দশরথে।।
শ্রীদেবযানীর সঙ্গে,
নাচিছেন ব্রহ্মা রঙ্গে,
শচী সঙ্গে নাচে শচীপতি।
স্থাবর জঙ্গম,
আর সবে নাচে চমৎকার,
উল্লাসিত নাচে বসুমতী।।
দিব্য দিব্য আভরণ,
পরি যত নারীগণ,
চলি যায় অনেক সুন্দরী।
চলি যায় রাজপথে,
শ্রীরামের নিরখিতে,
সম্মুখেতে নাচে বিদ্যাধরী।।
রত্নের প্রদীপ জ্বলে,
পুরী পূর্ণা কোলাহলে,
কৌশল্যা হইল পুত্রবতী।
গগনমণ্ডলে থাকি,
দেবগণ বলে ডাকি,
জয় জয় জয় রঘুপতি।।
জন্মিলেন নারায়ণ,
বধিবারে দশানন,
দেবেরে করিতে অব্যাহতি।
ইহা শুনে যেই জন,
কিম্বা করে অধ্যয়ন,
ভবমুক্ত হয় সেই কৃতী।।
বৈকুণ্ঠ করিয়া শূণ্য,
প্রকাশিতে নরপুণ্য,
অবতীর্ণ পূর্ণ ভগবান।
রচিল যে কৃত্তিবাস,
পূর্ণ করি অভিলাষ,
বন্দিয়া সে বাল্মীকি পুরাণ।।

শ্রীরামের জন্মে রাবণের বিপদানুভব এবং তন্নিবারণের উপায় করণ

অযোধ্যাতে জন্ম যদি নিলেন শ্রীপতি।
লঙ্কায় আতঙ্ক দেখে সদা লঙ্কাপতি।।
আচম্বিতে রাবণের সিংহাসন দোলে।
মাথার মুকুট খসি পড়ে ভূমিতলে।।
দশমুখে হায় হায় করে দশানন।
আচম্বিতে মুকুট খসিল কি কারণ।।
কোথা গেল ইন্দ্রজিৎ আন গাণ্ডীবাণ।
পৃথিবী বাসুকি কাটি করি খান খান।।
হেনকালে কহেন ধার্ম্মিক বিভীষণ।
জন্মিয়াছে যে তোমার বধিবে জীবন।।
পৃথিবীর প্রতি ক্রোধ কর কি কারণ।
তোমার বধিতে জন্ম নিল নারায়ণ।।
আর কারো অপরাধ নাহি দশানন।
বাসুকি কাটিতে এবে কহ কি কারণ।।
এইকালে আকাশে হইল দৈববাণী।
দশরথ ঘরেতে জন্মিল চক্রপাণি।।
শুনিয়া চিন্তিত বড় রাজা দশানন।
ডাক দিয়া বলে শুন শুক ও সারণ।।
একে একে দেখে এস পৃথিবী ভুবনে।
আমার শত্রুর জন্ম হৈল কোন্ খানে।।
এখনি মারিব তারে অতি শিশুকাল।
প্রবল হইলে সেই বাড়িবে জঞ্জাল।।
রাবণের আজ্ঞা চর বন্দিলেক মাথে।
সমুদ্রের পার হৈয়া লাগিল ভাবিতে।।
পরম বৈষ্ণব দূত শুক ও সারণ।
বাসবের দ্বারী তারা জানে ত্রিভুবন।।
শুক বলে শুন মোর ভাই রে সারণ।
অযোধ্যায় বুঝি জন্মিলেন নারায়ণ।।
আজি শুভদিন হৈল আমা দোঁহাকার।
ভাগ্যফলে দেখি গিয়া চরণ তাঁহার।।
এত বলি অযোধ্যায় দিল দরশন।
দেখিল অযোধ্যা যেন বৈকুণ্ঠ-ভুবন।।
রতন প্রদীপ জ্বলে প্রতি ঘরে ঘরে।
হৈল হরিদ্রায় পথে চলিতে না পারে।।
অলক্ষ্যিতে সান্ধাইল কৌশল্যার ঘরে।
বসিছেন কৌশল্যা শ্রীরামে কোলে করে।।
যাহার মানসে থাকে যেরূপ বাসনা।
সেইরূপে প্রভুরে দেখয়ে সেই জনা।।
পরম বৈষ্ণব তারা ভাই দুইজন।
চতুর্ভুজ রূপে দেখিলেন নারায়ণ।।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ কলা।
কিরীট কুণ্ডল কানে হৃদে বনমালা।।
শত কোটি ব্রহ্মা তাঁরে করিছে স্তবন।
প্রভুর শরীরে দেখে এ তিন ভুবন।।
প্রসঙ্গেতে দেখিল যে সর্ব্ব পারিষদ।
সনক সনাতন আদি প্রহ্লাদ নারদ।।
এইরূপে দুই ভাই প্রভুরে দেখিয়া।
সহস্র প্রণাম করে ভূমে লোটাইয়া।।
ভক্তিভাবে করয়ে অনেক প্রণিপাত।
স্তবন করিছে তারা করি যোড়হাত।।
রাক্ষসের জাতি মোরা বড়ই অধম।
তোমার মহিমা জ্ঞানে আমরা অক্ষম।।
যে পদ ব্রহ্মাদি দেব নাহি পায় ধ্যানে।
হেন পাদপদ্ম দেখি প্রত্যক্ষ প্রমাণে।।
এই নিবেদন করি শুন মহাশয়।

তব পাদপদ্মে যেন সদা মন রয়।।
কৃপার সাগর প্রভু তুমি গুণধাম।
এত বলি গেল তারা করিয়া প্রণাম।।
পথে যেতে দুই ভাই ভাবিলেক মনে।
এ কথা কহিব না সে পাপী দশাননে।।
চুক্ষর নিমিষে তারা লঙ্কাপুরে গিয়া।
রাবণেরে কহে কথা আগে দাঁড়াইয়া।।
একে একে দেখিলাম এ তিন ভুবনে।
তোমার কি শত্রু আছে নাহি লয় মনে। ।
মুকুট খসিল রাজা, হবে অপমান।
সকল তীর্থের জলে তুমি কর স্নান।।
সুবর্ণ করহ দান দীন দ্বিজ নরে।
অমঙ্গল ঘুচিবে, আপদ যাবে দূরে।।
দশ মুখ মেলিয়া রাবণ রাজা হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে। ।
না বুঝিয়া কথা কহ ভাই বিভীষণ।
আমার কি শত্রু আছে হেন লয় মন।।
রাবণের কথা শুনি বলে বিভীষণ।
পরিণামে এই কথা করিবে স্মরণ।।
রাবণ সমুদ্র বলি লাগিল ডাকিতে।
আসিয়া সমুদ্র দাঁড়াইল যোড়হাতে।।
রাজা বলে পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে।
সকল তীর্থের জল আন মোর কাছে।।
বাক্যমাত্র বলিতে বিলম্ব না হইল।
সকল তীর্থের জল সম্মুখে আইল।।
তীর্থজলে দশানন করিলেন স্নান।
দরিদ্র দুঃখীকে রাজা করে স্বর্ণদান।।
যতেক কাঞ্চন দিল নাম লব কত।
ধেনু দান শিলা দান করে শত শত।।
দান পুণ্য করিয়া বসিল দশানন।
ভাবিল অমর আমি, নাহিক মরণ।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের শ্লোক বিচক্ষণ।
রামের প্রীতিতে হরি বল সর্ব্বজন। ।

www.bengaliebook.com

বানরগণের জন্ম-বিবরণ

নবরূপে জন্মিলেন প্রভু নারায়ণ।
বানর রূপেতে জন্ম নিল দেবগণ।।
বিধাতা বলেন, শুন যত দেবগণ।
যে যথা বানরী পাও কর আলিঙ্গন।।
এক বানরীতে রতি ইন্দ্র সূর্য্য করে।
দুই পুত্র জন্মিলেন তাহার উদরে।।
হইল ইন্দ্রের তেজে বালি কপিবর।
সুগ্রীব বীরের জন্ম দিলেন ভাস্কর।।
কিষ্কিন্ধ্যায় ফল মূল খাইতে রসাল।
ফল মূল খায় দোঁহে বিক্রমে বিশাল। ।
তেজ হৈতে তেজ বাড়ে, সম্পদে সম্পদ।
হইল বালির পুত্র কুমার অঙ্গদ।।
হইল ব্রহ্মার তেজে মন্ত্রী জাম্বুবান।
হইলেন পবনের তেজে হনুমান।।
হেমকূট নামে কপি বরুণ নন্দন।
পঞ্চ পুত্র যমের যে যম দরশন।।
জন্মিল শিবের তেজে কেশরী বানর।
দিনে দিনে বাড়ে যেন শাল তরুবর।।
অগ্নিতেজে হইলেন নীর সেনাপতি।
কুবেরের তেজে জন্ম বানর প্রমাথী। ।
সুষেণের জন্ম হয় ধন্বন্তরী-তেজে।
অহিবিদ্যা-বৈদ্যশাস্ত্র দিল তার মাঝে।।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র হইল সুষেণ-নন্দন।
চন্দ্র-তেজে দধিমুখ হইল তখন।।
প্রত্যেক কহিলে হয় পুস্তক বিস্তর।
একৈক দেবের পুত্র একৈক বানর।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত যে সুখী সর্ব্ব দণ্ডে।
বানরের জন্ম এবে গায় আদ্যকাণ্ডে। ।

দশরথের চারি পুত্রের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ

এৈকেক গণনে যে হইল চারি দিন।
পাঁচ দিনে পাঁচুটী করিল সুপ্রবীণ।।
ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা নিশি জাগরণে।
দিল অষ্ট কলাই অষ্টাহে শিশুগণে।।
ডাক দিয়া আনে রাজা বালকগণেরে।
কাপড় পূরিয়া সোণা দিল সবাকারে।।
এয়োদশে রাজার হইল অশৌচান্ত।
কতেক করিল দান তার নাহি অন্ত।।
ছয় মাস বয়স্ক হইলে চারি জন।
করাইল সবাকার ওদন-প্রাশন।।
আমন্ত্রণ করিয়া সকল ক্ষত্রগণে।
আনাইল দশরথ আপন ভবনে।।
আসিয়া বশিষ্ঠ মুনি মহানন্দ মনে।
চারি পুত্রমুখে অন্ন দিল শুভক্ষণে।।
দশরথ চারি পুত্র লয়ে নিজ কোলে।
মিষ্টান্ন দিলেন সবা বদনকমলে।।
বসিলেন চারি ভাই সুচারু বদন।
কৌতুকে যৌতুক দিল সবে রত্ন ধন।।
সকলে যৌতুক দিল আসি রাজধাম।
বিচার করেন সবে রাখেন কি নাম।।
বিচারিল চারি বেদ আগম পুরাণ।
যে মন্ত্র হইলে লোক পাবে পরিত্রাণ।।
যেই মন্ত্র বাল্মীকি জপেন অবিরাম।
কৌশল্যাপুত্রের নাম রাখিল শ্রীরাম।।
পৃথিবীর ভর সহিবেন অবিরত।
তেঁই হেতু তাঁর নাম হইল ভরত।।
সুমিত্রার হইয়াছে যমজ নন্দন।
শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ তার জ্যেষ্ঠ শ্রীলক্ষ্মণ।।
রাজা চারি নন্দনের শুনিলেন নাম।
ব্রাহ্মণেরে দিল দান কত শত গ্রাম।।
রজত কাঞ্চন দিল নাম লব কত।
ধেনু দান শিলা দান করে শত শত।।
নানা দান দিয়া করে বশিষ্ঠের মান।
দুগ্ধবতী গাভী দিল সহস্র প্রমাণ।।
আশীর্ব্বাদ করে ঘরে গেল মুনিগণ।
আদিকাণ্ডে শ্রীরামের নাম সঙ্কলন।।

শ্রীরাম লক্ষ্মণাদির বাল্যক্রীড়া

ছমাস বয়স্কে রাম দেন হামাগুড়ি।
হাসিয়া মায়ের কোলে যান গড়াগড়ি।।
ক্ষণেক মায়ের কোলে ক্ষণে পিতৃকোলে।
বদনে না আসে কথা আধ আধ বোলে।।
শ্রীরামের চন্দ্রাননে অমৃত- বচন।
প্রকাশিত মন্দ মন্দ হাসিতে দশন।।
এক বর্ষ বয়স্ক হইলে ভাই কটি।
পীতধড়া পরিধান গলে স্বর্ণ কাঁঠি। ।
কাঁঠির মধ্যেতে দিব্য সোণার কিঙ্কিণী।
রত্নের নূপুর পায় রুণু রুণু ধ্বনি।।
করেন শ্রীরাম খেলা বালকের সনে।
পরস্পর সম্প্রীতি হইল চারি জনে।।
শ্রীরাম চলিতে পথে চলেন লক্ষ্মণ।
ভরতের চলনে চলেন শত্রুঘন।।
যার যে চরুর বংশ জানিল তাহাতে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে মিলে, শত্রুঘ্ন ভরতে।।
যথা তথা যান রাজা রাম যান সাথে।
এক তিল অদর্শনে প্রমাদ তাঁহাতে।।
ব্রহ্মা আদি যাঁর পদ না পান মননে।
পুনঃ পুনঃ চুম্ব দেন তাঁহার বদনে।।
চন্দ্রকলা যেমন বর্দ্ধিত দিনে দিনে।
সেইরূপ লাবণ্য বাড়িল চারি জনে।।
এক বিষ্ণু চারি ভাই মায়র কারণ।
রামে দেখি দশরথ ভাবে মনে মন।।
সর্ব্বক্ষণ দশরথ রামেরে নেহালে।
অন্ধক মুনির শাপ মনে মনে বলে।।
শাপ দিল মুনি মোরে গৌরব কারণ।
এই পুত্র না দেখিলে আমার মরণ।।
না'হাজার বর্ষ রাজ্য করি কুতূহলে।
রাম হেন পুত্র পাইলাম পুণ্যফলে।।
পুত্রমুখ দেখি সদা জীবন সফল।
দশরথ-গৃহে রাম প্রথম প্রবল।।
এই মত দশরথ করে অভিলাষ।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস। ।

শ্রীরামের শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা

পঞ্চবর্ষ গত হলে হাতে দিল খড়ি।
পড়িতে পাঠান রাজা বশিষ্ঠের বাড়ী।।
কখগ আঠার ফলা বানান প্রভৃতি।
অষ্ট শব্দ পাঠ করিলেন রঘুপতি।।
ব্যাকরণ কাব্য শাস্ত্র পড়িলেন স্মৃতি।
অবশেষে পড়িলেন রাম চতুঃশ্রুতি।।
কোন শাস্ত্র নাহি হয় তাঁর অগোচর।
চৌদ্দ দিনে চতুঃষষ্টি বিদ্যাতে তৎপর।।
বিদ্যা পড়ি করিলেন গুরুকে প্রণাম।
অস্ত্রবিদ্যা সেইক্ষণে শিখিলেন রাম।।
প্রাতঃকালে চারি ভাই যান মালঘরে।
মল্লবিদ্যা শিখিল সকলে সমাদরে।।
গুলি দাঁড়া নিয়া রাম লাঠরি খেলান।
রামের বিক্রমে সব মালের পয়ান।।
রাম সঙ্গে কোন মাল নাহি ধরে তাল।
সুমেরু পর্ব্বতে যান করিতে সাতাল।।
সূর্য্যবংশী বালক ধনুক তাল জানে।
ফুলধনু হাতে রাম বেড়ান কাননে।।
ধনু হাতে করি রাম যারে এড়ে বাণ।
ত্রিভুবনে তাহার নাহিক পরিত্রাণ।।
দশরথ রাজার বিপক্ষ যত ছিল।
রামের বিক্রম দেখি সবে পলাইল।।
যতনে খেলেন রাম ফুলধনু হাতে।
একদিন বনে গেল লক্ষ্মণ সহিতে।।
মৃগ চাহি দুইজন বেড়ান কানন।
তখন মারীচ সঙ্গে হইল মিলন।।
কোম্খানে ছিল সে মারীচ নিশাচর।
মৃগরূপ হৈয়া গেল রামের গোচর।।
মৃগ দেখি রামের কৌতুক হৈল মন।
ধনুকে অব্যর্থ বাণ যুড়িল তখন।।
ছুটিল রামের বাণ তারা যেন খসে।
মহাভীত মারীচ পলায় মহাত্রাসে।।
শ্রীরামের বাণশব্দে ছাড়িল সে বন।
জনকের দেশে গেল মিথিলা ভুবন।।
রামের বিক্রম দেখি দেবগণ ভাষে।
এতদিনে রাবণ মরিবে অনায়াসে।।
সূর্য্য অস্ত গেল তথা খেলার বিরাম।
রণশ্রান্ত লক্ষ্মণেরে দেখিলেন রাম।।
মলিন হইয়া গেল লক্ষ্মণের মুখ।
দেখিয়া শ্রীরাম পান অন্তরেতে দুঃখ।।
একদিন দুঃখে ভাই হইল এমন।
কেমনে মারিয়া বৈরী রাখিবা ব্রাহ্মণ।।
আমলকী ফল পাড়ি দেন তাঁর মুখে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল খান মনঃসুখে।।
হেনকালে দেখেন নিকটে সরোবর।
নানা পক্ষী জলে আছে করে কলস্বর।।
এমন সময়ে ব্রহ্মা কন পুরন্দরে।
জন্মেন আপনি হরি দশরথ-ঘরে।।
নররূপী আপনাকে বিস্মৃত আপনি।
রাবণ মারিতে মাত্র অবতীর্ণ তিনি।।
চতুর্দ্দশ বর্ষ তিনি থাকিবেন বনে।
ফল মূলাহারে যুদ্ধ করিবে কেমনে।।
মৃণাল ভিতরে তুমি রাখ গিয়া সুধা।
সুধাপানে রামের না লাগিবেক ক্ষুধা।।
এই আজ্ঞা পাইলেন দেব পুরন্দর।
রাখিয়া গেলেন সুধা মৃণাল ভিতর।।
হেনকালে লক্ষ্মণেরে বলেন শ্রীরাম।

www.bengaliebook.com

মৃণাল তুলিয়া আন করি জলপান।।
লক্ষ্মণ আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে।
দুই ভাই সুধা খান মৃণাল সহিতে।।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল সুস্থ হৈল মন।
বৃক্ষপত্র পাতিয়া যে করিলা শয়ন।।
পরিশ্রমে সুনিদ্রা হইল বৃক্ষতলে।
আছেন শ্রীরাম যেন শুয়ে মাতৃকোলে।।
না দেখিয়া শ্রীরামেরে হইয়া কাতর।
আস্তে ব্যস্তে গেল রাণী রাজার গোচর।।
হেথা রাজা বহুক্ষণ রামে না দেখিয়া।
মনে সুখ নাহি যেন অজ্ঞান হইয়া।।
সবারে বিদায় দিয়া গেলেন আবাসে।
রামেরে দেখিব বলি কৌশল্যার পাশে।।
দুইজন পথেতে হইল দরশন।
চিন্তিত হইয়া রাণী জিজ্ঞাসে তখন।।
প্রস্তুত আছয়ে ঘরে খাদ্য নানাবিধি।
বহুক্ষণ রামে কেন না দেখি সন্নিধি।।
দশরথ বলে রাণী কি কহিলা কথা।
দেখিতে না পাই রাম তারা গেল কোথা।।
বুঝি রাম আছে বা কৈকেয়ী-আবাসে।
ধেয়ে গিয়া উভয়ে কৈকেয়ীরে জিজ্ঞাসে।।
আজি আমি দেখি নাই শ্রীরামের মুখ।
প্রাণ নাহি রহে মোর বিদরিছে বুক।।
কৈকেয়ী বলিল আমি কিছু নাহি জানি।
আজি হেথা নাহি দেখি রাম গুণমণি।।
আজি বুঝি ভুলিয়া রহিল কোনখানে।
লক্ষ্মণ যে স্থানে আছে রাম সেই স্থানে।।
ভরতের সহিত হেথা মিলি শত্রুঘ্ন।
অযোধ্যা-নগরে ভ্রমে ভাই দুইজন।।
যেই যেই বালক খেলায় তাঁর সনে।
তাহারে জিজ্ঞাসে রাম আছে কোন্ খানে।।
শুনিয়া সকলে কহে শুন রাজরাণী।
কোথা রাম কোথায় লক্ষ্মণ নাহি জানি।।
কৌশল্যা সুমিত্রা আর কৈকেয়ী কামিনী।
ডম্বুর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী।।
হৃদে হানে দশরথ ভালে মারে ঘাত।
কোথা গেলে পাব আমি রাম রঘুনাথ।।
অন্ধক মুনির শাপ ঘটিল এখন।
রাম না দেখিয়া মম না রহে জীবন।।
পুত্রশোকে মৃত্যু আজি সৃজিল বিধাতা।
রামে নাহি দেখি যদি মরণ সর্ব্বথা।।
দিবসে সকল দেখি ঘোর অন্ধকার।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে বুঝি না দেখিব আর।।
এইমত কান্দে রাণী বেলা অবশেষে।
হেনকালে দুই ভাই অযোধ্যা প্রবেশে।।
বনপুষ্প ভূষিত ধনুক বামহাতে।
নাচিতে নাচিতে যান লক্ষ্মণের সাথে।।
ভরত শত্রুঘ্ন গিয়া কহে কৈশল্যারে।
হের মাতা, আইলেন রাম পুরদ্বারে।।
তার মুখে এই বাক্য শুনিতে শুনিতে।
বাহির হইল রাণী শ্রীরামে দেখিতে।।
ধেয়ে দশরথ রাজা রামে করে বুকে।
এক লক্ষ চুম্ব দিল তার চাঁদমুখে।।
অন্ধকের শাপ মনে করে ধুক্ ধুক্।
কি জানি বা হন কবে বিধাতা বিমুখ।।
কৌশল্যা ধাইয়া গিয়া রামে কৈল কোলে।
এক লক্ষ চুম্ব দিল বদন-কমলে।।
দরিদ্রের নিধি তুমি নয়নের তারা।

www.bengaliebook.com

পলকে প্রলয় ঘটে যদি হই হারা।।
ভরত শত্রুঘ্ন তবে দেখেন শ্রীরাম।
দুই ভাই আসি রামে করিল প্রণাম।।
মায়ের আলয়ে রাম করিল ভোজন।
রাজরাণী হইলেন সুস্থির তখন।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভণিত।
শ্রীরামের অরণ্য-বিহার সুললিত।।

সীতার বিবাহ পণার্থে হরের ধনু প্রদান

সাত বৎসরের রাম অযোধ্যা-নগরে।
লক্ষ্মী হোথা জন্মিলেন জনকের ঘরে।।
চাষের ভূমিতে কন্যা পায় মহাঋষি।
মিথিলা করিল আলো পরমা রূপসী।।
অদ্ভুত সীতার রূপ গুণ মনে মানি।
এ সামান্যা নহে কন্যা কমলা আপনি।।
কন্যারুপ জনক দেখেন দিনে দিনে।
উমা কি কমলা বাণী ভ্রম হয় তিনে।।
হরিণী নয়নে কিবা শোভিত কজ্জল।
তিলফুল জিনি তাঁর নাসিকা উজ্জ্বল।।
সুললিত দুই বাহু দেখিতে সুন্দর।
সুধাংশু জিনিয়া রূপ অতি মনোহর।।
মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তাঁর পায়ের অঙ্গুলি।।
অরূণ বরণ তাঁর চরণ- কমল।
তাহাতে নূপুর বাজে শুনিতে কোমল।।
রাজহংসী ভ্রম হয় দেখিলে গমন।
অমৃত জনিয়া তাঁর মধুর বচন।।
দশদিক আলো করে জানকীর রূপে।
লাবণ্য নিঃসরে কত প্রতি লোমকূপে।।
জনক ভাবেন মনে সীতা দিব কারে।
সীতাযোগ্য বর নাহি দেখি এ সংসারে।।
পুরোহিত আনি রাজা কহেন বিশেষে।
জানকীর বিবাহ করিবে কোন্ জন।।
স্বর্গেতে করেন চিন্তা যত দেবগণ।।
বিধাতা বলেন, শুন দেব পুরন্দর।
রামের বয়স মাত্র সপ্তম বৎসর।।
দিনে দিনে জানকীর রূপ বৃদ্ধিমান।
পাছে অন্য বরে রাজা সীতা করে দান।।
এই যুক্তি দেবগণ করিয়া মনন।
কৈলাস পর্ব্বতে গেল যথা ত্রিলোচন।।
ব্রহ্মা বলিলেন শুন শিব অন্তয্যামী।
জনকের ঘরে সীতা রক্ষা কর তুমি।।
সে তব সেবক আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারে।
যেন রাম বিনা অন্যে না দেয় সীতারে।।
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা করিল গমন।
ভৃগুরামে ডাকিয়া কহেন ত্রিলোচন।।
আমার ধনুক নিয়া করহ পয়ান।
জনকের ঘরে রাখ করি সাবধান।।
আমার এ ধনু ভঙ্গ করিতে যে পারে।
কহ জনকেরে, যেন সীতা দেয় তারে।।
এ তিন ভুবনে ইহা তোলে কোন জন।
সবে মাত্র তুলিবেন প্রভু নারায়ণ।।
পাইয়া শিবের আজ্ঞা বীর ভৃগুপতি।
ধনুক করিয়া হাতে করিলেন গতি।।
মাথায় জটার ভার পৃষ্ঠে দুই তূণ।
এক হাতে কুঠার অন্যেতে ধনুর্গুণ।।
ব্রহ্মারে যেমন দেবে করেন সম্ভ্রম।
জনক পরশুরামে করেন সে ক্রম।।

প্রণাম করিয়া তাঁরে দিলেন আসন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করেন পূজন।।
ভৃগুরামে দেখি সব মুনির তরাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস। ।

www.bengaliebook.com

জনক রাজার ধনুর্ভঙ্গ পণ

জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন জনক রাজন।
কোন্ কার্য্যে মহাশয় হেথা আগমন।।
বলেন পরশুরাম, তোমার দুহিতা।
সীতা দেহ যদি রাজা করি বিবাহিতা।।
জনক বলেন, একি শুনি চমৎকার।
এত কি সৌভাগ্য আছে কপালে সীতার।।
সীতার বিবাহকাল হইবে যখন।
করা যাবে যুক্তিমত কহিবা যেমন।।
ভৃগু বরে তপস্যার করিব গমন।
দেখো যেন অন্যমত না হয় রাজন।।
এতেক বলিয়া যদি ভৃগুরাম যান।
ভৃগুর চরণ ধরি জনক সুধান।।
তোমার সাক্ষাৎ আর পাব কত কালে।
কারে দিব কন্যা বল তুমি না আইলে।।
বলেন পরশুরাম আমার ধনুক।
রাখি যাই তব স্থানে দেখিবে কৌতুক।।
ধনুক তুলিয়া যেবা গুণ দিতে পারে।
রহিল আমার আজ্ঞা কন্যা দিও তারে।।
এত বলি ভার্গব গেলেন স্থানান্তরে।
পড়িয়া রহিল ধনু জনকের ঘরে।।
হরের ধনুক সেই অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
সত্তর যোজন উভে ধনুক প্রমাণ।।
যোজন দশেক ধনু আড়ে পরিসর।
করিলেন প্রতিজ্ঞা জনক ঋষিবর।।
এ ধনুতে গুণ দিতে যে জন পারিবে।
যতন করিয়া কৈল ধনুকের ঘর।
একাশী যোজন সেই ঘর দীর্ঘতর।।
এগার যোজন দ্বার আড়ে পরিসর।
ধনুক পড়িয়া রহে তাহার ভিতর।।
সেই ধনুকের কথা গেল দেশে দেশে।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে।।

সকল রাজা ও রাবণের ধনুক তুলিতে অপারক হইয়া পলায়ন

ধনুকের কথা যদি গেল দেশে দেশে।
জানকী-বিবাহ হেতু রাজা সব আসে।।
পৃথিবীতে আর যত রাজা মহত্তর।
একে একে আসে সব জনকের ঘর।।
আসিয়া সকল রাজা অহঙ্কার করে।
সবারে পাঠায় দেন ধনুকের ঘরে।।
জনক বলেন যেবা তুলিবে ধনুক।
তাঁরে সীতা কন্যা দিব পরম যৌতুক। ।
ধনুক তুলিতে যত রাজপুত্র যায়।
দেখিতে সকল লোক পশ্চাৎ গোড়ায়।।
ঘরের দ্বারেতে গিয়া উকি দিয়া চায়।
তুলিবার শক্তি কোথা দেখিয়া পলায়। ।
কত রাজা রাজপুত্র উদ্যত হইয়া।
ধনুক তুলিতে যায় বস্ত্র কাছঠিয়া। ।
প্রাণপণে তারা ধনু টানাটানি করে।
তুলিবার সাধ্য কিবা, নাড়িতে না পারে।।
সুমেরু পর্ব্বত যেন ধনুখান তারি।
দিবে কি তাহাতে গুণ নাড়িতে না পারি।।
লজ্জা পেয়ে রাজা সব পলাইয়া যায়।
হাততালি দিয়া সব বালক গোড়ায়।।
পলাইয়া যায় সবে আপনার দেশে।
বিবাহ করিতে অন্য রাজগণ আসে।।
পথিমধ্যে দেখা হয় যে সবার সনে।
ধনুকের পরাক্রম তারা সব শুনে।।
দেখিবার কাজ নাই শুনিয়া ডরায়।
শুনিয়া শুনিয়া পথে অমনি পলায়।।
প্রত্যেক কহিলে হয় পুস্তক বিস্তর।
তিন কোটি রাজা গেল মিথিলা নগর।।
ধনুক তুলিতে না পারিল কোন জন।
লঙ্কায় থাকিয়া শুনে লঙ্কার রাবণ। ।
অকম্পন প্রহস্ত মারীচ মহোদর।
চারি পাত্র লয়ে রথে চড়ে লঙ্কেশ্বর।।
আইল সকলে তারা মিথিলা ভুবন।
জনক শুনিল রাবণের আগমন।।
জনক বলেন, শুন পাত্র মিত্রগণ।
রাবণ আইল আজি হইবে কেমন।।
স্বেচ্ছাতে বিবাহ যদি না দিব রাবণে।
কাড়িয়া লইবে সীতা রাখে কোন্ জনে। ।
চলিল জনক রাজা রাবণে আনিতে।
দেখিয়া রাবণ রাজা লাগিল হাসিতে।।
প্রহস্ত ডাকিয়া বলে রাবণ রাজারে।
জনক আইল দেখ লইতে তোমারে।।
দেয়িখা রাবণ তারে ভূমিতলে উলি।
দুই বাহু পসারিয়া করে কোলাকুলি।।
বসাইল রাবণ্যেরে দিব্য সিংহাসনে।
মিষ্টালাপ করিলেন বসিয়া দুজনে।।
জনক বলেন আজি সফল জীবন।
কোন্ কার্য্যে মহাশয় তব আগমন।।
দশানন বলে রাজা তব কন্যা সীতা।
আমারে করহ দন আমি সে গ্রহীতা।।
জনক বলেন ইহা সৌভাগ্য লক্ষণ।
তোমা বিনা পাত্র আর আছে কোন্ জন। ।
আনিলেন ভৃগুরাম ধনু একখান।
হেন বীর নাহি যে তাহাতে দেয় টান। ।
তুলিয়া ধনুকখান ভাঙ্গ গিয়া তুমি।

ধনুকের ঘরে সীতা সমর্পিব আমি।।
শুনিয়া সে দশমুখে হাসিল রাবণ।
আমার সাক্ষাতে বল ধনুক বিক্রম।।
কৈলাস তুলেছি আমি পর্ব্বত মন্দর।
তাহাকে জিনিয়া কি ধনুক হবে ভার।।
আগে সীতা আনিয়া আমারে কর দান।
যাত্রাকালে ভাঙ্গিয়া যাইব ধনুখান।।
জনক বলেন কর প্রতিজ্ঞা পূরণ।
দেখুক সকল লোক ধনুক-ভঙ্গন।।
প্রহস্ত বলেন শুন রাজা দশানন।
যার যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না কর কখন।।
ধনুক ভাঙ্গিলে রাজা জানকীর দিবে।
ইচ্ছাধীনে নাহি দেয় বলে কাড়ি লবে।।
দশমুখ বলে মামা রাখি তব কথা।
ধনুক ভাঙ্গিলে যেন না হয় অন্যথা। ।
অহঙ্কার করিয়া চলিল লঙ্কেশ্বর।
দেখাইতে চলিল জনক নৃপবর।।
শুনিয়া ধাইল সবে মিথিলা নগর।
সবে বলে জানকীর আজি এল বর।।
যুবা বৃদ্ধ শিশু এক নাহি রহে ঘরে।
কৌতুক দেখিতে গেল রাজার মন্দিরে। ।
একাশী যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর।
একাদশ যোজন তাহার পরিসর।।
ধনুক পড়িয়া আছে তাহার ভিতরে।
আসিয়া রাবণ রাজা দাণ্ডাইল দ্বারে।।
দ্বারেতে দাঁড়ায়ে বীর উকি দিয়া চায়।
দেখিয়া দুর্জ্জয় ধনু অন্তরে ডরায়।।
মনে ভাবে আমার ঘুচিল জারিজুরি।
যে দেখি ধনুকখানি পারি কি না পারি।।
অন্তরে আতঙ্ক অতি মুকে আস্ফালন।
ধনুক তুলিতে যায় বীর দশানন।।
আঁটিয়া কাপড় বীর বান্ধিল কাঁকালে।
কুড়ি হস্তে ধরিল সে ধনু মহাবলে।।
আঁকড়ি করিয়া সে ধনুকখান টানে।
তুলিতে না পারে আর চায় চারিপানে। ।
নাকে হাত দিয়া বলে কি করি উপায়।
কি হইবে মামা ধুন তুলা নাহি যায়। ।
প্রহস্ত বলিল শুন রাজা লঙ্কেশ্বর।
লোক হাসাইলা আসি মিথিলা নগর।।
চিন্তা না করিহ তুমি না করিহ ডর।
গাত্রে বল করি আর একবার ধর।।
পুনশ্চ ধনুকখান টানাটানি করে।
তথাপি ধনুকখান নাড়িতে না পারে।।
দশগ্রীব বলে ধনু নাড়িতে না পারি।
প্রাণ যায় মামা, তবু তুলিতে না পারি।।
কৈলাস তুলিনু মামা পর্ব্বত মন্দর।
তাহারে জিনিয়া মামা ধনুকের ভার।।
এই যুক্তি মামা গো তোমার ঠাঁই মাগি।
সবাই মিলিয়া তুলি ধনুখান ভাঙ্গি। ।
প্রহস্ত বলিল শুন বীর দশানন।
তবেত সীতার বর হবে কোন্ জন।।
পার বা না পার আর একবার টান।
যাক প্রাণ রাখ মান, এই বাক্য মান।।
রাবণ বলিল মামা শুন মোর বাণী।
তুলিতে না পারি শীঘ্র রথ আন তুমি।।
ঈষৎ হাসিয়া বলে প্রহস্ত তাহারে।
রথ লয়ে এই আমি রহিলাম দ্বারে।।
আরবার রাবণ ধনুকখান টানে।

তুলিতে না পারে, চায় প্রহস্তের পানে।।
কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরখে।
মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে।।
বুঝিয়া প্রহস্ত রথ দিল যোগাইয়া।
লাফ দিয়া রথে উঠে ধনুকে এড়িয়া।।
পলাইয়া চলিল লঙ্কার অধিকারী।
সকল বালক দেয় তারে টিটকারী।।
লঙ্কায় শঙ্কায় গেল লঙ্কার রাবণ।
আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ।।
শ্রীলক্ষ্মীপতির লক্ষ্মী লবে কোন্ জন।
তুলিবেন ধনুক কেবল নারায়ণ।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কি কহিব শিক্ষা।
আদিকাণ্ড গাইল সীতার হৈল রক্ষা।।

শ্রীরামের গঙ্গাস্নান ও গুহকের মুক্তি এবং উভয়ে মিতালি ও ভরদ্বাজ মুনির গৃহে রামের অক্ষয় ধনুর্ব্বাণ প্রাপ্ত হওন

একদিন দশরথ পুণ্য তিথি পেয়ে।
গঙ্গাস্নানে যান রাজা চারি পুত্র লয়ে।।
হইবেক অমাবস্যা তিথিতে গ্রহণ।
রামের কল্যাণে রাজা দিবেন কাঞ্চন।।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ চলে সঙ্গে শত শত।
চারি পুত্র সহ রাজা চাপিলেন রথ।।
চলিল কটক সব নাহি দিশপাশ।
কটকের শব্দে পূর্ণ হইল আকাশ।।
চলিছেন দশরথ চড়ি দিব্য রথে।
নারদ মুনির সঙ্গে দেখ হয় পথে।।
মুনি বলে কোথা রাজা করিছ পয়ান।
ভূপতি কহেন গিয়া করি গঙ্গাস্নান।।
মুনি কহে দশরথ তুমি ত অজ্ঞান।
রামমুখ দেখিলে কে করে গঙ্গাস্নান।।
পতিতপাবনী গঙ্গা পৃথিবী মণ্ডলে।
সেই গঙ্গা জন্মিলেন যাঁর পদতলে।।
সেই দান সেই পুণ্য সেই গঙ্গাস্নান।
পুত্রভাবে দেখ তুমি প্রভু ভগবান।।
এত যদি নৃপতিরে কহিলেন মুনি।
রাজা বলে, চল ঘরে রাম রঘুমণি।।
বাপের বচন শুনি বলেন শ্রীরাম।
অনেক পাষণ্ড আছে ধর্ম্মপথে বাম।।
গঙ্গার মহিমা আমি কি বলিতে জানি।
না শুনিও মহারাজ নারদের বাণী।।
এত যদি বলিলেন কৌশল্যা-কুমার।
চলিলেন রাজা দশরথ আরবার।।
চলিছে রাজার সৈন্য আনন্দিত হৈয়া।
গুহক চণ্ডাল আছে পথ আগুলিয়া।।
তিন কোটি চণ্ডালেতে গুহক বেষ্টিত।
হুড়াহুড়ি বাধে দশরথের সহিত।।
গুহক চণ্ডাল বলে শুন দশরথ।
ভাঙ্গিয়া আমার দেশ করিলে কি পথ।।
বারে বারে যাহ তুমি এই পথ দিয়া।
সৈন্যেতে আমার বাজ্য ফেলিল ভাঙ্গিয়া।।
গঙ্গাস্নান করিতে তোমার থাকে মন।
আর পথ দিয়া তুমি করহ গমন।।
যদি ইচ্ছা থাকে হে যাইবা এই পথে।
দেখাও তোমার আগে পুত্র রঘুণাথে।।
রাম রাম বলিয়া যে গুহক ডাকিল।
রথমধ্যে রামেরে ভূপতি লুকাইল।।
নিল দশরথ রাজা ধনুর্ব্বাণ হাতে।
রথের দ্বারেতে রাজা লাগিল ভাবিতে।।
চণ্ডালেরে মারি কিবা হইবেক যশ।
নীচ জনে জিনিলে কি হইবে পৌরুষ।।
যদি পরাজয় হই চণ্ডালের বাণে।
অপযশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে।।
আমি যদি ছাড়ি নাহি ছাড়িবে চণ্ডাল।
কি করিবি পথে এক বাধিল জঞ্জাল।।
দুই জনে বাণবৃষ্টি করে মহাকোপে।
উভয়ের বাণেতে দোঁহার প্রাণ কাঁপে।।
এইমত বাণবৃষ্টি হইল বিস্তর।
উভয়ের সংগ্রাম হইল বহুতর।।
দশরথ রাজা এড়ে পাশুপত শর।
হাতে গলে গুহকে বান্ধিল নরেশ্বর।।

গুহকে বান্ধিয়া রাজা তুলিলেন রথে।
বন্ধনে পড়িয়া গুহ লাগিল ভাবিতে।।
যাঁহার লাগিয়া আমি আগুলিনু পথ।
দেখিতে না পাইলাম সে রাম কি মত।।
এতেক ভাবিয়া গুহ করে অনুমান।
পায়েতে ধনুক টানে পায়ে এড়ে বাণ।।
ভরত কহিল গিয়া রামের গোচরে।
এমন অপূর্ব্ব শিক্ষা নাহি চরাচরে।।
পায়েতে ধনুক টানে পায়ে এড়ে বাণ।
দেখিতে কৌতুক রাম গেলেন সে স্থান।।
যেইমাত্র গুহক দেখিল রঘুনাথে।
দণ্ডবৎ হইয়া রহিল যোড়হাতে।।
শ্রীরাম বলেন, ধনু টানহ কেমন।
গুহ বলে তোমারে কহিব সে কারণ।।
প্রাক্তন জন্মের কথা শুন নারায়ণ।
যে পাপে হইল মোর চণ্ডাল জনম।।
অপুত্রক ছিলেন যখন দশরথ।
অন্ধক মুনির পুত্র করিলেন হত।।
মুনিহত্যা করিয়া আসিয়া তপোবনে।
লোটাইয়া ধরিলেন আমার চরণে।।
বশিষ্ঠের পুত্র আমি বামদেব নাম।
তিনবার রাজারে বলানু রামনাম।।
শুনিয়া বশিষ্ঠ শাপ দিলেন বিশাল।
যাহ বামদেব পুত্র হওগে চণ্ডাল।।
এক রামনামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে।
তিনবার রামনাম বলালি রাজারে।।
লোটায়ে ধরিনু আমি পিতার চরণে।
চণ্ডাল হইতে মুক্ত কাহার দর্শনে। ।
পিতা বলিলেন যবে শ্রীরাম দর্শন।
তবেত হইবে মুক্ত চণ্ডাল- জনম।।
সেই রাম জন্মিয়াছ দশরথ-ঘরে।
চরণ পরশ দিয়া মুক্ত কর মোরে।।
অনাথের নাথ তুমি ভকতবৎসল।
করুণাসাগর হরি তুমি সে কেবল।।
চণ্ডাল বলিয়া যদি ঘৃণা কর মনে।
পতিতপাবন নাম তবে কি কারণে।।
এতেক বলিয়া গুহ লাগিল কাঁদিতে।
গুহের ক্রন্দনে কান্দেন শ্রীরাম রথে।।
করপুটে দাণ্ডাইয়া পিতার সাক্ষাৎ।
ভিক্ষা দেহ গুহকে বলেন রঘুনাথ।।
রাজা বলে প্রাণ চাহ প্রাণ পারি দিতে।
চণ্ডালে তোমাকে দিব বাধা নাহি ইথে।।
পাইয়া রাজার আজ্ঞা কৌশল্যা-নন্দন।
খসালেন নিজ হস্তে গুহের বন্ধন।।
শ্রীরাম বলেন অগ্নি জ্বালহ লক্ষ্মণ।
গুহকের সহ করি মিত্রতা এখন।।
লক্ষ্মণ জ্বালেন অগ্নি রামের সাক্ষাৎ।
গুহ সহ মিত্রতা করেন রঘুনাথ।।
যেই তুমি সেই আমি বলেন শ্রীরাম।
গুহ বলে ঘুচাইতে নারি নিজ নাম।।
শ্রীরামের জগতে হইল ঠাকুরালি।
প্রথমে করেন রাম চণ্ডালে মিতালি। ।
বিদায় করিয়া রামে গুহ গেল ঘরে।
পুত্র লয়ে দশরথ গেল গঙ্গাতীরে।।
অপূর্ব্ব অনন্ত ফল ভাস্কর-গ্রহণ।
স্নান করি রাজা দান করিল কাঞ্চন। ।
ধেনু দান শিলা দান কৈল শত শত।
রজত কাঞ্চন তার নাম লব কত।।

www.bengaliebook.com

দান ধর্ম্ম করিতে হইল বেলা ক্ষয়।
প্রদোষে গেলেন ভরদ্বাজের আলয়।।
বসিয়া আছেন মুনি আপনার ঘরে।
চারিপুত্র সহ রাজা নমস্কার করে।।
যোড়হাতে বলে রাজা মুনির গোচর।
আনিয়াছি চারি পুত্র দেখি মুনিবর।।
আশীর্ব্বাদ কর চারি পুত্রে তপোধন।
বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ।।
দেখিয়া রামেরে ভাবে ভরদ্বাজ মুনি।
বৈকুণ্ঠ হইতে বিষ্ণু আইলা আপনি।।
মুনি বলে রাজা তব সফল জীবিতা।
রাম তব পুত্র, কিন্তু জগতের পিতা।।
ভরদ্বাজ এইকাল দেখে চমৎকার।
দূর্ব্বাদল শ্যামতনু পরম আকার।।
ধ্বজ-বজ্র অঙ্কুশে শোভিত পদাম্বুজ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ।।
শঙ্কর বিরিঞ্চি আদি যত দেবগণ।
রামের শরীরে আরো দেখেন ভুবন।।
সমুচিত আতিথ্য করেন ভরদ্বাজ।
সুখে রহিলেন সৈন্য সহ মহারাজ।।
রামেরে লইয়া মুনি অন্তঃপুরে গিয়া।
শয়ন করেন দোঁহে একত্র হইয়া।।
যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
শিয়রে রাখেন দেবরাজ ধনুঃশর।।
স্বপ্নে উপদেশ এই কহেন মুনিরে।
অক্ষয় ধনুক তূণ দেহ শ্রীরামেরে।।
এত বলি করিলেন বাসব পয়াণ।
প্রাতে রাম শিয়রে দেখেন ধনুর্ব্বাণ।।
কহিলেন শ্রীরামেরে মুনি ভরদ্বাজ।
তোমারে দিলেন ধনুর্ব্বাণ দেবরাজ।।
মুনির চরণে রাম করি প্রণিপাত।
আনিলেন সেই ধনু পিতার সাক্ষাৎ।।
শুনি রাজা দশরথ সানন্দ হইয়া।
আইলেন দেশে চারি কুমার লইয়া।।
কৃত্তিবাস করে আশ, পাই পরিত্রাণ।
আদিকাণ্ড গাইল রামের গঙ্গাস্নান।।

www.bengaliebook.com

রাক্ষসের দৌরাত্মে মুনিদের যজ্ঞপূর্ণ না হওয়াতে তাহা নিবারণের উপায়

এইরূপে দশরথ চারি পুত্র লৈয়া।
সাম্রাজ্য করেন ভোগ সাবধান হৈয়া।।
হেথা মিথিলায় যজ্ঞ করে মুনিগণ।
যজ্ঞপূর্ণ নাহি হয় রাক্ষস কারণ।।
যজ্ঞ আরম্ভণ যেই করে মুনিবর।
করে রক্ত বর্ষণ মারীচ নিশাচর।।
যজ্ঞহীন হইলেক মিথিলা-ভুবন।
করেন জনক যুক্তি লয়ে মুনিগণ।।
তার মধ্যে বলিলেন বিশ্বামিত্র মুনি।
অযোধ্যায় গিয়া রামচন্দ্রে আমি আনি।।
রাক্ষস বধের হেতু ধরি রাম-বেশ।
দশরথ গৃহে অবতীর্ণ হৃষীকেশ।।
বলিলেন জনক শুনহ মহাশয়।
তুমি রক্ষা করিলে এ যজ্ঞ রক্ষা হয়।।
বিশ্বামিত্র সকলেরে করিয়া আশ্বাস।
চলিলেন যথা রাম অযোধ্যা নিবাস।।
উপস্থিত হইলেন অযোধ্যার দ্বারে।
দ্বীরী গিয়া জানাইল তখনি রাজারে।।
ভূপতি শুনিবামাত্র বিশ্বামিত্র নাম।
চিন্তিয়া কহেন বুঝি বিধি আজি বাম।।
বিশ্বামিত্র মুনি এই বড়ই বিষম।
প্রমাদ ঘটায় কিম্বা করে কোন ক্রম।।
সূর্য্যবংশে ছিল হরিশ্চন্দ্র মহারাজ।
ভার্য্যা পুত্র বেচাইয়া দিল তারে লাজ।।
আসি বন্দিলেন রাজা মুনির চরণ।
শিষ্টাচার পূর্ব্বক করেন নিবেদন।।
তব আগমনে মম পবিত্র আলয়।
আজ্ঞা কর, কোন কার্য্য করি মহাশয়।।
বিশ্বামিত্র বলেন শুন হে দশরথ।
শ্রীরামেরে দেহ যদি হয় অভিমত।।
মুনিগণ যজ্ঞ করে করিয়া প্রয়াস।
রাক্ষস আসিয়া সদা করে যজ্ঞনাশ।।
এই ভার মহারাজ দিলাম তোমারে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে।।
যেইমাত্র বিশ্বামিত্র কহেন এ কথা।
ভূপতি ভাবেন মনে হেঁট করি মাথা।।
পুত্রশোকে মৃত্যু মম লিখন- কপালে।
না জানি হইবে মৃত্যু মম কোন্ কালে।।
অন্ধকের শাপ মনে করে ধুক্ ধুক্।
কখন মরিব নাহি দেখে চাঁদমুখ।।
প্রাণ চাহ যদি মুনি প্রাণ দিতে পারি।
একদণ্ড রামচন্দ্রে না দেখিলে মরি।।
অতএব রামচন্দ্র না দিব তোমারে।
এক দণ্ড না দেখিলে হৃদয় বিদরে।।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম সে জীবন।।

www.bengaliebook.com

শ্রীরামকে রাক্ষস সহ যুদ্ধে প্রেরণে দশরথের অস্বীকার

যখন শুইয়া
থাকি,
রামেরে হৃদয়ে রাখি,
ভূমে রাখি নাহিক প্রতীত।
স্বপ্নে না দেখিলে
তায়,
প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়,
চমকিয়া চাহি চারিভিত।।
যেমতে পেয়েছি
রামে,
কহি সে সকল ক্রমে,
মৃগয়া করিতে গিয়া বনে।
সিন্ধু নামে
মুনিবরে,
সরোবরে জল ভরে,
তাঁরে মারি শব্দভেদী বাণে।।
মৃত মুনি কোরে
করি,
গেলাম অন্ধক-পুরী,
দেখি মুনি অগ্নির সমান।
পুত্র পুত্র বলি
ডাকে,
মড়া পুত্র দিনু তাকে,
পুত্রশোকে ছাড়িল সে প্রাণ।।
ছিলাম
সন্তানহীন,
মনোদুঃখী রাত্রিদিন,
বধিলাম সিন্ধুর জীবন।
কুপিয়া সিন্ধুর
বাপ,
দিল মোরে অভিশাপ,
তেঁই পাইলাম এই ধন।।
এতএব
তপোধন,
শুন মম নিবেদন,
আমি যাব সহিত তোমার।
বিনা শ্রীরাম
লক্ষ্মণ,
অন্য কিছু প্রয়োজন,
যাহা চাহ দিব শতবার।।
রাজার বচন
শুনি,
কুপিলেন মহামুনি,
ঝাট দেহ তোমার কুমার।
আপন মঙ্গল
চাহ,
শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেহ,
নহে বংশ নাশিব তোমার।।

রাজা দশরথ বিশ্বামিত্র মুনিকে প্রতারণা করিয়া ভরত ও শত্রুঘ্নকে প্রেরণ ওবিশ্বামিত্রের কোপ, তৎপরে রামের গমন স্বীকার

রাজা বলিলেন মুনি করি নিবেদন।
ধুনর্ব্বিদ্যা নাহি জানে কি করিবে রণ।।
অত্যল্প বয়স মম পুত্র চারি গুটি।
শিরে চুল নাহি ঘুচে আছে পঞ্চঝুঁটি।।
অন্য সৈন্য যত চাহ লহ তপোধন।
তাহারা করিবে নিশাচর নিবারণ।।
শুনিয়া কহেন বিশ্বামিত্র তপোধন।
কটকে খাইবে এত কোথা পাব ধন।।
একা রাম গেলে হয় কার্য্যের সাধন।
সহস্র কটকে মম নাহি প্রয়োজন।।
তব বংশে ছিলেন যে হরিশ্চন্দ্র রাজা।
পৃথিবী আমাকে দিয়া করিলেন পূজা।।
তথাপি না পাইলেন মনের সান্ত্বনা।
স্ত্রী পুত্র বেচিয়া শেষে দিলেন দক্ষিণা।।
একা রামে দিতে তুমি কর উপহাস।
সূর্য্যবংশ আজি বুঝি হইল বিনাশ।।
চিন্তিত হইয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
ডাকিলেন ভরত শত্রুঘ্ন দুইজনে।।
দোঁহে দাঁড়াইল সে মুনির সাক্ষাতে।
রাজা বলিলেন যাহ মুনির সাক্ষাতে।।
ভূপতির বঞ্চনায় ভ্রান্ত তপোধন।
মনে ভাবিলেন এই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
আগে যান মহামুনি পাছে দুইজন।
সরযূ নদীর তীরে দিল দরশন।।
মুনি বলিলেন শুন ভূপতি-কুমার।
হেথা গমনের পথ আছে দ্বিপ্রকার।।
এই পথে গেলে যাই তিন দিনে ঘর।
এই পথে গেলে লাগে তৃতীয় প্রহর।।
তৃতীয় প্রহর পথে কিন্তু আছে ভয়।
সেই পথে রাক্ষসী তাড়কা নামে রয়।।
তাড়িয়া ধরিয়া খায় যত মুনিগণে।
কোন্ পথে যাইতে তোমার লাগে মনে।।
বলিলেন ভরত শুনহ তপোধন।
দুষ্ট ঘাঁটাইয়া পথে কোন্ প্রয়োজন।।
একথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে।
ইহা না হবেন যোগ্য রাক্ষস নিধনে।।
এক রাক্ষসের নাম শুনি এত ডর।
মারিবেন ইনি কিসে কোটি নিশাচর।।
রাজার শঠতা মুনি ভাবেন অন্তরে।
শ্রীরামে না দিয়া রাজা দিল ভরতেরে।।
আমার সহিত রাজা করে উপহাস।
অযোধ্যা সহিত আজি করিব বিনাশ।।
ক্রোধে ফিরিলেন পুনঃ বিশ্বামিত্র ঋষি।
নির্গত হইল তাঁর নেত্রে অগ্নিরাশি।।
সেই অগ্নি লাগে গিয়া অযোধ্যা-নগরে।
প্রজার তাবৎ ঘর দ্বার দগ্ধ করে।।
কান্দিয়া চলিল প্রজা রামের গোচরে।
বিশ্বামিত্র মুনি আসি সর্ব্বনাশ করে।।
তোমারে না দিয়া রাজা দিল ভরতেরে।
তেকারণে এ বিপদ অযোধ্যা নগরে।।
প্রজার করুণা শুনি রামের তরাস।
ধাইয়া গেলেন রাম বিশ্বামিত্র পাশ।।
মুনির চরণ ধরি বলে রঘুমণি।

www.bengaliebook.com

প্রজালোকে রক্ষা প্রভু করহ আপনি।।
অপরাধ যেই করে দণ্ড কর তার।
নিরপরাধীর দণ্ড করা অবিচার।।
মুনি হৈয়া যেই জন রাগে দেয় মন।
পূর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট তাঁর হয় সেইক্ষণ।।
পুত্রে পাঠাইতে পিতা হলেন কাতর।
যজ্ঞ রক্ষা করি গিয়া মিথিলা নগর।।
হাসিলেন মুনিরাজ রামের বচনে।
অযোধ্যার পানে চান অমৃত-নয়নে।।
সকল করিতে পারে তপের কারণ।
যেমন অযোধ্যাপুরী হইল তেমন।।
মুনির চরিত্র দেখি রামের তরাস।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।

মিথিলায় যজ্ঞ রক্ষার্থে শ্রীরাম লক্ষ্মণের গমন ও মন্ত্রদীক্ষা

শিরে পঞ্চঝুঁটি রাম বিষ্ণু-অবতার।
মুগ্ধ হইলেন মুনি রূপেতে তাঁহার।।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় আকাশে।
মুনি বলিলেন রাম চল মোর দেশে।।
জানিলেন মহারাজ রামের গমন।
লক্ষ্মণ সহিত রামে করেন অর্পণ।।
বলিলেন বিশ্বামিত্র রাজার গোচর।
রাম লাগি চিন্তা না করিহ নরেশ্বর।।
তুমি নাহি জানহ রামের গুণলেশ।
রাক্ষস বধিতে অবতীর্ণ হৃষীকেশ।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে লয়ে আমি দেশে যাই।
স্থির হও মহারাজ কোন চিন্তা নাই।।
রাজারে কহিয়া এই প্রবোধ বচন।
মুনি বলিলেন চল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
শ্রীরাম বলেন মুনি যদি বল তুমি।
মাতৃস্থানে বিদায় লইয়া আসি আমি।।
মায়ে না কহিয়া যাব মিথিলা- নগর।
কান্দিবেন অন্ন জল ছাড়ি নিরন্তর।।
গেলেন শ্রীরামচন্দ্র মায়ের মন্দিরে।
প্রণাম করিয়া পদে বলেন মায়েরে।।
আইলেন বিশ্বামিত্র লইতে আমারে।
মিথিলায় যাই আমি যজ্ঞ রাখিবারে।।
শুদ্ধমনে মাতা মোরে আশীর্ব্বাদ কর।
যুদ্ধে জয়ী হই যেন প্রসাদে তোমার।।
প্রথম যুদ্ধেতে যাত্রা করিতেছি আমি।
আমার লাগিয়া শোক না করিহ তুমি।।
কৌশল্যা শুনিয়া তাহা করেন রোদন।
ভিজিল নয়ন-নীরে নেতের বসন।।
কাতর কৌশল্যা কোলে করিয়া রামেরে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন কর দিয়া শিরে।।
মায়েরে কহেন রাম প্রবোধ বচন।
নেত্রনীর নেত্রেতে হইল নিবারণ।।
মাতৃ-পদধূলি রাম বন্দিলেন মাথে।
শুভযাত্রা করিলেন ধনুর্ব্বাণ হাতে।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে লৈয়া বিশ্বামিত্র যান।
মহারাজ নেত্রনীরে ধরণী ভাসান।।
কতদূরে গিয়া রাম হন অদর্শন।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করেন ক্রন্দন।।
রাজাকে প্রবোধ করে যত পাত্রগণ।
কে করে অন্যথা যাহা বিধির লিখন।।
রামে দেখি মুনিবর আনন্দিত মন।
রামের বিবাহ হবে দৈবের ঘটন।।
আগে মুনিবর যান পাছে দুই জন।
ব্রহ্মার পশ্চাতে যেন অশ্বিনী-নন্দন।।
কান্দিতে কান্দিতে সবে গেল নিজ বাসে।
রামে লয়ে বিশ্বামিত্র বনেতে প্রবেশে।।
আগে মুনি যান, পিছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আতপে হইল ম্লান দোঁহার আনন।।
তাহা দেখি বিশ্বামিত্র অন্তরে চিন্তিত।
এত দিনে শ্রীরামের দুঃখ উপস্থিত।।
রবির আতপেতে মুখে হইল ঘাম।
বহুকাল কি মতে ভ্রমিবে বনে রাম।।
বিশ্বামিত্র এই মত ভ্রমিবে ভাবিয়া অন্তরে।
করাইল মন্ত্রদীক্ষা শ্রীরামচন্দ্রেরে।।
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুবীর।

স্নান কর গিয়া জলে সরযূ নদীর।।
যত রাজা পূর্ব্বে সূর্য্যবংশে হয়েছিল।
এই স্থানে প্রাণ ছাড়ি স্বর্গবাসে গেল।।
এই পুণ্যতীর্থে রাম স্নান কর তুমি।
তোমারে সুমন্ত্র দীক্ষা করাইব আমি।।
শোক দুঃখ কখন না পাইবে অন্তরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা না হইবে সহস্র বৎসরে।।
করিলেন রামচন্দ্র সে মন্ত্র গ্রহণ।
রামেরে কহিতে তাহা শিখিল লক্ষ্মণ।।
দৃঢ় করি শিখিলেন ভাই দুইজন।
আনন্দিত হইল দেখিয়া দেবগণ।।
বহুকাল অনাহারে থাকিবে লক্ষ্মণ।
এতকালে হৈবে ইন্দ্রজিতের মরণ।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্বের শিক্ষা।
আদিকাণ্ডে লিখিল রামের মন্ত্রদীক্ষা।।

www.bengaliebook.com

শ্রীরাম কর্ত্তৃক তাড়কা রাক্ষসী বধ ও অহল্যার উদ্ধার

গুরুর চরণে রাম করিলেন নতি।
রামে লৈয়া বিশ্বামিত্র করিলেন গতি।।
তাড়কার বনে আসি দিল দরশন।
মুনি বলিলেন শুন ভাই দুইজন।।
এই পথে যাই ঘর তৃতীয় প্রহরে।
এই পথে তিন দিনে যাই মম ঘরে।।
তিন প্রহরের পথে কিন্তু ভয় করি।
তাড়কা রাক্ষসী আছে মহাভয়ঙ্করী।।
তাড়িয়া ধরিয়া খায় যত জীবগণ।
কোন্ পথে যাই বল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
করিলেন রাম গুরু-বাক্যের উত্তর।
তিন দিন ফেরে কেন যাব মুনিবর।।
যদি সে রাক্ষসী পথে আইসে খাইতে।
বিচারে নাহিক দোষ তাহারে মারিতে।।
রামেরে কহেন বিশ্বামিত্র মুনিবর।
ও পথের নামে মোর গায়ে আসে জ্বর।।
তোমার বাসনা রাম না পারি বুঝিতে।
মোরে নিয়া যাহ বুঝি রাক্ষসের দিতে।।
যখন রাক্ষসী মোরে আসিবে তাড়িয়া।
আমারে এড়িয়া দোঁহে যাবে পলাইয়া।।
গুরুর বচনে হাসিলেন প্রভু রাম।
বিফল ধনুক ব্যর্থ ধরি রাম নাম।।
এক বাণ বিনা যে দ্বিতীয় বাণ ধরি।
তোমার দোহাই যদি তিন বাণ মারি।।
এইমত রঘুনাথ প্রতিজ্ঞা করিতে।
চলিলেন মুনি সে তাড়কা দেখাইতে।।
উভয় ভ্রাতার মধ্যে থাকি মুনিবর।
দূর হৈতে দেখালেন তাড়কার ঘর।।
কর বাড়াইয়া তার ঘর দেখাইয়া।
অতি ত্রাসে মুনিবর যান পলাইয়া।।
শ্রীরাম বলেন ভাই মুনির সহিত।
শীঘ্র যাহ গুর এক যান অনুচিত।।
লক্ষ্মণ বলেন রামে যোড় করি হাত।
থাকুক সেবক সঙ্গে প্রভু রঘুনাথ।।
শুনিয়া সে সব কথা বড়ই বিষম।
একেলা কেমনে রাম করিবে বিক্রম।।
শ্রীরাম বলেন, ভাই ভয় নাহি মনে।
কি করিতে পারে ভাই রাক্ষসীর প্রাণে।।
সকল রাক্ষসী যদি হয় এক মেলি।
লঙ্ঘিতে না পারে মম কনিষ্ঠ অঙ্গুলি।।
গেলেন মুনির সঙ্গে লক্ষ্মণ তখন।
তাড়কার প্রতি রাম করেন গমন।।
বাম হাঁটু দিয়া রাম ধনু মধ্যখানে।
দক্ষিণ হস্তেতে গুণ দিলেন সে স্থানে।।
আঁটিয়া সে পীতবস্ত্র বান্ধিলেন রাম।
বামহাতে ধনুর্ব্বাণ দুর্ব্বাদলশ্যাম।।
প্রথমে দিলেন রাম ধনুকে টঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার।।
শুয়েছিল রাক্ষসী সে সুবর্ণের খাটে।
ধনুক টঙ্কার শুনি চমকিয়া উঠে।।
বসিয়া রাক্ষসী সেই একদৃষ্টে চায়।
দূর্ব্বাদল-শ্যামরূপ দেখিল তথায়।।
উঠিয়া বলিল, সেই রাম বিদ্যমান।
ডাকিয়া বলিল, আজি লব তোর প্রাণ।।
ব্রাহ্মণের চর্ম্ম তার গায়ের কাপড়।

www.bengaliebook.com

চলিতে তাহার বস্ত্র করে মড়মড়।।
ব্রাহ্মণের মুণ্ড তার কর্ণের কুণ্ডল।
মনুষ্যের মুণ্ডমালা গলার উপর।।
বসিতে আসন নাই ভাবে মনে মন।
ইহার চর্ম্মেতে হবে বসিতে আসন।।
রক্ত মাংস মুনির শরীরে নাহি পাই।
অস্থি চর্ম্ম সার মাত্র শুধু হাড় খাই।।
অপূর্ব্ব ইহার মাংস দিলেন বিধাতা।
হাসিলেন রাম, শুনি তাড়কার কথা।।
তাম্রবর্ণ দেখি তার গায়ে লোমাবলী।
দন্ত গোটা দেখি যেন লোহার শিকলি।।
বদন ব্যাদান করি আইলি খাইতে।
পাঠাইব তোরে আজি যমের ঘরেতে।।
মনুষ্য খাইয়া চেড়ী দেশ কৈলি বন।
তোর ডরে পথে নাহি চলে সাধুজন।।
শুনিয়া রামের বাক্য কুপিয়া অন্তরে।
নিকটে আসিয়া সে বিকটাকার ধরে।।
রামকে খাইতে চায় ডরে নাহি পারে।
শালগাছ উপাড়িলা আনিল হুঙ্কারে।।
শালগাছ উপাড়িয়া ঘন দিল পাক।
দূর দূর করিয়া তাড়কা দিল ডাক।।
তাহা দেখি রঘুনাথ এড়িলেন বাণ।
বাণাঘাত করিলেন গাছ খান খান।।
গাছ কাটা দেখিয়া কাঁপিয়া গেল মনে।
শিংশপার গাছ ধরি ঘন ঘন টানে।।
শিংশপার গাছ তোলে রামে মারিবারে।
তার মুখ ভেদিলেন রাম এক শরে।।
তথাপি তাড়কা যায় রামে গিলিবারে।
মহাবীর তবু ভয় নাহি করে তারে।।
বাণের উপরে বাণ শব্দ ঠনঠনি।
বর্ষাকালে বিদ্যুতের যেন ঝনঝনি।।
শ্রীরামেরে ডাকিয়া বলিল দেবগণ।
বজ্রবাণে তাড়কার বধহ জীবন।।
বজ্রবাণ এড়ে রাম বজ্রের হুড়ুকে।
নির্ঘাৎ বাজিল বাণ তাড়কার বুকে।।
বুকে বাণ বাজিতে হইল অচেতন।
তাড়কা পড়িল গিয়া পঞ্চাশ যোজন।।
বিপরীত ডাক ছাড়ি ছাড়িলেক প্রাণ।
শব্দ শুনি বিশ্বামিত্র হৈল হতজ্ঞান।।
পাঠাইয়া তাড়কারে যমের সদন।
করিলেন রাম মুনির চরণ বন্দন।।
চেতন পাইয়া বলে গাধির নন্দন।
তাড়কা মারিলা বাছা কৌশল্যা-জীবন।।
শ্রীরাম বলেন, গুরু কি শক্তি আমার।
তাড়কারে বধিলাম প্রসাদে তোমার।।
মুনি বলিলেন শুন কৌশল্যা-নন্দন।
নিকটেতে দেখি গিয়া তাড়কা কেমন।।
তাড়কা দেখিতে মুনি করেন পয়ান।
মরেছে তাড়কা, তবু মুনি কম্পমান।।
তাড়কারে দেখিয়া ভাবেন মুনি মনে।
এমন বিকট মূর্ত্তি না দেখি নয়নে।।
তাড়কা মারিয়া রাম রাজীবলোচন।
পবনের জন্মভূমি করেন গমন।।
বিশ্বামিত্র কহে, শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এইখানে হৈল ঊনপঞ্চাশ পবন।।
পবনের জন্মভূমি পশ্চাৎ করিয়া।
অহল্যার তপোবনে গেলেন চলিয়া।।
মুনি বলিলেন রাম কমললোচন।

পাষাণ উপরে পদ করহ অর্পণ।।
শুনিয়া বলেন রাম মুনির বচনে।
পাষাণেতে পদ দিব কিসের কারণে।।
মুনি বলিলেন শুন পুরাতন কথা।
সহস্র সুন্দরী সৃষ্টি করিলেন ধাতা।।
সৃজিলেন তা সবার রূপেতে অহল্যা।
ত্রিভুবনে সৌন্দর্য্য না ছিল তার তুল্যা।।
করিলেন অহল্যাকে বিবাহ গৌতম।
গৌতমের শিষ্য ইন্দ্র অতি প্রিয়তম।।
একদিন গৌতম গেলেন তপস্যায়।
গৌতমের বেশে ইন্দ্র প্রবেশে তথায়।।
অহল্যা গৌতমজ্ঞানে করে সম্ভাষণ।
আজি কেন সকালে ঘরেতে আগমন।।
ইন্দ্র বলে, তব রূপ হইল স্মরণ।
কেমনে করিব প্রিয়ে তপস্যাচরণ।।
মদন দহনে দগ্ধ হয় মম হিয়া।
নির্ব্বাণ করহ প্রিয়ে আলিঙ্গন দিয়া।।
পতিব্রতা নাহি লঙ্ঘে পতির বচন।
তখন শয়ন-গৃহে করিল গমন।।
গুরুপত্নী বলিয়া না করিল বিচার।
ধর্ম্মলোপ করিল বাসব অহল্যার।।
তপস্যা করিয়া মুনি আইলেন ঘরে।
অহল্যা আসন দিল অতি সমাদরে।।
গৌতম বলেন, প্রিয়ে জিজ্ঞাসি তোমারে।
শৃঙ্গারলক্ষণ কেন তোমার শরীরে।।
অহল্যা বলেন, প্রভু নিবেদি তোমারে।
আপনি করিয়া কর্ম্ম দোষহ আমারে।।
এ কথা শুনিয়া মুনি হেঁট কৈল তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে গৌতমের মুণ্ডে।।
জানিলেন ধ্যানেতে গৌতম মুনিবর।
জাতিনাশ করিল আসিয়া পুরন্দর।।
ইন্দ্র ইন্দ্র বলিয়া ডাকেন মুনিবর।
পুঁথি কাঁখে করিয়া আইল পুরন্দর।।
দিনান্তে অভুক্ত মুনি কুপিত অন্তরে।
দ্বিগুণ জ্বলিয়া কহিলেন পুরন্দরে।।
তোকে পড়াইলাম যে আমি শাস্ত্র নানা।
এতদিনে ভাল দিলি গুরুর দক্ষিণা।।
জাতি নষ্ট কৈলি তুই ওরে পুরন্দর।
যোনিময় হউক তোর সর্ব্ব কলেবর।।
অহল্যাকে শাপিলেন ক্রোধে মুনিবর।
কাননেতে তোর তনু হউক প্রস্তর।।
অহল্যা চরণে ধরি কহিল তখন।
কতকালে হবে মোর শাপ বিমোচন।।
অহল্যাকে কাতরা দেখিয়া তপোধন।
কহিলেন, যবে রাম দশরথ-ঘরে।
বিশ্বামিত্র লয়ে যাবে যজ্ঞ রাখিবারে।।
তোমার মাথায় পদ দিবেন যখন।
তখনি হইবে মুক্ত, না কর ক্রন্দন।।
ইহা শুনি লক্ষ্মণ বলেন শুন মুনি।
কেমনে দিবেন পদ, উনি যে ব্রাহ্মণী।।
বিশ্বামিত্র কহিলেন শুন রঘুবর।
ব্রাহ্মণী নহেন উনি এখন প্রস্তর।।
এ কথা শুনিয়া রাম কমললোচন।
তদুপরে করিলেন চরণ অর্পণ।।
তাহাতে হইল তার শাপ বিমোচন।
আহ্লাদিত শুনিয়া গৌতম তপোধন।।
অহল্যাকে দেখিয়া সানন্দ মহামুনি।
পুনর্ব্বার করিলেন পুষ্পের ছাউনি।।

www.bengaliebook.com

শুন সবেওরে ভাই হৈয়া এক মন।
আদ্যকাণ্ডে গাইল অহল্যা-বিবরণ।।

শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক তিন কোটি রাক্ষস বধ ও মুনিগণের যজ্ঞ সমাধান এবং হরধনু ভাঙিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের মিথিলায় গমন

শ্রীরাম বলেন প্রভু করি নিবেদন।
কেমনে হইল মুক্ত সহস্রলোচন।।
মুনি বলিলেন শুন দশরথ-সুত।
হইলেন বাসব সহস্র যোনিযুত।।
লজ্জাযুক্ত হইলেন দেব পুরন্দর।
কি হবে উপায় সব ভাবেন অমর।।
অশ্বমেধ করিলেন তখন বাসব।
যোনি ছিল, ঘুচিয়া হইল নেত্র সব।।
এইরূপে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে।
তিন জনে চলিলেন গঙ্গার কূলেতে।।
পাষাণ হইল মুক্ত কৈবর্ত্ত তা শুনে।
নৌকাখানি লইয়া সে পলাইল বনে।।
কৈবর্ত্তকে ডাকিয়া কহেন তপোধন।
না আইলে ভস্ম আমি করিব এখন।।
এত শুনি কৈবর্ত্তের উড়িল পরাণ।
আসিয়া মুনির কাছে দিল দরশন।।
মুনি বলিলেন বলি কৈবর্ত্ত তোমারে।
গঙ্গায় করহ পার এ তিন জনারে।।
কাতরে কৈবর্ত্ত কহে করিয়া বিনয়।
নৌকাখানি জীর্ণ মম শত ছিদ্রময়।।
তবে যদি আজ্ঞা কর মোরে তপোধন।
স্কন্ধে লয়ে করি পার যাহ তিন জন। ।
কোথা হৈতে আইল এ পুরুষ সুন্দর।
পায়ের পরশে মুক্ত করিল প্রস্তর।।
এ কথা শুনিয়া আমি সভয় অন্তর।
চরণ-ধূলিতে মুক্ত হইল পাথর।।
নৌকা মুক্ত হয় যদি লাগে পদধূলি।
দিক দিয়া পুষিব আমি মম পোষ্যগুলি।।
করিবেক গৃহিণী আমারে গালাগালি।
বলিবে মুনির বোলে নৌকা হারাইলি।।
যদি বল, শ্রীরামের চরণ ধোয়াই।
নতুবা লাগিলে ধূলি তরণী হারাই।।
তরণীতে ত্বরায় করেন আরোহণ।
ধোয়াইল কৈবর্ত্ত শ্রীরামের চরণ।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র এই তিনে।
পাটনী করিয়া পার গেল ভব জিনে।।
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণে লক্ষ্মণ।
ইহার সমান নাহি দেখি অকিঞ্চণ।।
শুভদৃষ্টে শ্রীরাম চাহেন তার পানে।
হইল সুবর্ণজয়ী তরণী তৎক্ষণে।।
হইলেন গঙ্গা পার শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কত দূরে মিথিলা জিজ্ঞাসেন তখন।।
মুনি বলিলেন রাম চলহ সত্বর।
এখন মিথিলা আছে তিন ক্রোশান্তর।।
পার হয়ে যান রাম সহিত লক্ষ্মণ।
কহিলে লাগিল দেখি মুনি-পত্নীগণ।।
দ্বাদশ বর্ষের রাম শিরে পঞ্চঝুঁটি।
মারিবেন রাক্ষস কেমনে তিন কোটি।।
কোন্ ভাগ্যবতী পুত্র ধরিয়াছে গর্ভে।
কত শত পুণ্য সে যে করিয়াছে পূর্ব্বে।।
মুনিগণ আইলেন করিতে কল্যাণ।
আশিস্ করেন সবে হাতে দুর্ব্বা ধান।।
শ্রীরামের নিরখিয়া যত মুনিগণ।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন সহ তপোধন।।

সে দিন বঞ্চিয়া সুখে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
প্রাতঃকালে মুনিরে করেন নিবেদন।।
যে কার্য্য করিতে আইলাম দুই ভাই।
সেই কার্য্যে অনুমতি করহ গোসাঞি।।
মুনিরা বলেন, শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এখনি করিব যজ্ঞ সকল ব্রাহ্মণ।।
আমরা যখন করি যজ্ঞ আরম্ভণ।
রক্তবৃষ্টি করে দুষ্ট তাড়কা-নন্দন।।
না পারি করিতে ক্রোধ আমরা ব্রাহ্মণ।
যদি ক্রোধ করি হয় ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন।।
শ্রীরাম বলেন, প্রভু করি নিবেদন।
অবিলম্বে কর যজ্ঞ-ক্রিয়া আরম্ভণ।।
শুনিয়া রামের কথা তপস্বী সকলে।
খোলা কুশ লইয়া গেলেন যজ্ঞস্থলে।।
কেহ ব্যাঘ্রচর্ম্মে বৈসে, কেহ কুশাসনে।
বসিলেন পূর্ব্বমুখ হইয়া আসনে।।
বেদপাঠ করিতে লাগিলেন সকলে।
মন্ত্রের প্রভাবেতে আপনি অগ্নি জ্বলে।।
যজ্ঞের যতেক ধূম উড়য়ে আকাশে।
দেখিয়া রাক্ষসগণ মনে মনে হাসে।।
আমরা জীয়ন্তে থাকি মুনি যজ্ঞ করে।
তিন কোটি নিশাচর সাজিয়া চল রে।।
তিন কোটি লইয়া মারীচ নিশাচর।
সাজিয়া আইল তারা যজ্ঞের ভিতর।।
সঙ্গেতে শ্রীরামেরে জানান মুনিগণ।
আসিছে রাক্ষসগণ কর নিরীক্ষণ।।
দেখিলেন রঘুবীর নিশাচরগণ।
ব্যপিয়াছে বসুমতী না যায় গণন।।
কুৎসিত বচন বলে বৃক্ষতলে বসি।
ফল-মূল কাড়ি লয় ভাঙ্গিছে কলসী।।
ঠারে ঠোরে কহেন সকল মুনিগণ।
সময় এসেছে তব কমললোচন।।
ধরিলেন বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি নারায়ণ।
নির্ব্বংশ করিতে দুষ্ট নিশাচরগণ।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ করে ধরি ধনুর্ব্বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ করেন সন্ধান।।
পাদপ পাথর লয়ে আইল বিস্তর।
ভয়ঙ্কর কলেবর যত নিশাচর।।
কটাক্ষেতে নিক্ষেপ করেন রাম শর।
তাহাতে পড়িল এক কোটি নিশাচর।।
এক কোটি পড়ে যদি রণের ভিতর।
দুই কোটি আইল লইয়া ধনুঃশর।।
হীরা বাণ জীরা বাণ অতি খরধার।
মারেন ইন্দ্রের বাণ কৌশল্যা-কুমার।।
কুরূপা সুরূপা বাণ পাশুপত আর।
রাক্ষস উপরে পড়ে বলি মার মার।।
গলাতে নির্ম্মিত মণি মাণিকের কাঁঠি।
রাম-বাণে পড়িল রাক্ষস দুই কোটি।।
শ্রীরামেরে আশীর্ব্বাদ করে মুনিগণ।
সবে বলে জয়ী হক শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
ব্রাহ্মণের আশিসে না হয়, হেন নাই।
মার মার করিয়া যুঝেন দুই ভাই।।
বরুণাস্ত্র পাশ বায়ু বাণ কালানল।
এড়িলেন বহু রাম সমরে অটল।।
মারিলেন শ্রীরাম গন্ধর্ব্ব নামে শর।
রামময় দেখিল সকল নিশাচর।।
আপনা আপনি সব কাটাকাটি করে।
সকল দেবতা দেখি হাসয়ে অম্বরে।।

শ্রীরাম করেন যুদ্ধ কাঁপাইয়া মাটি।
রাম-বাণে পড়িল রাক্ষস তিন কোটি।।
তিন কোটি পড়ে যদি রণের ভিতর।
রামের উপরে মারে চোখ চোখ শর।।
নিরন্তর বাণ মারে নিশাচরগণ।
সহিষ্ণুতা কত করিবেন দুই জন।।
হইলেন জর্জ্জর বাণেতে রঘুবীর।
শোণিতে প্লাবিতে অতি শ্যামল শরীর।।
আশীর্ব্বাদ করেন সকল দ্বিজচয়।
হউক রামের জয়, রাক্ষসের ক্ষয়।।
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে বাড়িল যে বল।
মার মার করিয়া গেলেন রণস্থল। ।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারেন রাঘব।
বরিষয়ে বর্ষায় যেমন মেঘ সব।।
অর্দ্ধচন্দ্র বিশিখের কি কহিব কথা।
তাহাতে কাটেন রাম দুই পাত্র মাথা।।
দুই পাত্র পড়ে যদি রণের ভিতর।
মারীচ রুষিল তবে তাড়কা কোঙর।।
কোথা গেল রাম, কোথা গেল বা লক্ষ্মণ।
তিন কোটি রাক্ষস মারিল কোন্ জন।।
শ্রীরাম বলেন তাড়কার হন্তা যেই।
তিন কোটি রাক্ষস মারিল রণে সেই।।
মারীচ শুনিয়া তাহা কুপিল অন্তরে।
ঘন ঘন বাণমারে রামের উপরে।।
রামের উপরে বাণ পড়িতেছে নানা।
বৈশাখ মাসেতে যেন পড়য়ে ঝঞ্ঝনা।।
মহাবীর রামচন্দ্র না হন কাতর।
শরবৃষ্টি করেন যেমন জলধর।।
মারীচের রক্ষা করে ভাবি দেবগণ।
মারীচ মরিলে নহে সীতার হরণ।।
বজ্রবাণ বলি রাম করিল স্মরণ।
আসিয়া সে বজ্রবাণ দলি দরশন।।
শ্রীরামের বজ্রবাণ বজ্র সে হুড়ুকে।
নির্ঘাত পড়িল দুষ্ট মারীচের বুকে।।
বুকে বাণ বাজিয়া নাটাই যেন ঘুরে।
ডানা ভাঙ্গা পক্ষী যেন উড়ে ধীরে ধীরে।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যায় মারীচ কাতর।
সাত দিনে উত্তরিল লঙ্কার ভিতর।।
বহু জীব খাইয়া মারীচ লঙ্কাবাসী।
বিবেক সংসার ত্যজি হইল সন্ন্যাসী।।
কহে, যদি মরিতাম বালকের বাণে।
কি করিত দস্যুবৃত্তি, কি করিত ধনে।।
শিরে জটা ধরিয়া বাকল পরিধান।
শয়নে স্বপনে করে রামময় ধ্যান।।
বটবৃক্ষতলে তপ কৈল আরম্ভণ।
রাম বিনা মারীচের অন্যে নাহি মন। ।
হেথা যজ্ঞ মুনিরা করিল সমাধান।
আশিস্ করেন রামে দিয়া দূর্ব্বা ধান।।
যজ্ঞ অবশেষে যেই ফল-মূল ছিল।
খাইতে সে সব ফল শ্রীরামেরে দিল।।
সে রাত্রি বঞ্চেন রাম মুনির আশ্রমে।
প্রভাতে একত্র হন মুনিগণ ক্রমে।।
সভাতে বসিয়া যুক্ত করে সর্ব্বজন।
সামান্য মনুষ্য নহে রাম নারায়ণ।।
যিনি যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞ রাখিলেন তিনি।
দশরথ-পুণ্যফলে অবতীর্ণ ইনি।।
রাক্ষসের ভয় কর কি কারণ আর।
রাক্ষস বধার্থে হরি স্বয়ং অবতার। ।

www.bengaliebook.com

করিলেন এই পণ জনক ভূপতি।
রাম বিনা তাহাতে না হবে অন্য কৃতী।।
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুবর।
মিথিলাতে হইবে সীতার স্বয়ম্বর।।
করেছেন প্রতিজ্ঞা এ জানকীর পিতা।
হরধনু ভাঙ্গিবে যে তাকে দিবে সীতা।।
কত শত ভূপতি আইসে আর যায়।
দেখিয়া হরের ধনু হারিয়া পলায়।।
দেখিলাম যে তোমারে বীর বলবান।
মনে বুঝি ধনুক করিবা দুইখান।।
শ্রীরাম বলেন আজ্ঞা কর যে এখন।
তাহা করি, তব আজ্ঞা লঙ্ঘে কোন্ জন। ।
এ কথা কহেন যদি কৌশল্যা-নন্দন।
রামেরে লইয়া যান সকল ব্রাহ্মণ।।
হাতে ধনু করি যান শ্রীরাম লক্ষণ।
আগে পাছে চলিলেন সকল ব্রাহ্মণ।।
বিশ্বামিত্র বলিলেন শুন রঘুবর।
অগ্রেতে গমন করি জনকের ঘর।।
এ কথা শুনিয়া রাম বলেন তাঁহারে।
আগে নিয়া বার্ত্তা দেহ জনক রাজারে।।
বিশ্বামিত্রে দেখিয়া উঠিল সর্ব্বজন।
আইস বলিয়া দিল বসিতে আসন।।
মুনি বলিলেন শুন জনক রাজন।
তব ঘরে আইলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
তাড়কারে মারিলেন হেলায় যে জন।
অহল্যার করিলেন শাপ বিমোচন।।
কৈবর্ত্তকে তারিলেন সুকৃপা দর্শনে।
তিন কোটি রাক্ষস মরিল যাঁর বাণে। ।
সেই রাম দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম।
লক্ষ্মণ তাঁহার ভাই দুই অনুপম।।
এ কথা শুনিয়া রাজা রাজসভা- জন।
কহিল সীতার বর আইল এখন।।
আইল সমস্ত লোক করিতে দর্শন।
বন্ধু-কর ধরিয়া ধাইল অন্ধ- জন।।
সবে বলে দেখিব লক্ষ্মণ আর রাম।
মিথিলার সব লোক ছাড়ে গৃহকাম।।
উভ করি বান্ধিয়াছে শিরে পঞ্চঝুঁটি।
গলাতে নির্ম্মিত মণি-মাণিক্যের কাঁঠি।।
বিশ্বামিত্র লৈয়া যান জনকের ঘরে।
অনুব্রজে রামেরে লইল সমাদরে।।
উল্লাসেতে কহেন জনক নৃপবর।
আইল সীতার বর এত দিন পর।।
কৌশিক বলেন শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
জনকেরে প্রণাম করহ দুই জন।।
গুরুবাক্য অনুসারে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
করিলেন শ্রীরাম রাজাকে সম্ভাষণ।।
আলিঙ্গণ দিলেন জনক দোঁহাকারে।
ভাসিলেন তখন আনন্দ-পারাবারে।।
মহাযোগী জনক জানেন অভিপ্রায়।
গোলোক ছাড়িয়া হরি দেখি মিথিলায়।।
ধূর্জ্জটি দুর্জ্জয় ধনু আছে যেইখানে।
সভাসহ গেল সেই স্বয়ম্বর-স্থানে।।
হেনকালে জনক বলেন কুতূহলে।
সভায় বসিয়া কথা শুনেন সকলে।।
যে জন শিবের ধনু ভাঙ্গিবারে পারে।
সীতা নামে কন্যা আমি সমর্পিব তাঁরে।।
এ কথা শুনিয়া রাম কমললোচন।
ধনুকের সন্নিকটে করেন গমন।।

www.bengaliebook.com

হেনকালে সীতাদেবী সহ সখীগণ।
অট্টালিকা পরে উঠি করে নিরীক্ষণ। ।
জানকী বলেন, সখী করি নিবেদন।
কোন্ জন রাম বা লক্ষ্মণ কোন্ জন। ।
সীতারে দেখায় সখীগণ তুলি হাত।
দূর্ব্বাদলশ্যাম ঐ রাম রঘুনাথ।।
রামেরে দেখিয়া সীতা ভাবিলেন মনে।
পাছে হে বিরিঞ্চি করে বঞ্চিত এ ধনে।।
দেবগণে প্রার্থনা করেন সীতা মনে।
স্বামী করি দেহ রাম কমললোচনে।।
বাসনা পূরাও মম দেব গণপতি।
হর-হরি-সূর্য্য দেব দেবী ভগবতী।।
দেব-দেবী স্থানে সীতা করেন প্রার্থনা।
রামে পতি করে দিয়া পূরাও বাসনা।।
পিতার কঠিন পণ, রাম শ্যাম-তনু।
কি প্রকারে ভাঙ্গিবেন মহেশের ধনু।।
সীতার মানস জানি হৈল দৈববাণী।
পাবে রামে, গৃহে যাও জনক-নন্দিনী।।
দেবতার বাক্য কভু নায় খণ্ডন।
শ্রীরাম-সীতার বিভা কৃত্তিবাস কন।।

www.bengaliebook.com

সীতাদেবীর দেবগণের নিকটে বর প্রার্থনা

কৃতাঞ্জলি সুচিন্ততা,
প্রার্থনা করেন সীতা,
শুনহ সকল দেবগণ।
যদি রাম
গুণনিধি,
স্বামী করি দেহ বিধি,
তবে হয় কামনা পূরণ।।
শুন দেব
হুতাশন,
আর শুন গজানন,
শুনহ আমার পরিহার।
মহেন্দ্র বরুণ
কাল,
শুন সবে দিকপাল,
মহাদেব করহ নিস্তার।।
কাত্যায়নী
ভগবতী,
করযোড়ে করি স্তুতি,
পতি দেহ রাম গুণমণি।
তুমি শিব তুমি
ধাতা,
সকল দেবের মাতা,
বেদমাতা হরের ঘরণী।।
চণ্ড মুণ্ড আদি
যত,
বধিলা যে কত শত,
দেবগণে করিলা নিস্তার।
শ্রীরামেরে পতি
দেহ,
ঘুচাও মনের মোহ,
রাম বিনা গতি নাহি আর।।
কমঠ-কঠোর
ধনু,
শ্রীরাম কোমল তনু,
কেমনে তুলিবে শরাসন।
কত কত
বীরগণে,
না পারিল উত্তোলনে,
দারুণ পিতার এই পণ।।
সীতার এমন
মন,
বুঝিলেন দেবগণ,
আকাশে হৈল দৈববাণী।
শুন গো জনকসুতা,
না হইও দুঃখ যুতা,
স্বামী তব রাম গুণমণি।।
ফুলের ধনুক
প্রায়,
হেলায় তুলিয়া তায়,
ভাঙ্গিবেন কৌশল্যা-নন্দন।
দেবতাগণের
কথা,
কভু না হইবে বৃথা,
এই কৃত্তিবাসের বচন।।

www.bengaliebook.com

শ্রীরাম কর্ত্তৃক হরধনু ভঙ্গ এবং শ্রীরাম লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ

ধনুকের ঘরে রাম গেলেন যখন।
ধনুক তোলহ রোম বলে সর্ব্বজন।।
যত যত রাজা আছে ভাবিল অন্তরে।
দেখিব কেমনে শিশু ধনুর্ভঙ্গ করে। ।
বিস্মিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ।
ধনুক তোলহ রাম বলে সর্ব্বজন।।
লক্ষ্মণ বলেন শুন জ্যেষ্ঠ মহাশয়।
ঘুচাও ধনুক ধরি সবার বিস্ময়।।
শ্রীরাম বলেন শুন গাধির নন্দন।
আজ্ঞা কর করিব কি ধনুক ধারণ।।
এতেক বলিয়া রাম সহাস্য বদনে।
ধনুক ধরেন করে, দেখে সর্ব্বজনে।।
ধনুক তুলিয়া রাম বলেন লক্ষ্মণে।
ভাঙ্গিব শিবের ধনু, ভয় হয় মনে।।
ধনুকে অর্পিয়া গুণ বলেন মুনিরে।
তাহা করি, যাহা আজ্ঞা করিবে আমারে।।
মুনি বলিলেন, রাম কোথাও কৌতুক।
মনোরথ পূর্ণ করে ভাঙ্গিয়া ধনুক। ।
আজ্ঞা পেয়ে শ্রীরাম দিলেন গুণে টান।
মড় মড় শব্দে ধনু হৈল দুইখান।।
সভায় সকল লোক হারাইল জ্ঞান।
ত্রিভুবন সঘনে হইল কম্পমান।।
হইলেন জনক ভূপতি হরষিত।
বাদ্য বাজে মিথিলানগরে অগণিত।।
গলে বস্ত্র দিয়া রাজা অতি সমাদরে।
নিমন্ত্রণ একে একে সবাকারে করে।।
সুমন্ত্র ব্রাহ্মণ রামে লয়ে গেল ঘরে।
সুমন্ত্রের ব্রাহ্মণী কৌশল্যা নাম ধরে।।
কৌশল্যার তুল্য কেহ নহে ভাগ্যবতী।
মা মা বলি যাঁরে স্বয়ং ডাকেন শ্রীপতি।।
সুমন্ত্র মুনির ঘরে রাখিয়া রামেরে।
বিশ্বামিত্র গেলেন যে জনকের পুরে।।
সীতাদেবী বন্দিলেন মুনির চরণ।
আনন্দিত হইল জনক যশোধন।।
জনক বলেন, প্রভু করি নিবেদন।
সীতার বিবাহ জন্য কর শুভক্ষণ।।
এ কথা শুনিয়া মুনি গাধির নন্দন।
অমনি আইল যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
মুনি বলিলেন, রাম এই আমি চাই।
বিবাহ করিয়া ঘরে যাহ দুই ভাই।।
শ্রীরাম কহেন, প্রভু নিবেদি তোমারে।
আমা দোঁহে লয়ে চল অযোধ্যা-নগরে।।
বহুদিন আসিয়াছি তোমার সহিত।
বিলম্ব হইলে পিতা হবেন চিন্তিত।।
চারি ভাই জন্ম লইয়াছি এক দিনে।
সে সবারে ছাড়ি করি বিবাহ কেমনে।।
এ চারি ভ্রাতাকে যেই কন্যা দিবে চারি।
চারি ভাই বিবাহ করিব ঘরে তারি।।
এই বাক্য নিঃসরিল শ্রীরামের তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে কৌশকের মুণ্ডে।।
দুঃখিত হইয়া মুনি গেলেন তখন।
জনকের নিকটে দিলেন দরশন।।
জনক বলেন প্রভু করি নিবেদন।
সীতার বিবাহ দিন কর শুভক্ষণ।।
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ নরপতে।

রামের মনস্থ নহে বিবাহ করিতে।।
কহিলেন, বহুকাল ছাড়িয়াছি ঘর।
বিলম্ব হইলে পিতা হবেন কাতর।।
যে চারি ভায়েরে চারি কন্যা সমর্পিবে।
তাঁর ঘরে রামচন্দ্র বিবাহ করিবে।।
শুনিয়া ভাবেন রাজা করি হেঁট মাথা।
সীতা বিনা কন্যা নাই আর পাব কোথা।।
এতেক ভাবিয়া রাজা বিষণ্ন বদন।
শতানন্দ পুরোহিত কহিছে তখন।।
কেন রাজা হইয়াছে বিচলিত মন।
তব ঘরে চারি কন্যা হইবে ঘটন।।
তোমার কনিষ্ঠ ভাই, কুশধ্বজ নাম।
তাঁর দুই কন্যা আছে রূপগুণ-ধাম।।
তোমার দুহিতা দুই পরমা-সুন্দরী।
চারি ভায়ে সমর্পণ কর কন্যা চারি।।
শ্রীরামের যে বাসনা হবে সেই মত।
তাঁহারে জানাও গিয়া সমাচার যত।।
হরষিত হইয়া মুনি গাধির কোঙর।
বার্ত্তা গিয়া দেন তবে রামের গোচর।।
শুন রাম, নাহি দেখি ইহাতে বাধক।
চারি ভায়ে চারি কন্যা দিবেক জনক।।
রাম বলিলেন, প্রভু করি নিবেদন।
সব ভাই হেথা নাই, করিব কেমন।।
ইহাতে বাধক আরো আছে মুনিবর।
বিবাহ করিতে নারি পিতৃ-অগোচর।।
আমারে বিবাহ দিতে যদি আছে মন।
অযোধ্যাতে মনুষ্য পাঠাও একজন।।
এতেক শুনিয়া গিয়া গাধির নন্দন।
কহিলেন জনকেরে সর্ব্ব বিবরণ।।
শুনিয়া আনন্দে রাজা ভাবে গদ গদ।
বচন মনের অগোচর এ সম্পদ।।
মুনি বলিলেন, শুন জনক রাজন।
আনিবারে রাজাকে পাঠাও একজন।।
রাজা বলিলেন মুনি করি নিবেদন।
তোমা ভিন্ন কে যাইবে অযোধ্যা ভুবন।।
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে।
ঘটক হইয়া যাই অযোধ্যা-ভুবনে।।
এই যশ আমার ঘুষিবে ত্রিভুবনে।
বিবাহ দিলাম আমি শ্রীরাম লক্ষ্মণে।।
এতেক ভাবিয়া মুনি করিল গমন।
সিদ্ধাশ্রমে প্রথমতঃ দিল দরশন।।
সুধায় সকল মুনি কি শুনি কৌতুক।
রাম নাকি ভাঙ্গিয়াছে হরের ধনুক।।
মুনি বলে করিবারে সীতার কল্যাণ।
শিবধনু আপনি হইল দুইখান।।
বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রম পশ্চাৎ করিয়া।
গঙ্গার কূলেতে মুনি উত্তরেন গিয়া।।
গঙ্গা পার হইয়া চলেন মুনিবর।
অহল্যা যেখানে ছিল হইয়া পাথর।।
অহল্যার তপোবন পশ্চাৎ করিয়া।
পবনের জন্মভূমি উত্তরেন গিয়া।।
পবনের জন্মভূমি থুয়ে কত দূর।
তাড়কার বনে যান কাছে সরযূর।।
করিলেন সরযূর নীর সংস্পর্শন।
দূরেতে থাকিয়া দেখে অযোধ্যার জন।।
আসিয়া যে মুনিরাজ রামে লয়ে গেল।
একা মুনি আসিতেছে, রাম না আইল।।
এ কথা কহিল গিয়া দশরথ প্রতি।

www.bengaliebook.com

বজ্রপাত সম জ্ঞান করেন ভূপতি।।
কান্দিয়া বাহিরে আসি অজের নন্দন।
রামে না দেখিয়া কহে কাতর বচন।।
একা যে আইলা মুনি, রাম মোর কোথা।
হইল প্রত্যক্ষ বুঝি অন্ধকের কথা। ।
কোথা রাম কোথা বা লক্ষ্মণ গুণবিধি।
দরিদ্রেরে দিয়া নিধি হরিলেন বিধি।।
যজ্ঞরক্ষা হেতু লয়ে গেলা নিজ বাস।
ছলেতে করিলা মুনি মম সর্ব্বনাশ।।
রাক্ষস বধের হেতু লইয়া কুমার।
কে জানে বধিবা মুনি পরাণ আমার।।
বার্ত্তা পেয়ে আইল রাজার যত রাণী।
ডম্বুর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী।।
কৌশল্যা সুমিত্রা রাণী হাহাকার করে।
প্রমাদ পড়িল আজি অযোধ্যানগরে।।
অষ্ট বৎসরের রাম দশ নাহি পূরে।
হেন রামে খাইল কি বনে নিশাচরে।।
আকুল হইল রাজা অজের কুমার।
বিশ্বামিত্র ভাবিলেন একি চমৎকার। ।
রাজারে বুঝায় যত পাত্রমিত্রগণ।
হেনকালে আইলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।।
বশিষ্ঠ বলেন, কহ গাধির নন্দন।
রামের মঙ্গল শুনি জুড়াক জীবন।।
এই কথা শুনিয়া কহেন তপোধন।
ভাল মন্দ না শুনিয়া কান্দ কি কারণ।।
বশিষ্ঠ বলেন, মুনি কহ কি আশ্চর্য্য।
রামে না দেখিয়া কার মন নহে ধৈর্য্য।।
রাম ধ্যান রাম জ্ঞঅন রাম সে জীবন।
রাম বিনা অন্ধকার অযোধ্যা- ভুবন। ।
লোটায়ে পড়েন রাজা মুনি-পদতলে।
কোথায় লক্ষ্মণ কোথা রাম সদা বলে। ।
বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ যশোধন।
পুত্রের বিক্রম- কথা করহ শ্রবণ।।
তাড়কাকে মারিলেন কৌশল্যা-নন্দন।
অহল্যার করিলেন শাপ বিমোচন।।
কৈবর্ত্তকে কৃতার্থ করিলেন শ্রীরাম।
রাক্ষস মারিয়া পূর্ণ করিলেন কাম। ।
জনক করিয়াছিল ধনুর্ভঙ্গ পণ।
তাহাতে হারিয়া গেল যত রাজাগণ।।
শঙ্করের ধনুক করিয়া দুইখান।
লক্ষ্মীরূপা কন্যা রাম পাইলেন দান।।
চারি কন্যা দিবেক জনক চারি ভায়ে।
চল মহারাজ শীঘ্র দুই পুত্র লয়ে।।
এ কথা শুনিয়া রাজা আনন্দ বিহ্বলে।
প্রণতি করেন মুনি-চরণ-কমলে।।
অযোধ্যাতে তখন পড়িয়া গেল সাড়া।
লক্ষ লক্ষ হস্তী সাজে লক্ষ লক্ষ ঘোড়া।।
নানারূপে রথ সাজে অতি সুশোভন।
ডাকিয়া আনিল রাজা ভরত শত্রুঘ্ন।।
ত্বরা করি সবারে করিল নিমন্ত্রণ।
অযোধ্যার লোক সব করিল সাজন।।
অগ্রে রথে চড়িলেন যতেক ব্রাহ্মণ।
চড়িলেন রথে রাজা সহ পুত্রগণ।।
বলেন কৌশল্যা দেবী সুমিত্রা দেবীরে।
না পাই হরিদ্রা দিতে রামের শরীরে।।
সুমিত্রা বলেন, দিদি কেন ভাব আর।
রামের নামেতে করি মঙ্গল আচার।।
লক্ষ লক্ষ পদাতিক চলিলেক সঙ্গে।

www.bengaliebook.com

চক্রবর্ত্তী চলিলেন সৈন্য চতুরঙ্গে।।
রায়বার পড়ে ভাট, বেদ বিপ্রগণ।
মিথিলার এবে কিছু শুন বিবরণ।।
সীতারূপে লক্ষ্মী স্বয়ং তথায় জন্মিল।
মিথিলানগর ধনে পূর্ণিত হইল।।
ঘৃত দুগ্ধে জনক করিল সরোবর।
স্থানে স্থানে ভাণ্ডার করিল মনোহর।।
চাল রাশি রাশি, সুমিষ্টান্ন কাঁড়ি কাঁড়ি।
স্থানে স্থানে রাখে রাজা লক্ষ লক্ষ হাঁড়ি।।
হেথা সৈন্যগণ লয়ে অজের নন্দন।
সরযূ নদীর তীরে দিয়া দরশন।।
সরযূ নদীতে রাজা কির স্নান দান।
মিষ্টান্ন ভোজন করে, মিষ্ট জলপান।।
ত্বরিতে সরযূ নদী উত্তীর্ণ হইয়া।
তাড়কার বনেতে প্রবেশিলেন গিয়া।।
কৌশিক বলেন শুন অজের নন্দন।
এই বনে তাড়কা হইল নিপাতন।।
শুনিয়া বলেন রাজা অজের নন্দন।
তাড়কা দেখিব প্রভু তাড়কা কেমন।।
তাড়কার নিকটে গেলেন দশরথ।
দেখেন পড়িয়া আছে আগুলিয়া পথ।।
তাড়কা দেখিয়া রাজা ভাবিলেন মনে।
ইহারে বালক রাম মারিল কেমনে।।
তাড়কার বন রাজা পশ্চাৎ করিয়া।
পবনের জন্মভূমি দেখিলেন গিয়া।।
পবনের জন্মভূমি পশ্চাৎ করিয়া।
অহল্যার আশ্রমেতে উত্তরিল গিয়া।।
অহল্যার তপোবন পশ্চাৎ করিয়া।
গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন গিয়া।।
যে কৈবর্ত্ত শ্রীরামেরে পার করেছিল।
সে রাজার নাম শুনি নৌকা সাজাইল। ।
নৌকাতে হইল পার যত সৈন্যগণ।
সিদ্ধাশ্রম দর্শন করেন যশোধন।।
ভূপতি বলেন, মুনি নিবেদন করি।
কত দূর আছে আর মিথিলা নগরী।।
বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ নৃপবর।
আছে আর তিন ক্রোশ মিথিলা নগর।।
মুনিপত্নী সবে বলে রাজা পূর্ণকাম।
যাঁর ঔরসে জন্ম লইলেন রাম।।
সিদ্ধাশ্রম দশরথ পশ্চাৎ করিয়া।
মিথিলার সন্নিকটে দেখিলেন গিয়া।।
আহ্লাদিত প্রজা সব আর সৈন্যগণ।
নানাজাতি অস্ত্র খেলে বাজায় বাজন।।
দূত গিয়া বার্ত্তা দিল জনক রাজারে।
অনুব্রজে লও রজা অজের কুমারে।।
রথ হৈতে নামিলেন অযোধ্যার পতি।
করিলেন জনক আদরে বহু স্তুতি।।
জনক বলেন রাজা যদি কর দয়া।
তব চারি পুত্রে দেই চারিটি তনয়া। ।
দশরথ বলিলেন শুন হে জনক।
সম্বন্ধ হইল স্থির তবে কি বাধক।।
উভয়ে হইল শিষ্টাচার সম্ভাষণ।
বিদায় হইয়া রাজা করেন গমন।।
যেই ঘরে বসিয়া আছেন রঘুবীর।
সেই ঘরে চলিলেন দশরথ ধীর।।
পিতার উদ্দেশ পেয়ে হইয়া বাহির।
বন্দিলেন পিতৃপদদ্বয় রঘুবীর।।
লক্ষ্মণ বন্দিল গিয়া পিতার চরণ।

www.bengaliebook.com

রামের চরণ বন্দে ভরত শত্রুঘ্ন।।
লক্ষ্মণ বন্দিল গিয়া ভরতে তখন।
শত্রুঘ্ন আসিয়া বন্দে সোদর লক্ষ্মণ।।
চারি ভ্রাতা পরস্পর করে আলিঙ্গন।
সুখে পুলকিত অঙ্গ অজের নন্দন।।
ঘাটেতে উতরে কেহ, উতরে বা মাঠে।
কেহ পাক করি খায় সরোবর-ঘাটে।।
খাও খাও, লহ লহ, এই শব্দ শুনি।
অন্নে পরিপূর্ণ যেন হইল মেদিনী।।
গেলেন বশিষ্ঠ মুনি জনকের ঘর।
সভা করি বসেছেন জনক নৃপবর।।
বশিষ্ঠে দেখিয়া রাজা করে অভ্যর্থন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল আর বসিতে আসন।।
কহিতে লাগিল রাজা জনক তখন।
সীতার বিবাহ লগ্ন করে শুভক্ষণ।।
বশিষ্ঠ সভার মধ্যে জ্যেতিষ মেলিল।
পুনর্ব্বসু কর্কটেতে কন্যা লগ্ন হৈল।।
তাহাতে বিবাহ-বিধি হইলে ঘটন।
স্ত্রী-পুরুষ বিচ্ছেদ না হয় কদাচন।।
সেই লগ্ন করিল যে যত বন্ধুজন।
স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ।।
স্ত্রী-পুরুষে বিচ্ছেদ না হয় কালান্তরে।
কেমনে মারিবে তবে লঙ্কার ঈশ্বরে।।
করহ মন্ত্রণা এই বলি সারোদ্ধার।
লগ্ন ভ্রষ্ট কর গিয়া শ্রীরাম সীতার।।
নর্ত্তক হইয়া তবে যাও শশধর।
নৃত্য কর গিয়া তুমি জনকের ঘর।।
তব নৃত্য দেখিলে ভুলিবে সর্ব্বজন।
অতীত হইবে তবে কর্কট লগন।।

শুভলগ্ন করিয়া বশিষ্ঠ মুনিবর।
বার্ত্তা লয়ে দিলেন যে ভূপতি গোচর।।
আনন্দিত হইলেন অজের নন্দন।
আয়োজন করিলেন সর্ব্ব আভরণ।।
ভারে ভারে দধি দুগ্ধ ভারে ভারে কলা।
ভারে ভারে ক্ষীর ঘৃত শর্করা উজ্জ্বলা।।
সন্দেশের ভার লয়ে গেল ভারিগণ।
অধিবাস করিবারে চলেন ব্রাহ্মণ।।
সভা করি বসেছেন জনক ভূপতি।
সেইখানে গেলেন বশিষ্ঠ মহামতি।।
দ্রব্যের যতেক ভার এড়িলেক গিয়া।
বসেন বশিষ্ঠ কুশ আসন পাতিয়া।।
ঘট সংস্থাপন করে যেমন বিধান।
উপরেতে আম্রশাখা নীচে দুর্ব্বা ধান।।
বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন ব্রাহ্মণ।
সীতারে আনিল দিয়া নানা আভরণ।।
বসিলেন সীতাদেবী সুবর্ণের পাটে।
বেদমন্ত্রে দিল গন্ধ সীতার ললাটে।।
চারিজনের অধিবাস করিল তখন।
বস্ত্র পরাইল আর নানা আভরণ।।
জলধারা দিয়া কন্যা লইলেক ঘরে।
জনক ভূপতি সর্ব্ব দ্রব্য ব্যয় করে।।
অধিবাস দ্রব্য লৈয়া চলিল ব্রাহ্মণে।
শ্রীরামের অধিবাস করে শুভক্ষণে।।
বশিষ্ঠ কহেন দশরথে সম্বোধিয়া।
চারি তনয়ের কর অধিবাস-ক্রিয়া।।
রাজা বলে, শুনহ বশিষ্ঠ তপোধন।
অযজ্ঞোপবীতী এই চারিটি নন্দন।।
ক্ষৌরকর্ম্ম করিলেন চারিটি নন্দন।

www.bengaliebook.com

আর যজ্ঞোপবীত হইল চারিজনে।।
রামচন্দ্র বসিলেন বাপের নিকটে।
চন্দন দিলেন চারি পুত্রের ললাটে। ।
চারিজনের অধিবাস করিল রাজন।
বসন পরায়ে দিল নানা আভরণ।।
নান্দীমুখ করিলেন যেমন বিধান।
নান্দীমুখ উপলক্ষ্যে করিলেন দান। ।
কৌশল্যা ব্রাহ্মণী আর যত সখী লৈয়া।
আনন্দ করেন সবে রামকে দেখিয়া।।
হরিদ্রা মাখায় চারি করে কুতূহলে।
অঙ্গেতে পিঠালি দিল সখীরা সকলে।।
তোলা জলে স্নান করাইল চারি বরে।
মঙ্গলসূতা বান্ধি দিল তাহাদের করে।।
মঙ্গল করিয়া বসিলেন চারি জন।
দেখিয়া সকলে ভাবে এ চারি জন।
দেখিয়া সকলে ভাবে এ চারি মদন।।
বান্ধিল অপূর্ব্ব পাগ মস্তক-মণ্ডলে।
মনোহর মুক্তাহার শোভে বক্ষঃস্থলে।।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী, করে অঙ্গদ বলয়।
কর্ণেতে কুণ্ডল দিল শোভে অতিশয়।।
দিব্যবস্ত্র পরিধান ভাই চারি জন।
অপর অঙ্গেতে দিল নানা আভরণ।।
ক্ষত্রিয় বিবাহ করে চতুর্দ্দোলাপরে।
সাজাইতে চতুর্দ্দোল কহে নৃপবরে।।
চতুর্দ্দোল সাজাইল অতি সে রূপস।
উপরে তুলিয়া দিল সুবর্ণ কলস।।
চারিদিকে দিল রানা সুবর্ণের বারা।
ঝলমল করে গজমুকুতার ঝারা।।
গঙ্গাজলি চামর দিলেক ঠাঁই ঠাঁই।
চতুর্দ্দোল সাজাইল হেন আর নাই।।
আপনার সুসাজ করেন দশরথ।
পরিধান পরিচ্ছদ যত মনোমত।।
রথোপরে চড়িলেন হাতে ধনুঃশর।
শুভযাত্রা করিলেন সানন্দ অন্তর।।
ভাটে রায়বার পড়ে, নাচে নটগণ।
বাজনা বাজায় কত, না যায় গণন।।
দামামা দগড় বাজে বেয়াল্লিশ বাজনা।
চতুর্দ্দোল আরোহণ করে চারিজনা।।
ঢাক ঢোল বাজিতেছে,ডম্ফ কোটি কোটি।
চারিদিকে উঠিল বীণার ছট ছটি।।
কত ঠাঁই বাজাইছে যোড়া যোড়া সানি।
কাঁশি বাঁশী যত বাজে নিয়ম না জানি।।
ঢালি পাইক যার সে খাঁড়ার চিকিমিকি।
কত শত অশ্বারোহী কত বা ধানুকী।।
চন্দ্র নৃত্য করিছেন জনক-সভায়।
হেনকালে দশরথ গেলেন তথায়।।
তাঁরে অনুব্রজিয়া লইলেন জনক।
দ্বারে ঠেলাঠেলি করে উভয় কটক।।
প্রথমেতে উভয়ে হইল ঠেলাঠেলি।
ঠেলাঠেলি হইতে হইল গালাগালি।।
চন্দ্র-নৃত্য দেখিতে ভুলিল সর্ব্বজন।
তাহে মগ্ন, কোথা লগ্ন কে করে গণন।।
আগে আইলেন রাম পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
শতানন্দ বলে কন্যা কর সমর্পণ।।
ভাল মন্দ কেহ কারো না শুনে বচন।
অতীত হইল লগ্ন সবে বিস্মরণ।।
লয়ে গেল সকলেরে বিবাহের স্থলে।
চারি ভাই বৈসে ছায়া-মণ্ডপের তলে। ।

প্রণাম করেন সবে সকল ব্রাহ্মণে।
বরণ করিল রামে বসন চন্দনে।।
নারীগণ করিলেক বরণ বিধান।
পায়ে দধি দিলেন মাথায় দূর্ব্বা ধান।।
বরণ করিয়া গেল যত সখীগণ।
দুই পুরোহিত কহে কথোপকথন।।
শতানন্দ বলেন, বশিষ্ঠ মহাশয়।
সূর্য্যবংশ কি প্রকার দেহ পরিচয়।।
বশিষ্ঠ বলেন, মুনি হোক বোঝাবুঝি।
কহ দেখি, তুমি চন্দ্রবংশের কুলজি।।
শতানন্দ মুনি বলে সভার ভিতর।
শুন চন্দ্রবংশের বিস্তার মুনিবর।।
দেবাসুরে মন্থন করিল সিন্ধু-নীর।
তাহে লক্ষ্মী জগন্মাতা হইল বাহির।।
সাগর মথনেতে জন্মিল শশধর।
চন্দ্র নাম হইল তাঁহার মনোহর।।
হইল চন্দ্রের পুত্র বধু মতিমান।
পুরুরবা নামে তাঁর হইল সন্তান।।
পুরুকৃষ্ণ নামে হৈল তাঁহার কুমার।
শতাবর্ত্ত নামে পুত্র বিদিত সংকার।।
আর্য্যাবর্ত্ত নামে হৈল তাঁহার তনয়।
সেপদী নামেতে তাঁর পুত্র মহাশয়।।
বাণ নামে পুত্র হৈল জানে সর্ব্বজন।
রেত নামে তাঁর পুত্র অতি বিচক্ষণ।।
ধ্রুব নামে তাঁর পুত্র বিদিত ভূতলে।
স্বর্গ নামে পুত্র তাঁর সর্ব্বলোকে বলে।।
পুত্র স্বর্গ রাজার সে সর্ব্ব নামধর।
হৈহয় নামেতে তাঁর পুত্র মনোহর।।
হৈহয়ের নন্দন অর্জ্জুন নাম ধরে।
নিমি নামে তাঁর পুত্র তুলনা অমরে।।
নিমির কীর্ত্তিতে ব্যাপ্ত সকল সংসার।
মিথি নামে তাঁহার হইল যে কুমার।।
সকলে মিলিয়া তাঁর মথিল শরীর।
তাহাতে জন্মিল পুত্র মিথি নামে বীর।।
সেই বসাইল এই মিথিলা নগর।
জনক ও কুশধ্বজ তাঁহার কোঙর।।
বশিষ্ঠ বলেন, শুনিলাম বিবরণ।
আমি কথা কহি তবে, তাহে দেহ মন।।
আদি পুরুষের নাম হৈল নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিন জন।।
তিন পুত্র হইল তনয়া এক জানি।
সকলে তাহার নাম রাখিল কন্দিনী।।
জরুৎকারু মুনি পুত্র, নারদ বীণাপাণি।
তাহাকে বিবাহ দিল কন্দিনী ভগিনী।।
সবে গীত গায়, নারদ বাজায় বেণু।
তাহাতে জন্মিল কন্যা নাম তার ভানু।।
তাহাকে বিবাহ দিল জামদগ্ন্য বরে।
এক অংশে নারায়ণ জন্মিল তাঁর ঘরে।।
ব্রহ্মার কাছেতে তার পড়িলেক বীজ।
তাহাতে জন্মিল পুত্র নামেতে মরীচ।।
মরীচের পুত্র হৈল নামেতে কশ্যপ।
তাঁহার তনয় সূর্য্য প্রচণ্ড উত্তাপ।।
সূর্য্যের হইল পুত্র মনু নাম তাঁর।
মনুর নামেতে সর্ব্ব ব্যপিল সংসার।।
মনুর হইল পুত্র সুষেণ নামেতে।
প্রষেণ তাঁহার পুত্র বিদিত জগতে।।
প্রষেণের পত্রি যুবনাশ্ব নাম ধরে।
রাজা হয় যুবনাশ্ব অযোধ্যানগরে।।

যুবনাশ্ব রাজার কহিব কিবা কথা।
তাঁহার জন্মিল পুত্র, নামে যে মান্ধাতা।।
মান্ধাতার পুত্র হৈল মুচুকুন্দ নাম।
ধুন্ধুমার তাঁর পুত্র রূপ গুণধাম।।
তাঁহার হইল পুত্র ইলা নাম ধরে।
তাঁর পুত্র শতাবর্ত্ত অযোধ্যা-নগরে।।
আর্য্যবর্ত্ত নামে তাঁর হইল নন্দন।
ভরত তাহাঁর পুত্র জানে সর্ব্বজন। ।
ভরত রাজার আর কি কব আখ্যান।
যাঁর নামে পৃথিবীতে ভারত পুরাণ।।
তাঁর পুত্র হইল ইক্ষ্বাকু নরপতি।
বশিষ্ঠ পুরোধা যাঁর সুমন্ত্র সারথি।।
তাঁহার ভূধর নামে হইল নন্দন।
খাণ্ড নামে তাঁর পুত্র অযোধ্যা-ভূষণ।।
হইল খাণ্ডের পুত্র দণ্ড নাম ধরে।
যে প্রজার কামিনীগণে বলাৎকার করে।।
তাঁর পুত্র হইল হারীত নাম ধরে।
হরিবীজ তাঁর পুত্র বিদিত সংসারে। ।
হরিবীজ রাজা হয় পরম আনন্দ।
তাঁহার হইল পুত্র নাম হরিশ্চন্দ্র।।
যাঁর দান লইলেন গাধির নন্দন।
বিকাইয়া আপনি যে শুধিল কাঞ্চন।।
হরিশ্চন্দ্র রাজ্য করে পূর্ণ অভিলাষ।
তাঁহার হইল পুত্র নাম রুহিদাস।।
সে রুহিদাসের পুত্র নাম মৃত্যুঞ্জয়।
ত্রিশঙ্কু তাঁহার পুত্র জানিহ নিশ্চয়।।
তাঁর পুত্র রুক্মাঙ্গদ অযোধ্যা-নিবাসী।
দ্বাদশ বৎসর কাল করে একাদশী।।
রুক্মাঙ্গদ জন্মাইল ধর্ম্মাদ তনয়।
তাঁর পুত্র হইল মরুৎ মহাশয়।।
অনারণ্য তাঁর বেটা জানে সর্ব্বজন।
তাঁহাকে মারিয়া গেল লঙ্কার রাবণ। ।
তাঁহার হইল পুত্র বাহু নৃপবর।
শিবভক্ত নাম তাঁর হইল সগর।।
অসমঞ্জ নামে তাঁর হইল নন্দন।
তাঁর পুত্র অংশুমান ধর্ম্মপরায়ণ। ।
অংশুমান রাজা রাজ্য করিয়া যৌতুকে।
মরিলেন তাঁর বংশে আর নাহি থাকে।।
ভগীরথ তাঁর পুত্র অযোধ্যা-নগরে।
গঙ্গা আনি উদ্ধারিল দেব দৈত্য নরে।।
বিতপত নামে তাঁর হইল নন্দন।
বিকর্ণ তাঁর পুত্র অযোধ্যা-ভূষণ। ।
তাঁহার হইল পুত্র অমর্ষি রাজন।
দিলীপ তাঁহার পুত্র জানে সর্ব্বজন।।
দিলীপের সুত রঘু বড় বলবান।
রঘুবংশ বলি যাঁর বংশের আখ্যান।।
রঘুর তনয় অজ পিতার সমান।
তাঁর পুত্র দশরথ দেখ বিদ্যমান।।
দশরথ রাজা শৌর্য্যে বীর্য্যে গুণধাম।
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এই ধার্ম্মিক শ্রীরাম।।
এতেক বশিষ্ঠ মুনি বলিল সবাকে।
শুনি শতানন্দ মুনি হাত দিল নাকে। ।
গলে বস্ত্র দিয়া বলে জনক রাজন।
তব পুত্রে কন্যা দিয়া লইনু শরণ।।
দশরথ বলিলেন জনক রাজারে।
শরণ লইনু দিয়া এ চারি কুমারে।।
দুই রাজা উঠি তবে কৈল সম্ভাষণ।
কন্যা আন আন বলে যত বন্ধুগণ।।

হেন বেশ ভূষণ পরায় সখীগণ।
যাহাতে মোহিত হয় শ্রীরামের মন।।
সখী দেয় সীতারে মস্তকে আমলকী।
তোলা জলে স্নান করাইল চন্দ্রমুখী।।
চিরুণীতে কেশ আচঁড়িয়া সখীগণ।
চুল বান্ধি পরাইল অঙ্গে আভরণ।।
কপালে তিলক আর নির্ম্মল সিন্দূর।
বালসূর্য্য সম তেজ দেখিতে প্রচুর।।
নাকেতে বেসর দিল মুক্তা সহকারে।
পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে।।
চঞ্চল নয়নে কিবা কজ্জলের রেখা।
কামের কামান যেন গুণে যায় দেখা।।
গলায় তাহার দিল হার ঝিলিমিলি।
বুকে পরাইয়া দিল সোণার কাঁচুলি।।
উপর হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময়।
সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয়।।
দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিত বিলক্ষণ।
শঙ্খের উপর সাজে সোণার কঙ্কণ।।
বসন পরায় তাঁরে সুন্দর প্রচুর।
দুই পায়ে দিল তাঁর বাজন নূপুর।।
সুবর্ণ আসনে বসিলেন রূপবতী।
চারিদিকে জ্বালি দিল সোহাগের বাতি।।
চারি ভগিনীতে বেশ করে বিলক্ষণ।
তখন মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন।।
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তবে নমস্কার করে।
প্রদক্ষিণ সাতবার করিল রামেরে।।
অন্তঃপট ঘুচাইল যত বন্ধুগণ।
সীতা রামে পরস্পর হৈল দরশন।।
জলধারা দিয়া তারা কন্যা নিল পরে।
শোয়াইল জানকীরে অন্ধকার ঘরে।।
বরকে আনিতে আজ্ঞা করে সখীগণ।
আসিয়া করুন রাম ষষ্ঠীর পূজন।।
হাতে ধরি আনাইল রামেরে তখন।
সীতা-হাত ধরি তোল বলে বন্ধুজন।।
তখন ভাবেন মনে সীতা ঠাকুরাণী।
পায়ে হাত দেন পাছে রাম গুণমণি।।
করিলেন সীতা বাম হস্তে শঙ্খধ্বনি।
হাতে ধরি সীতারে তোলেন রঘুমণি।।
স্ত্রীলোকেরা পরিহাস করে ছল পেয়ে।
কেহ বলে হাতে ধরে, কেহ বলে পায়ে।।
পূর্ব্বাপর বর কন্যা এল দুইজনে।
রোহিণীর সহ চন্দ্র যেমন গগনে।।
কন্যাদান করে রাজা বিবিধ প্রকারে।
পঞ্চ হরিতকী দিয়া হরিহার করে।।
বহু দাস দাসী রাজা দিল কন্যা বরে।
জলধারা দিয়া কন্যা বর লইল ঘরে।।
রাজরাণী গিয়া ঘরে করিল রন্ধন।
কন্যা-বর দুই জনে করিল ভোজন।।
সাজায় বাসরঘর যত সখীগণ।
রাম সীতা-তাহাতে বঞ্চেন দুইজন।।
ঊর্ম্মিলা সহিত তথা রহেন লক্ষ্মণ।
মাণ্ডবীর সহিত ভরত বিচক্ষণ।।
শ্রুতকীর্ত্তি সহিত আছেন শত্রুঘন।
এইরূপে বাসর বঞ্চিল চারি জন।।
সানন্দ হইল সব মিথিলা-ভুবন।
রামকে দেখিতে যায় যত নারীগণ।।
পরিহাস করে সবে রামের সহিত।
তুমি যে জানকী পতি এ নহে উচিত।।

www.bengaliebook.com

এই কথা রাম যে তোমাকে কহি ভাল।
সীতা বড় সুন্দরী, তুমি হে বড় কাল।।
হাসিয়া বলেন রাম সবার গোচর।
সুন্দরীর সহবাসে হইব সুন্দর।।
পরিহাস করিবে কি হারাইল জ্ঞান।
শ্রীরামের চরণে মজায় মণ প্রাণ।।
যেখানে বসিয়া আছে অনুজ লক্ষ্মণ।
সেখানে চলিল যায় যত সখীগণ।।
অগ্রজ যেমন, তাঁর অনুজ তেমন।
ভুলিল রামেরে তারা হেরিয়া লক্ষ্মণ।।
গলে বস্ত্র দিয়া বলে লক্ষ্মণ গুণমণি।
রামে পরিহাস করে সে মোর জননী।।
লজ্জাযুক্তা হইয়া ত যত সখীগণ।
পুনর্ব্বার যায় যথা রাম নারায়ণ।।
এইরূপে চারি স্থানে করি দরশন।
মানিল কামিনীগণ সফল নয়ন।।
চারি ভাই তুল্য চারি লইয়া সুন্দরী।
নানা সুখে কৌতুকে বঞ্চেন বিভাবরী।।

www.bengaliebook.com

পরশুরামের শর শ্রীরামের প্রাপ্ত হওন ও পরশুরামের দর্পচূর্ণ

প্রভাত হইল রাত্রি উদিত তপন।
সভা করি বসিলেন যত বন্ধুগণ।।
বাজিল আনন্দবাদ্য জনক-ভুবন।
বিদায় মাগেন গিয়া বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।।
জনক বলেন অতি হইয়া কাতর।
রাম সীতা রাখি যাও একটি বৎসর।।
হাসিয়া বলেন তবে অজের নন্দন।
শরীর লইয়া যাব রাখিয়া জীবন।।
বলেন জনক রাজা শুন হে রাজন।
সকলে আমার ঘরে করিবে ভোজন।।
ভাল ভাল বলিয়া দিলেন অনুমতি।
আয়োজন করিলেন জনক ভূপতি।।
রাজা রাণী ঘরে গিয়া দেখেন রন্ধন।
সুক্ষ্ম অন্ন সহ তার পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।।
স্নান করি আসিয়া সকল প্রজাগণ।
আনন্দিত হৈয়া সবে করেন ভোজন।।
ভোজন করেন রাম পরম হরিষে।
দধি দুগ্ধ দিল রাজা ভোজনাবশেষে।।
সুতৃপ্ত হইয়া রাম করে আচমন।
কর্পূর তাম্বুলে করে মুখের শোধন।।
সে রাত্রি থাকেন রাম তথা পূর্ব্ববৎ।
প্রাতঃকালে বিদায় মাগেন দশরথ।।
রাম সীতা চতুর্দ্দোলে করি আরোহণ।
দীন দ্বিজ দুঃখীরে করেন বিতরণ।।
দিব্য বস্ত্র পরিধান, মাথায় টোপর।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম হাতে ধনুঃশর।।
পরে তিন ভ্রাতা চাপিলেন চতুর্দ্দোলে।
পরম আনন্দে রাজা অযোধ্যায় চলে।।
দেবরথে চড়িলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
কিন্তু চতুর্দ্দিকে রাজা দেখে অলক্ষণ।।
রাজা বলিলেন শুন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
চারিদিকে দেখি কেন এত অলক্ষণ।।
কি জানি কেমন হবে বিপদ ঘটন।
বশিষ্ঠ বলেন শুন অজের নন্দন।।
চারিদকে চারি পুত্র দেখে বিদ্যমান।
কে করিতে পারে তব অশুভ বিধান।।
বাজনার মহাশব্দ উঠিল আকাশ।
পরশুরামের চিত্তে লাগিল তরাস।।
মিথিলাতে শুনি কেন বাদ্যের বাজন।
সীতাকে বিবাহ করে বুঝি কোন্ জন।।
মনে মনে যুক্তি করে সেথা মুনিবর।
হেথা রাজা বিদায় করেন কন্যা- বর।।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া বদনকমলে।
জনক করিয়া কোলে জানকীরে বলে।।
করিলাম বহু দুঃখে তোমাকে পালন।
বারেক মিথিলা বলি করিও স্মরণ।।
শ্বশুর শাশুড়ী প্রতি রাখিও সুমতি।
রাগ দ্বেষ অসূয়া না কর কার প্রতি।।
সুখ দুঃখ না ভাবিও যা আছে কপালে।
স্বামীসেবা সীতা না ছাড়িহ কোন কালে।।
ঝিয়ারী বহুরী যত আসিয়া তখন।
গলায় ধরিয়া সবে যুড়িল ক্রন্দন।।
আমা সবা এড়িয়া কি চলিলা জানকী।
আর কি হইবে দেখা সীতা চন্দ্রমুখী।।
রাম সীতা বিদায় করিলেন জনক।

দ্বিজেরে দিলেন দান সহস্র সংখ্যক।।
হেনকালে জামদগ্ন্য হাতেতে কুঠার।
রহ রহ বলিয়া ডাকিছে বার বার।।
খড়্গ চর্ম্ম ধনুঃশর শরীরে গ্রথিত।
ভীমবেশে ভার্গব হইল উপস্থিত।।
মহাভয়ানক বেশ দেখিয়া মুনির।
দশরথ ভূপতির কম্পিত শরীর।।
এক হাতে ধরি রামে অপরে লক্ষ্মণে।
মুনির চরণে রাজা দিল সেইক্ষণে।।
মুনি বলে, দশরথ বলি হে তোমারে।
ধনুক ভাঙ্গিল কেবা জনকের ঘরে।।
দশরথ কহেন আমার পুত্র রাম।
গুণ দিতে ধনুকে ভাঙ্গিল ধনুখান।।
মহাকোপে জ্বলিয়া বলেন ভৃগুরাম।
মমসম করি রাখিয়াছে পুত্র নাম।।
আমি ত পরশুরাম বিদিত ভূতলে।
হেন জন আছে কে যে রামনাম বলে।।
এ কথা শুনিয়া রাম বলেন বচন।
দোষ ক্ষমা কর প্রভু তপস্বী ব্রাহ্মণ।।
বলেন পরশুরাম আরক্ত নয়ন।
তুচ্ছজ্ঞান কর দেখি তপস্বী ব্রাহ্মণ।।
নিঃক্ষত্রিয় ভূমি করি তনি সপ্তবার।
রক্তে নদী বহাইল আমার কুঠার।।
সমস্ত পৃথিবী করি কশ্যপের দান।
তপস্বী ব্রাহ্মণ বলি কর অপমান।।
আমার গুরুর ধনু ভাঙ্গিলেক যেই।
তাহাকে বধিয়া তার প্রতিফল দেই।।
ভূপতি বলেন ভয়ে কম্পিত শরীর।
বালকের অপরাধ ক্ষম মহাবীর।।
রুষিয়া কহেন শক্ত সুমিত্রা কুমার।
কথায় কি ফল, কর বীরের আচার।।
ক্ষত্রিয় বিনাশ তুমি করেছ যখন।
তখন না জন্মেছিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
এতেক বলিল যদি সুমিত্রা-নন্দন।
কূপিত পরশুরাম কহেন বচন।।
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়া যে দেখাইলা গুণ।
আমার ধনুকে রাম দেহ দেখি গুণ।।
এতেক কহিয়া ধনু দিলেন তখন।
জানকী ভাবেন নম্র করিয়া বদন।।
একবার ধনুক ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ।
করিলেন আমারে বিবাহ রঘুনাথ।।
আরবার ধনুক আনিল ভৃগুমুনি।
না জানি হইবে মোর কতেক সতিনী।।
ধনুখান ভৃগুরাম দিল বড় দাপে।
মরে ত মরুক রাম ধনুকের চাপে।।
ধনুক দেখিয়া অতি প্রসন্ন অন্তরে।
হাসিয়া ধরেন রাম ধনু বাম করে।।
শ্রীরাম বলেন, হে লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধার।
এ ধনুকের গরিমা করেন মুনিবর।।
শ্রীরাম বলেন শুন ওহে বীরবর।
ধনু যদি দিলে, তবে দেহ এক শর।।
সুবুদ্ধি পরশুরামে কুবুদ্ধি লাগিল।
তখন রামের হাতে মুনি শর দিল।।
আপনার তেজ রাম সকল হরিল।
আপনার তেজ রাম লইল যখন।।
হইল মুনির পুত্র সামান্য ব্রাহ্মণ।
শ্রীরাম বলেন, শুন মুনির নন্দন। ।
ধনুকেতে গুণ দিব কিসের কারণ।।

তোমার ধনুকে যদি গুণ দিতে পরি।
তোমার ধনুক বাণে তোমার সংহারি।।
লক্ষ্মণেরে জিজ্ঞাসা করেন রাম শেষে।
ধনুকেতে গুণ দিই মুনির আদেশে।।
লক্ষ্মণ বলেন, শুন জ্যেষ্ঠ মহাশয়।
ধনুকেতে গুণ দিয়া দূর কর ভয়।।
এ কথা শুনিয়া রাম হাসিয়া কৌতুকে।
ধনু নোঙাইয়া গুণ দিলেন ধনুকে।।
ধনুক-টঙ্কার গিয়া লাগিল গগন।
পাতালে বাসুকি কাঁপে স্বর্গে দেবগণ।।
পাতালে বাসুকি বলে দেব রঘুবীর।
ধনুখান তোল, মোর বুক হোক্ স্থির। ।
লক্ষ্মণ বলেন, শুন অগ্রজ শ্রীরাম।
ধনুখান তোল যে বাসুকি পায় ত্রাণ। ।
এই কথা শুনিয়া হাসিয়া রঘুনাথ।
তুলিলেন সেই ধনু সবার সাক্ষাৎ।।
শ্রীরাম বলেন, শুন মুনির নন্দন।
তোমারে না মারি ব্রহ্মবধের কারণ। ।
অব্যর্থ আমার বাণ হইবে কেমন।
স্বর্গরোধ করি কিম্বা পাতাল ভুবন।।
যে আজ্ঞা বলিয়া বলে মুনির নন্দন।
চিনিলাম তোমারে যে তুমি নারায়ণ।।
ধর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ পায় নাহি হয় আন।
স্বর্গপথ রুদ্ধ কর দেব ভগবান।।
এক শর মারিলেন না করিয়া ক্রোধ।
পরশুরামের করে স্বর্গপথ রোধ।।
শ্রীরামেরে স্তুতি করে শ্রীপরশুরাম।
তপস্যা করিতে মুনি যান নিত্যধাম। ।
দশরথ পাইলেন যেন হারাধন।
আনন্দিত তেমনি হইল তাঁর মন।।
পুত্র পুত্র বলিয়া করেন রামে কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদনকমলে।।
ভূপতি বলে, শুন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
বাজনায় আর কিছু নাহি প্রয়োজন।।
চতুর্দ্দোলে শ্রীরাম করেন আরোহণ।
অযোধ্যায় দ্রুততর করেন গমন।।
সিদ্ধাশ্রমে শ্রীরাম দিলেন দরশন।
প্রণাম করেন সবে মুনির চরণ।।
মুনিপত্নী আইল শ্রীরামে দেখিবারে।
রামসীতা দেখে তাঁরা হরিষ অন্তরে। ।
ইহার জননী ধন্যা, ধন্য এঁর পিতা।
যেমনি গুণের রাম, তেমনি এ সীতা।।
তথা হইতে চলিলেন পরম হরিষে।
উত্তরিল গিয়া সবে আপনার দেশে।।
অযোধ্যায় সে শোভা তা বর্ণিতে না পারি।
আনন্দ সাগরে মগ্ন বাল বৃদ্ধ নারী।।
নানাবর্ণ পতাকা উড়িছে নানা স্থলে।
উপরে চাঁদোয়া শোভে গগনমণ্ডলে।।
কুলবধূ আর যত প্রজার কুমারী।
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালে দ্বারে সারি সারি।।
সুবর্ণের পূর্ণকুম্ভে দিল আম্রসার।
গুবাক কদলী নারিকেল রাখে আর।।
গ্রাম প্রদক্ষিণ করে অজের নন্দন।
গ্রামের নিকটে গিয়া বাজায় বাজন।।
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা রমণী।
চারি বধূ আনিতে চলিল তিন রাণী। ।
সঙ্গেতে চলিল রঙ্গে পুরবাসী নারী।
সানন্দ সকল পুরী, বাজে তুরী ভেরী।।

www.bengaliebook.com

দেবগণ বরিষণ করে পুষ্পরাশি।
জয় দিয়া নাচে সবে আনন্দে উল্লাসি।।
চারি বধূ কক্ষে দিল সুবর্ণ-কলসী।
ব্যবহার মত কর্ম্ম করে পুরবাসী।।
কক্ষে দিল কলসী, মস্তকে দিল ডালা।
ছড়াইয়া ফেলে সেইখানে খই কলা।।
শুভক্ষণে রাণীরা দেখিল বধূমুখ।
নিরখিয়া চন্দ্রমুখ জুড়াইল বুক।।
নানাবিধ যৌতুক দিলেন সর্ব্বজন।
মণিময় আভরণ বসন ভূসণ।।
যৌতুকেতে রাম পান যত অলঙ্কার।
তাহাতে হইল পূর্ণ তাঁহার ভাণ্ডার।।
পাইলেন সীতাদেবী যতেক যৌতুক।
নিজে লক্ষ্মী তিনি, তাঁর এ নহে কৌতুক।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
বন্দিলেন গিয়া সবে মায়ের চরণ।।
চারি পুত্রে আশীর্ব্বাদ করে রাণীগণ।
চিরজীবী হও, পাও বহু পুত্র ধন।।
চারি পুত্র লয়ে রাজা সুখী বহুতর।
সুখে রাজ্য করে যেন স্বর্গে পুরন্দর।।
কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃত সমান।
এতদূরে আদিকাণ্ড হৈল সমাধান।।

আদিকাণ্ড সমাপ্ত।

www.bengaliebook.com